মান।

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

৺মথুরানাথ সাহা ও ৺নীলকান্ত দাসের
যাত্রায় অভিনীত।

(শ্রীভূতনাথ দাস দ্বারা সুরলয়ে গঠিত)

কলিকাতা ;
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্,
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২৩

মূল্য ১।।০ টাকা

কল্যাণপুর, হাওড়া,

"পশুপতি প্রেসে"

শ্রীরাজকুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পাত্র

মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, নারদ, হরিদাস ও জ্ঞানদাস
(ভক্তদ্বয়), নন্দ, উপানন্দ, আয়ান, দাম, শ্রীদাম, বসুদাম,
সুবল ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি রাখালগণ, বৃষভানু,
মন্ত্রী, অলীক (বৃষভানুর শ্যালক), দুর্ম্মদা
(আয়ান ঘোষের জ্যেষ্ঠ সহোদর),
চান্দরায়ণ (বৃষভানু রাজার জনৈক
কর্ম্মচারী), দেবগণ, গোপগণ,
সদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ
ইত্যাদি।

পাত্রী

ভগবতী, শ্রীরাধা, যশোদা, রোহিণী,
জটীলা, কুটীলা; বৃন্দা, ললিতা,
বিশাখা, কুন্দলতা প্রভৃতি
গোপিগণ ইত্যাদি।

মান

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

ভক্তগণ।

গীত

"জয় জয় রাধাগোবিন্দ-চরণারবিন্দ-মকরন্দে মত্ত হও মনোভৃঙ্গ।
দেখ বিষয়-কেতকী, সে বনে ভ্রম কি, সে বনে ভ্রম, যে বনে ত্রিভঙ্গ॥
বৃন্দাবন প্রেম-সরোবর তাহে মত্ত প্রফুল্ল অনন্তকোটী পদ্ম,
পদ্মমধ্যে নীলপদ্ম—রাধাপদ্ম ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যার মৃণাল-সঙ্গ॥
মধুরূপ কৃষ্ণের মধুর মূরতি, বিহরে মধুরূপ বামে শ্রীশ্রীমতী,
রাখ রাখ মতি, সেই মধুর ভাব প্রতি, মনোভৃঙ্গ দিও না ভঙ্গ:—
গুন্ গুন্ স্বরে গাও রাধা-শ্যামের গুণ, পাবে সুধা, যাবে ভবের ক্ষুধাগুণ,
ঘটিবে সৎগুণ—ঘুচিবে ত্রিগুণ—নির্গুণ-গুণ-প্রসঙ্গ॥"

হরিদাস ও জ্ঞানদাসের প্রবেশ।

হরিদাস। বল ত বাবা, ইনি ভগবানকে নিরাকার ব্রহ্ম ব'ল্‌তে চান।

জ্ঞানদাস। চাই কি, এখনও ব'ল্‌ছি, ভগবান নিরাকার, চৈতন্যময়। তাঁর আবার রূপ কি?

১ম ভক্ত। তা বটে বাবা, তবে তাঁর রূপ আছে বৈকি; রূপ না থাক্‌লে তুমি আমি কে? তাঁর রূপের তরঙ্গেই যে এই অনন্ত প্রকৃতি গড়া।

জ্ঞানদাস। হাঁ, তা একরকমে টেনে আনা যায় বটে, কিন্তু আমাদের তর্কের কথা কি জানেন? জ্ঞান আর ভক্তি।

১ম ভক্ত। তার আর তর্ক কি বাবা! ত্রিবিধ যোগের মধ্যে কর্ম্মপরিত্যাগকারী অর্থাৎ দুঃখ-যন্ত্রণা বোধ ক'রে যাঁরা সংসারের কর্ম্মসকলের ফলসমূহে বিরক্ত হ'য়েছেন, এরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানও যে সিদ্ধিপ্রদ, তাতে আর সন্দেহ কি? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন প্রিয়সখা উদ্ধবকে এ সকল কথা বিশিষ্টভাবে বুঝিয়েছিলেন।

জ্ঞানদাস। শুন্‌ছ হরিদাস! জ্ঞানের মহিমময়ী কথা শোন।

হরিদাস। বাবাজি! ভক্তির কথা কিছু কি ব'ল্‌বেন না?

১ম ভক্ত। আহা বাবা, ভক্তির তুল্য ধন কি আর ত্রিলোকে আছে? ভক্তগণ শ্রুতমুখে ব'লেছেন, ভক্তি হ'চ্চেন রাজরাজেশ্বরী মহারাণী, তাঁর শ্রীঅঙ্গের মল—কর্ম্ম আর জ্ঞান; একমাত্র শ্রদ্ধার সুগন্ধ ঢেলে তাঁর শ্রীঅঙ্গ মর্দ্দন ক'র্‌লে তবে সে মলোত্তোলন ক'র্‌তে পারা যায়। সে ভক্তির সহিত কা'র তুলনা হয় বাবা!

ভক্ত ভগবানের নিসর্গসিদ্ধ সম্পদ্! জ্ঞান ও কর্ম্ম এরা দুজনেই পার্থিব বিষয়ে সন্তুষ্ট; পার্থিব সুখসম্পদেই আত্মতৃপ্তি লাভ ক'রে থাকে। কিন্তু ভক্তি তা নয়, সে পার্থিব গতিবিধির মধ্যে থেকেও তা হ'তে ঊর্দ্ধধাবিনী। সে দুঃখ-যন্ত্রণাপূর্ণ মনুষ্য-জীবনকে এক সুন্দর মনোমোহন আলোকময় পথ দেখিয়ে দেয়, সে নিরাকার চৈতন্যময় পরমব্রহ্মকে চিনিয়ে দেয়,জ্ঞানী ও কর্ম্মী যে জগৎ অশান্তির পূর্ণ বিগ্রহ ব'লে বিবেচনা ক'রে থাকেন, ভক্তি সেই অশান্তিময় জগতেই নির্ম্মল আনন্দের উৎস প্রসারিত ক'রে তন্মধ্য হ'তে এক সমুজ্জ্বল শক্তির হিরণ্ময়ী মূর্ত্তি বাহির করে। অমনি আব্রহ্মশৈলবসুন্ধরা আপনাদিগকে পুণ্যশ্লোক মনে ক'রে নতমস্তকে ভক্তিবিনম্রপ্রাণে তার সম্মুখে উদাত্তস্বরে মহাস্তোত্র পাঠ ক'র্‌তে উপবিষ্ট হয়! অমনি স্বসুখলালসা ও ভোগপিপাসার প্রমত্ততা বিস্মৃত হ'য়ে যায়! সে ভক্তি কি সামান্য বাবা! বহু ভাগ্য যাঁর, সেই সৌভাগ্যশালীই সে অতুল সম্পদের অধিকারী হ'য়েছেন বাবা!

হরিদাস। শোন জ্ঞানদাস, শোন!

জ্ঞানদাস। শুন্‌ছি—শুন্‌ছি হরিদাস! বলি হাঁ বাবাজি, তাহ'লে তুমি জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ ব'ল্‌তে চাও না?

১ম ভক্ত। শ্রেষ্ঠ বৈকি বাবা, সংসারে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানদাস। তবে এই ব'ল্‌ছিলে—ভক্তির তুল্য ধন নাই।

১মভক্ত। এখনও কি তা না ব'ল্‌ছি বাবা!

জ্ঞানদাস। তাহ'লে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয় কিসে?

১ম ভক্ত। কিসে না হয় বাবা, সংসারে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ! জ্ঞান-

বলে সংসারসুখ ঘটে—অজ্ঞানীর বিপদ পদে পদে। ভক্তি সংসারের নয়; সে শরীর-বৃত্তি আর মনোবৃত্তির অতীত। সে যেন এই দুই বৃত্তির জয়লব্ধ ধন। সে-সময়ে পার্থিবসম্পর্ক-নির্স্তাপর হ'লেও স্বর্গের সৌরভ দান করে। অতি বড় জ্ঞানরহিত অশিক্ষিত ব্যক্তিও ভক্তিবলে স্বর্গের বিজয়বাদ্য বাজিয়ে মুগ্ধ ধরণীতে এক মহৎ সাড়া আনয়নে সমর্থ হয়; তাতে জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই জেগে উঠে, মেতে উঠে, আপনার অবশ প্রাণকে অভাবনীয় সবল মনে করে। জ্ঞানবীর সংসারজয়ে সমর্থ, কিন্তু ভক্তিবীর সংসারস্রষ্টা ভগবানকেও জয় ক'র্তে সমর্থ—তাও বিনা চেষ্টায়। তুমি আজীবন অধ্যয়ন অধ্যাপনায় যে ধন সহজে লাভ ক'র্তে পার্বে না, ভক্তিমান্ সাধু বিনা অধ্যয়নে, বিনা অধ্যাপনায় সহজেই সে দুর্লভধন লাভ ক'র্তে সমর্থ।

হরিদাস। শোন ভায়া, শোন! সাধে নন্দের বেটা কানুর প্রেমে মজিছি!

জ্ঞানদাস। (স্বগত) তাই ত, কি তর্ক ক'র্ব! বাবাজীদের প্রফুল্ল মূর্ত্তি দেখে আমার বিদ্যা-বুদ্ধি সকল যেন ঐ শ্রীপাদপদ্মে নুয়ে প'ড়্ছে। আরে অন্ধ মন! এঁরা কি জ্ঞানী নন্? (প্রকাশ্যে) হরিদাস! কিছু বুঝ্তে পার্ছি না। জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড়! আমার মস্তিষ্ক আলোড়িত হচ্চে! মনে নানা তরঙ্গ উঠ্ছে! আচ্ছা—আচ্ছা—আবার—আবার বল, জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড়! সাংখ্য-পাতঞ্জল-বেদ-বেদান্ত-মীমাংসা সবই আলোড়ন ক'রেছি, কিন্তু আজ বাবাজীদের কাছে তর্ক ক'র্তে পার্ছি না! যেন মুগ্ধ হ'য়ে

যাচ্চি! আমি যে বাস্তব পক্ষে তর্কে পরাজয় স্বীকার ক'র্‌ছি, তা নয়, তবে যেমন—কেমন—কেমন! হৃদয়ে একটা স্পন্দন আস্‌ছে! তার যেন কোন গতি নেই, বেগ নেই, ধীর নিশ্চল, কেবল থর থর ক'রে কাঁপ্‌ছে! সে কম্পনে আকুলতা নেই, উদ্দীপনা নেই, একটা যেন লঙ্কাকাণ্ডের মত মার্ ধর্ হৈ চৈ ব্যাপার চ'ল্‌ছে। হরিদাস, হরিদাস! এখনও বল, এখনও বল—আমার জ্ঞান বড় না তোমার ভক্তি বড়! আচ্ছা—একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার কপিলের সাংখ্যের গোটাকতক পাত উল্‌টে আসি। সব ভুলে গেছি, আশৈশব যে বিদ্যাচর্চ্চায় জ্ঞানোপার্জ্জন ক'র্‌লুম, তার আর বিন্দুবিসর্গ মনে নাই! একটা সংস্কৃত উদাহরণের শ্লোক উচ্চারণ ক'র্‌তে গেলে, তার সতরগণ্ডা ব্যাকরণ অশুদ্ধি ঘটে। কি হ'লো, কি হলো! বাবাজি, বাবাজি, তোমার কত দূর অধ্যয়ন আছে?

১ম ভক্ত। অধ্যয়ন কি বাবা! নটবরের রাজত্বে অধ্যয়ন আর কি ক'র্‌ব বাবা!

কৃষ্ণনাম দ্বি অক্ষর এই দুই পাঠ,
এই দুই পাঠে বাবা, স্বরাট বিরাট।
শাস্ত্রপাঠে জ্ঞানযোগ, জ্ঞানে শান্তি ঘটে,
কৃষ্ণপাঠে প্রেমযোগ প্রেমে শান্তি রটে।

জ্ঞানদান। হরিদাস, মিল্‌ছে, মিল্‌ছে! আমার দর্শন—আমার বেদান্ত—সব তোমার কথায় গিয়ে মিল্‌ছে! বল—বল মিলিয়ে নি, মিলিয়ে নি, যতক্ষণ না মিলন হয়, ততক্ষণ শান্তি পাব না! জ্ঞান শ্রেষ্ঠ

বটে, কিন্তু ভক্তির উচ্চতায়—সে অতলান্ত মহাসাগর হ'তেও গভীরে! ভক্তি পূর্ণচন্দ্রমা, সে জগতের তমঃ হরণ ক'রে জগতে স্নিগ্ধ কিরণ ছড়িয়ে দেয়! জ্ঞানালোকে সে স্নিগ্ধতা নাই! বাতাস সব জায়গায় বয়, কিন্তু মলয়-পরিশীলন জলকণবাহী সমীর অতি স্নিগ্ধ, অতি মধুর, অতি মনোমোহকর! বাবাজি, বাবাজি, আমি কংস-রাজ্যের লোক, আমাদের কংশ রাজা কৃষ্ণদ্বেষী, কিন্তু আমি কারো দ্বেষাদ্বেষ বড় ভালবাসিনি, তাই কংস-রাজ্য হ'তে সরে প'ড়েছি। ইচ্ছা করি, কিছুদিন তোমাদের সঙ্গে বিচরণ ক'রে—কৃষ্ণ-ভক্তি শিক্ষা করি।

১মভক্ত। আপত্তি কি বাবা, আমাদের গুরু শ্রীশ্রীদেবর্ষি নারদ। তাঁর দর্শন লাভ ক'র্‌লে সকল সন্দেহই দূর হবে।

হরিদাস। কি জ্ঞানদাস! আশ্চর্য্যান্বিত হ'চ্চ যে?

জ্ঞানদাস। ভাই হরিদাস, আমার জ্ঞান যা বলে বলুক, কিন্তু ভাই, তোমাদের অটুট বিশ্বাসের বিমলচিত্র আমাকে আজ পাগল ক'রে তুলেছে! বাবাজি, তর্ক নয়, বাদ-প্রতিবাদের ইচ্ছুক নই, ঐ বলদেব অনন্তের শিঙ্গাধ্বনি উঠ্‌চে! তিনি ভগবানকে গোষ্ঠযাত্রার জন্য আহ্বান ক'র্‌ছেন। বৃথা বাক্যব্যয়ে কালাতিপাত না ক'রে—প্রভুর গোষ্ঠযাত্রার মধুর দৃশ্য দর্শন ক'র্‌বে চল।

ভক্তগণ। গীত

ঐ বাজে রে বলদেবের শিঙ্গা ভেঁা ভেঁা রবে।
দাদা বলাই সনে প্রাণের কানাই আমার গোঠে যাবে॥
হৈ হৈ করি উঠিল রাখালগণ,

হু হুঁ পথ ছোড়হ বলি ডাকে ঘন ঘন ঘন,
লম্ফে ঝম্ফে আওয়ে ধবলী, গো-ছান্দন ডোরি পাঁচনী লইল সবে ॥
ঘুমাইতে ছিল কানু মা যশোদার কোলে,
ভেঙে গেল কাঁচাঘুম রাখালের রোলে,
বলে—"মাগো ওঠ ওঠ দেখ আঁখি মিলে,
গোঠে যাবার হ'ল বেলা, এখন ঘুমালে ওমা রাখালে হাসিবে।"
(ঐ আমার কানায়ের বাঁশী বাজে রে,
চল দেখ্‌বি মন, হেরবি যদি গোষ্ঠের বেশে মদনমোহন)

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নন্দালয় সম্মুখস্থ পথ।

(নেপথ্যে—বলদেবের শিঙ্গাধ্বনি।)

রাখালগণের প্রবেশ।

রাখালগণ। গীত

কানাহি হো ও ভেইয়া, ঝাট আওমে গোঠে ছোরি যশোদা মায়ি
বেরি বেরি কতি ফুকারব কান্‌ কাহে তবহুঁ শুতায়ি ॥
কতি নিদ্‌ যাওগে কানাহি কতি নিদ্‌ যাওগে,
ঘোরি ঘোরি আঁখি উঘারি দেখো কতি বেলা হোগে,
হোয়গি পহিলে আজু তুহার পালা, শেজ ডারহ নন্দবালা,
হাম সব কাছে করব সোর, আরে পুছ পুছ দাদা বলায়ি ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। গীত

কাহে তুহারা মন্দ গারী নিকালিস্ হামারে ;
আমি কোন দোষের দোষী নই ভাই।
মিছে ঢামালী চহু ওরহিঁ কাহে হোয়সি,—
মা না কহিলে আমি কেমন করে যাই॥
কিয়ে দেখিয়ে মোয় ঝুটা বলা—মা যে যশোদা মা,
আঁখি আড়ে ঘর বারি করে যেন সর্ব্বস্ব হারায় বা,
তাকো আরভটি করতহিঁ কেমনে যাবে কানাই,
আমি মায়ের কাঙাল অনুদিনই, মা বিনে আর জানি নাই॥

বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। কানাই, এখনও তুই ধড়াচূড়া পরিস্‌নি? সকাল বেলা কি হাঙ্গামা লাগিয়েছিস্? বেলা বুঝি টের পাচ্চিস্ না?

কৃষ্ণ। মা বলেন, আজ তোকে গোচারণে যেতে দোব না, তাই তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। চল না দাদা, মাকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে শীগ্‌গির ক'রে মায়ের কাছে বিদিই নেবে।

বলরাম। যা, শ্রীদাম, সুদাম! গোঠ হতে গোরুসকলকে ছেড়ে দেগে।

শ্রীদাম। সে অনেকক্ষণ দিয়েছি, গরুসকল কানাইকে না দেখে কেউ গোঠ থেকে বেরুচ্চে না।

বলরাম। তবে দে কানু, তুই বাঁশীতে সাড়া দে, আমিও শিঙা বাজাই। চল্ ভাই রাখালগণ!

(কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিলেন, বলদেব শিঙ্গাবাদন করিতে লাগিলেন, রাখালগণ আবা আবা করিতে করিতে কৃষ্ণ-বলরাম সহ প্রস্থান করিলেন।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নন্দালয়।

নন্দ, উপানন্দ ও যশোদার প্রবেশ।

যশোদা। জান ঠাকুরপো! উনি আমার কথা কিছুতেই শুন্‌বেন না।

নন্দ। শোন ভায়া শোন, যা ব'ল্‌তে হয়, তুমিই বল। ওঁর কৃষ্ণকে আমার কোন কথা বল্‌বার নেই। কৃষ্ণ যেন গাছের ফল, তাই উনি কুড়িয়ে নিয়ে এসে মানুষ ক'রেছেন। আরে অভাগি! গয়লার ছেলে—গোধনের সেবা কর্‌রে না ত, কি ক'রে খাবে?

যশোদা। শোন ঠাকুরপো, গোপরাজের কথা শোন! পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, মাত্র একটা আমার, কত সাধ্যসাধনের ধন বাছা আমার, কত যুগযুগান্তর মা কাত্যায়নীর পূজার ফলে তবে গোপালের আমার চাঁদবদন দেখ্‌তে পেয়েছি, সে ছেলেকে কি একটু লেখাপড়া শিখাতে নেই গা ঠাকুরপো!

নন্দ। শোন উপানন্দ! গোপাল আমার কি বড় হ'লে টোল খুলে ব'স্‌বে, না কোথাও চাক্‌রী বাক্‌রী ক'র্‌তে যাবে? আরে মাগি! ও সব লেখাপড়ার কাজ কাদের—বামুনদের, ক্ষত্রিয়দের। গয়লার ছেলের ও সবের দরকারটা কি হবে বল দেখি? মনে মনে মুখে মুখে নয় জোর মনকষাটা, না হয় সেরকষাটা দরকার, তা আবার গোপালকে আমার পাঠশালায় দোব কি? সে যে বুদ্ধিমান ছেলে, তাকে সে সব কিছুই শিখ্‌তে হবে না। কি বল উপানন্দ!

উপানন্দ। (নীরব)

নন্দ। বেশ ভায়া, তুমিও নীরব রৈলে? তবে তোমায় মধ্যস্থ ক'র্‌তে আন্‌লুম ভাল!

যশোদা। চুপ ক'রে থাক্‌বে না ত ঠাকুরপো আর কি ক'র্‌বে? উপর দিক্‌কার জল নীচু না ব'ল্লে ত তোমার পছন্দ হবে না।

নন্দ। দেখ উপানন্দ! যশোদার গায়ে পড়া ঝগড়া এরি নাম! আরে মাগি! আমার কি বড় লোকের গন্ধ গায়ে লেগেছে যে, আমাকে মোসায়িবি কথায় ভুল্‌তে হবে? আমি গয়লার ছেলে, যত কেন বড় লোক হই না, কিছুতেই জেতের গৌরব ভুলি না। লোকে ত বলেই যে, আশীবৎসর না হ'লে গোয়ালার বুদ্ধি হয় না। সে কথায় অন্যান্য গোপে চটে বটে, কিন্তু আমি তাতে কিছুমাত্র রাগ করি না। কেননা প্রকৃতপ্রস্তাবে বয়োবৃদ্ধ না হ'লে বুদ্ধির পরিপাক হয় না। একথাটা শুধু গয়লার পক্ষে নয়, জগতের লোকের পক্ষে। যাক্‌ উপানন্দ! তুমি এর একটা মীমাংসা কর ভাই! তাই তোমায় আজ এনেছি।

উপানন্দ। তাই ত দাদা, আপনি আজ আমায় মহাবিপদেই ফেল্‌লেন দেখ্‌ছি। মনে ক'রেছিনু, আপনারা আপনাআপনি বাদ-বিতণ্ডা ক'রে একটা সুমীমাংসা ক'রে ফেল্‌বেন!

যশোদা। না ঠাকুরপো, সে সব অন্যের সংসারে হয়, এ সংসারে হবার উপাই নেই। উনি যেন সব বাড়িয়ে তুলেছেন। নির্ধনের ধন হ'লে যেমন হয়—তেমনি এই হাপুতের পুত হ'য়ে হ'য়েছে। একি ঠাকুরপো, কম দুঃখ, গোপাল আমার কিনা - মাঠে মাঠে গোরু চরিয়ে বেড়ায়! তাও আবার দুষ্ট শত্রু কংসের রাজ্যে। কেন ব্রজে কি রাখাল পাওয়া যায় না, পয়সা কি হবে ঠাকুরপো!

উপানন্দ। তা বটে, তা বটে! তবে কি জান্‌লে বৌ, গোধন রক্ষা শুধু পয়সায় হয় না। গোমাতা সাক্ষাৎ ভগবতী, তাঁকে আপনজনের বা আপনার সেবা ও রক্ষা করা উচিত।

নন্দ। বল না ভাই, আমি কি গোপালকে সাধে গোচারণে পাঠাই! গোপাল আমার যেন কেউ নয়, যশোদা তাই বিবেচনা করে। যাক্‌ উপানন্দ! যশোদারও দোষ কি? একে অপত্য-স্নেহ, তাতে স্ত্রীলোক; সুতরাং সেখানে কর্ত্তব্যের সম্মান অতি অল্প।

উপানন্দ। যাক্‌ দাদা, ও সকল কথার আপনাআপনিই মীমাংসা হ'য়ে যাবে, সে নিয়ে আর বাদানুবাদ কি? আমি মনে ক'রেছিলুম, আমাকে ডাক দিয়েছেন, একটা কিছু বুঝি বৃহৎ গোছের মন্ত্রণাটন্ত্রণা ক'র্‌তে হবে।

যশোদা। সে কি ঠাকুরপো! তুমি এর বিচার কর ভাই, তুমি "কথা কিছু নয়" ব'লে উড়িয়ে দিও না। ওকি কথা, গোপ-

রাজ কি বল্লেন, অমনি যে তুমি একেবারে জল! ওমা, যাব কোথায়!

নন্দ। এই শোন ভায়া, তোমরা যে আমায় দোষ দাও।

যশোদা। এতে আর দোষ কি? আমি আর ছেলেকে গোচারণে যেতে দোব না।

নন্দ। তা তোমার গোপাল শুন্‌বে?

উপানন্দ। সে—সে ছেলেই নয়। আরও কি আশ্চর্য্য দাদা, গোরুগুলোও কি তাই, কানুর স্বর পেলে যেন তারা হাতে স্বর্গ পায়! ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গিয়ে হাঁ ক'রে সব কানায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

নন্দ। আরও শুনেছ উপানন্দ! শুনি স্বর্গের দেবতারাও নাকি আমার গোপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক র্‌তে আসে! একি আশ্চর্য্য ভাই!

যশোদা। দেখ—ও সব কথা তুল না, আমার গোপালের অকল্যাণ হবে—তুমিও যেমন পাঁচজনের পাঁচ কথা শোন! আর এই ব্রজের লোকগুলোও কিগা তেমনি, আমার কানায়ের একটা কিছু কথা হ'লে অমনি হাজারটা ক'রে তুল্‌বে। কেন কানাই আমার কি হয়েছে! আমার গোপালকে সকলেই আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে আসেন।

উপানন্দ। হাঁ বৌ দিদি, গোপালের এত প্রশংসারই কথা হ'চ্চে, তুমি তাতে এত চট্‌ছ কেন?

যশোদা। না ভাই চট্‌ব কেন, তবে কি জান্‌লে লোকের

হাই বড় ভাল নয়। আমি সর্ব্বদাই ভাবি ঠাকুরপো, আমার গোপালের শত্রু চারিদিকে!

উপানন্দ। কোন শত্রুই আমাদের গোপালের কিছুই অনিষ্ট ক'র্‌তে পার্‌বে না বৌদিদি! গোপাল আমাদের ক্ষণজন্মা বংশ-গৌরব পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে! গোপালের আমাদের সব সুন্দর! অমন যে তার কালরূপ, সে রূপেই বা কি মাধুরী! একবার চাইলে আর চক্ষু পাল্‌টাতে চায় না! নবনীরদ-কান্তি সেরূপের কাছে যেন কিছুই নয়! আকর্ণবিস্তারী উজ্জ্বল চক্ষুদু'টীতে তার যে ভালবাসা মাখান আছে, মনে হয়, এই বিরাট বিশ্ব যেন তার সেই অকৃত্রিম স্বভাবজ ভালবাসারই নিত্যমুখাপেক্ষী। না—না, আর বাছার রূপ-গুণের কথা বল্‌বো না। বৌদিদি, সত্য বলেছ—মানুষের হাই ভাল নয়। আহা! আমাদের গোপাল অন্ধকারের বাতি, নির্ধনের কড়ি, চক্ষুহীনের ছড়ি। গোপাল—গোপাল—বাবা আমার, কোন্ পুণ্যে যে আমাদের ব্রজের ঘর আজ আলো ক'রেছ, তা আমাদের ন্যায় অজ্ঞান কি ক'রে বুঝ্‌বে! বাবা রে—তোর নাম ক'র্‌লেই ধন্য হই, আপনাকে পুণ্যশ্লোক ব'লে অহঙ্কার জন্মে, এ ব্রজ যেন স্বর্গাদপি শ্রেষ্ঠ ব'লে জ্ঞান করি। ঐ যে আমাদের রামকানু আস্‌ছে—যেন নীল মেঘে ইন্দ্রধনুর সম্মিলন হ'য়েছে! দাদা দাদা—দেখ্‌ছ—দেখ্‌ছ, চোখ মিলে ভাল ক'রে দেখ!

নন্দ। ভাই উপানন্দ! দেখ্‌ছি—দেখ্‌ছি—যেন গঙ্গা-যমুনার মন্থর গতি দু'টী একত্র মিলিত! না, না, যেন দু'টী নীলপদ্ম আর স্থলপদ্ম!

যশোদা। না—না—আমার কাল মেঘ আর চাঁদ গো!

কৃষ্ণ, বলরাম ও রাখালগণের প্রবেশ।

রাখালগণ। কই মা, আমাদের ভাই কানাইএর মা কই মা!

বলরাম। কেন মা, তুমি আজ কৃষ্ণমাণিককে গোচারণে পাঠাতে চাও না? তাই ও কেঁদে আকুল! পথে দাঁড়িয়ে আমার অপেক্ষা ক'র্‌ছিল। পথে দেখা হ'তে ব'ল্লে—"দাদা, তুমি মাকে বুঝিয়ে আমায় গোচারণে নিয়ে যাবে চল। আমি গোচারণ ছাড়া থাক্‌তে পার্‌ব না।"

উপানন্দ। কেমন বৌদিদি, তোমায় আমি ব'লেছিলুম যে, গোপাল তেমন ছেলেই নয় যে, গোচারণে যেতে থেমে থাক্‌বে? তা বেশ ত, দাও বৌদিদি, বাছাকে আমাদের সাজিয়ে দাও।

যশোদা। না ঠাকুরপো, তুমি আমায় সে অনুরোধটা ক'র না! আজ আমি কিছুতেই বাছাকে গোচারণে পাঠাব না।

কৃষ্ণ। গীত

"আগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া, মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া,
চরণেতে পরাহ নূপুর।
অলকা তিলকা ভালে, বনমালা দেহ গলে,
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে,
শ্রীদাম সুদাম দাম, দেখ দাদা বলরাম,
এসেছে মা লইবারে সাথে॥

রাখালগণ।　　গীত

ওগো তোর পায়ে ধরি মা যশোদে, ভাই কানায়ে সাজায়ে দে।
তোর কানু বিনে ধায় না ধেনু খায় না তৃণ কেঁদে কেঁদে ॥
ভাবনা কি মা নন্দরাণি, রাখালের প্রাণ নীলমণি,
দেখ্‌লে মলিন ওর বদনখানি, আমরাও কাঁদি মনের খেদে ॥
গোচারণে নদীতীরে, পদ বিঁধিলে কুশাঙ্কুরে,
চ'ল্‌তে যখন নাহি পারে, আমরা সবাই মিলে করি কাঁদে ॥

যশোদা। ওরে তোরা কি বলিস্ রে? আমার প্রাণ যে হু হু ক'র্‌ছে!

গোপাল কি মা যাবে দূর বনে?
তবে আমি না জীব পরাণে।
দধিমন্থনকালে, সম্মুখে বসিয়া খেলে,
আঙ্গিনার বাহির না করি,
আঙ্গিনার বাহির হইয়া, যদি গোপাল খেলে গিয়া,
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি।
গোপাল যাবে বাথানে, কি শুনিলাম শ্রবণে,
যাদু মোর নয়ানের তারা,
কোলে থাকিতে কত, চমকি চমকি উঠি,
নয়ান নিমিখে হই হারা।

বলরাম। ভাই কানাই, তবে তুই আজ থাক্, মা বড় কাত হ'চ্চেন।

কৃষ্ণ। না দাদা আমি যাব, চল মা,আমায় সাজিয়ে দিবে চল।

বলরাম। দেখ্‌ছ মা, কানায়ের চোখ দু টী ছল ছল ক'র্‌ছে! কানাই রে, কানাই রে, চল ভাই! তোকে নৈলে যে আমাদের গোষ্ঠ খেলা হবে না গোষ্ঠবিহারি! দাও মা, গোপালকে তোমার সাজিয়ে দাও।

যশোদা। বাবা বলাই, তোর হাতে আমার গোপালকে সঁপে আমার কোন সন্দেহই হয় না। তবু বাবা, কেন জানি না,তবু প্রাণ আকুলি বিকুলি ক'র্‌তে থাকে! ও মা,ও মা—বলাই আমার কি বলে গো!

নন্দ। দাও রাণি! গোপালকে তুমি নিজে সাজিয়ে দাও, আর আমি গোপালের মলিন মুখ দেখ্‌তে পারি না!

উপানন্দ। না বাবা কালমাণিক, তুমি তোমার গোষ্ঠে যাও, ব্রজের শোভা, গোষ্ঠের শোভা, তুমি যে আমাদের জীবনধন! তখন কে তোমায় গোষ্ঠে না পাঠিয়ে তোমার সরল কোমল ফুলময় প্রাণে আঘাত দিবে বাবা! বৌদিদি, আর দেরী ক'র না।

যশোদা। তবে আয় গোপাল, দাম, রোহিণী দিদিকে ডেকে আন্‌!

[দামের প্রস্থান।

খন সকলেরই গোপালকে গোচারণে পাঠাবার ইচ্ছা, তখন ার আমি একা আপত্তি ক'র্‌লে কি হবে? না না গোপাল মামার মুখখানি নত ক'রে আছে! ওমা,এ ত সহ্য ক'র্‌তে ার্‌ব না। আয় বাবা, [illegible] বাবা, তোমাকে সাজিয়ে দি এস! দুঃখ-াসরা ধন, তোমার মলিন বদন দেখ্‌তে পারি না যে চাঁদ! (যশোদা াপালের মুখ মুছাইতে লাগিলেন)

নন্দ। আমি—আমি গোপালকে ধড়া পরিয়ে দোব! আয়, আয়—মাণিক! (ধড়া পরাইতে লাগিলেন)

উপানন্দ। আমি—আমি দাদা, গোপালের পায়ে নূপুর পরিয়ে দোব। আয়, আয় ব্রজের চাঁদ, দাদার দুলাল—কালসোনা! (নূপুর পরাইতে লাগিলেন)

চূড়া, বেণু, শিঙ্গা ও পরিচ্ছদাদি লইয়া রোহিণী এবং দাসের প্রবেশ।

যশোদা। এস দিদি, গোপাল গোচারণে না গেলে কিছুতেই ছাড়্‌বে না

রোহিণী। বাছার মুখ মুছিয়েছ? আমি চন্দনের রস এনেছি, যশোদা, তুমি অলকা তিলকা এঁকে দাও, আমি চন্দনের টিপ পরিয়ে দি। বলাই, তুই গুঞ্জহার পরিয়ে দে। (পরস্পর তাহাই করিলেন)

যশোদা। (চূড়া পরাইয়া) দিদি, দিদি, আমার গোপালকে কেমন মানিয়েছে দেখ! গোপাল, গোপাল, একবার কোলে আয় চাঁদ, মা ব'লে ডাক্‌। ওরে আমার বাপ্‌রে—(ক্রোড়ে গ্রহণ ও চুম্বন করিলেন)

রোহিণী। যশোদা, বেলা হ'চ্চে, বাছাকে কোল হ'তে নামাও। রক্ষা-মন্ত্র প'ড়ে বলাইকে সঁপে দাও।

যশোদা। দিচ্চি—দিচ্চি দিদি। কোন্‌ প্রাণে আমি গোপালকে ছেড়ে দোব দিদি! বুক থেকে যে নামাতে ইচ্ছা হয় না। বাবা নাম'—মা জগদম্বে! আমার গোপালকে রক্ষা ক'রিস্‌ মা!

কৃষ্ণ। তবে আসি মা! (রাখাল ও বলরাম সহ গুরুজনদিগকে প্রণাম করিলেন)

রাখালগণ। গীত

আবা—আবা—আবা—বে বে বে—
ওগো ও মা যশোদে, সাধে কি ভাই গোপালে চাই।
তোর গোপাল যে রাখালের প্রাণ, তা হ'তেই গো বনে অন্ন পাই॥
তোর গোপালের কে গুণ জানে, কালীদহের জলপানে,
ম'রেছিলাম রাখালগণে, তায় বাঁচালে যে প্রাণ কানাই।
হয় না হয় সুধাও সবায় সাক্ষী তার দাদা বলাই॥

[কৃষ্ণ ও বলরাম সহ সকলের প্রস্থান।

যশোদা। দিদি রোহিণি! বাছা আমার চ'লে গেল!

নন্দ। অ্যাঁ চ'লে গেল! যশোদা, যশোদা, ফিরাও, ফিরাও, প্রাণগোবিন্দকে ফিরাও, আমাদের গোপালকে আজ গোষ্ঠে যেতে দোব না! উপানন্দ! ধর, ধর ভাই, গোপাল বিহনে সব অন্ধকার দেখ্‌ছি! গোপাল—গোপাল—যাস্‌নে, যাস্‌নে, দাঁড়া, দাঁড়া বাপ!

[বেগে প্রস্থান।

উপানন্দ। কি হ'লো, তোমরা সব এস গো, দাদা যে গোপাল-হারা হ'য়ে—পাগলপারা ছুটলেন।

[বেগে প্রস্থান।

যশোদা। চল—চল দিদি, গোপাল আমার ফিরে এলো কি না দেখিগে।

[রোহিণী সহ সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

নেপথ্যে —কুটিলা। মাগো, মা, তোমার গুণধর পুত্রের রকম দেখ! (চীৎকার)

দুইজন গোপ ও অসি হস্তে আয়ানের প্রবেশ।

আয়ান। কদি নাহি শুনেঙ্গে! আজ কুট্‌নীর শির ডার দেঙ্গে! হাম লোককা জান্তা নেই, হামি আয়ান হ্যায়! (তরবারি খেলা)

১ম গোপ। হাঁ হাঁ করিস্ কিরে আয়ান, মায়ের পেটের বোন্, তার গায়ে কি হাত তুল্‌তে আছে?

২য় গোপ। দাঁড়া—দাঁড়া, ঠাণ্ডা হ, ঠাণ্ডা হ।

আয়ান। ঠাণ্ডা ক্যা হ্যায়? কদি নাহি হোগা। ঐ কুট্‌নীর আবি শির লেঙ্গে। স'রে যাও রিধু খুড়ো! রক্ত তেতে উঠেছে! মাথা ধপাধপ্ নাচ্‌চে! তলয়ার খচাখচ্ কাটুতে চাচ্চে! হামি আয়ান হ্যায়! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার মাগ যাবে হাটে দই বেচ্‌তে, আর কড়ে রাঁড়ি—একোলষাঁড়ী, বদ্‌মাইসীর ধাড়ি, উঃ, কি ব'ল্‌বো ছুঁড়ি ছুটে পালাল, তা না হ'লে এতক্ষণ গজাগজ কচাকচ টুক্‌রো বিটুক্‌রো ক'রে ফেল্‌তুম! হামি আয়ান হ্যায়, হাম্‌রা পাশ তলয়ার হ্যায়!

২য় গোপ। আরে বাপ, বলিস্ কি, ঠাণ্ডা হ, ঠাণ্ডা হ।

১ম গোপ। পুরুষ মানুষ, গায়ে বল আছে, যে সে কেউ নয়—আয়ান ঘোষ, আরে বাপ ঠাণ্ডা হ, ঠাণ্ডা হ।

আয়ান। জান দেঙ্গে, তবু আমি কুটিলার শির লেঙ্গে। ঘরের সমস্ত বহু খুড়ো! তাকে কিনা মথুরার হাটে পাঠায়, আর বহিনটী হামার চুপ ক'রে ব'সে থাকে? আবার কোন কথা ব'ল্লে বলে কিনা—বৌ যাবে না ত যাবে কে? আজ একটা হাঙ্গামা বাধাবই। নাহি শুনেঙ্গা, জান দেঙ্গা তবু নাহি শুনেঙ্গা, এই হাঁকারলুম তলয়ার, কচাকচ কচাকচ—কেটে চলেঙ্গে।

১ম গোপ। আরে বাপ, ঠাণ্ডা হ, ঠাণ্ডা হ, আমি বরং ভাই-ঝিকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে হাটে পাঠাব এখন। সত্যিই ত, সমস্ত বহু হাটে যাবে কেন?

আয়ান। বল ত খুড়ো, বিশেষতঃ আমার বহু। দেখেছ ত খুড়ো, আমার বহুটী নয় ত যেন লক্ষ্মীটী! রূপ যেন ফেটে প'ড়্ছে!

২য় গোপ। তা বটে, অমন মেয়ে কি আর আমাদের গয়লার ঘরে আছে। বেটীর রূপে বৃন্দাবন যেন আলো হ'য়েছে।

আয়ান। বল ত খুড়ো, বল ত খুড়ো, তেমন বহু আমি দিন-রাত্তির ধ'রে চোখ জুড়িয়ে দেখ্‌ব না? কদি নাহি হোগা, হাম দেখেগা। তাকে কোথাও যেতে দোব না। ব্যাঙ্‌ঘুমা আর ব্যাঙ্‌-ঘুমীর মত দু'জনে চোখাচোখী হ'য়ে থাক্‌ব। কদি নাহি হোগা, হাম লড়ায়ে জাগা, কুটিলার শির লেগা। ঝটাপট ঝটাপট যাগা।

জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ।

গীত

জটিলা। হাঃ হাঃ হাঃ, ওরে ও ড্যাংপিটে ছেলে তোর মাথা বিগ্‌ড়েছে।

কুটিলা। মাথা বিগড়েছে, ও মা—হাঃ হাঃ, দাদা তোমার মাথা বিগ্‌ড়েছে॥

আয়ান। ও খুড়ো ওরা মায়ে ঝি, আমায় বলে কি,
গোপদ্বয়। তুই বোয়ের তরে হচ্চিস্ পাগল, আরে ছি ছি ছি,
আয়ান। সত্যি নাকি, যারে লোকে বল্লে ছি, তার রৈল কি,
জটিলা। বুঝেছিস্ বুঝেছিস্ সোণাধন তুই ঘরকে চল,
কুটিলা। এবার বোয়ের নিও পাদোক জল,
আয়ান। ও কুটিলে, আবার বল, আমার সকল ব্যামো সার্‌তেছে।
সকলে। অহো হো কি হাসির কথা, আয়েনকে বৌ-রোগেতে পেয়েছে ॥

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

যমুনাতীর।

বেগে রাখালগণ, কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ।

রাখালগণ। এই ধ'রেছি, এই ধ'রেছি, এই বুড়ির মাথায় হলুদ তেল।

শ্রীদাম। আজ নূতন খেলা, নূতন খেলা, কি বল বলাই দাদা!

বলরাম। কি নূতন খেলা খেল্‌বে শ্রীদাম ভাই?

শ্রীদাম। লুকোলুকি খেলা আজি করিব সবাই।
দুই দ'ল করি সখা করহ বণ্টন,
দুইদলে রাজা হও তোমরা দু'জন।

যে যাহারে লুকাইলে বাহির করিবে,
সে তাহার কাঁদে চড়ি—কাননে ফিরিবে।

বলরাম। মন্দ কি ভাই কৃষ্ণ, শ্রীদাম আজ খুব নূতন খেলাটা বার ক'রেছে।

শ্রীদাম। কেমন তুমি রাজি আছ?

কৃষ্ণ। রাজি থাক্‌ব না কেন? সুবল, তুমি কি বল?

সুবল। আমি ত তাই চাচ্চি।

কৃষ্ণ। আমার দ'লে কে কে?

শ্রীদাম। সুবল ত আছেই, আর যে যে যাবি যা। আমি দাদা বলায়ের দলে।

কৃষ্ণ। তবে—লু'কো, লু'কো, লুকো।

[বেগে প্রস্থান।

শ্রীদাম। আমি ভাই কানায়ের দ'লে।

মধুমঙ্গল। আমিও।

সকলে। চ, চ, আমরা স'ব লুকিয়ে পড়ি।

[বেগে প্রস্থান।

শ্রীরাধা ও গোপীগণের প্রবেশ।

শ্রীরাধা। গীত।

আগো আগো তোরা থাম্ থাম্ থাম্—
কি পেখনু সই যমুনার কূলে।
গগন হইতে নামি, নব নীল মেঘখানি,
শ্যামল তৃণের'পর ধাইতেছে বুলে।

(বুঝি বারি বা আসে, ঘনোদয় সনে বুঝি বারি বা আসে,)
(সময় থাকিতে সখি চল্, চল্, চল্, মাথে দিয়ে অঞ্চল,)
(সেই তরুতল, নয় জলে ভিজি বা কেন।)

গোপীগণ। আবাক্ ক'রিলি প্যারি, কোথা মেঘ কোথা বারি,
দিবায় দেখিস্ যে লো অদ্ভুত স্বপন,
দোষ নয় তোর রাই, নিজ অঙ্গ দেখ্ চাই,
বিকার ঘটায় বুঝি চঞ্চল যৌবন।
(রাধে এ বুঝি তোর বয়স-বিয়াধি)
(নারীর (এমন) ঘটে বয়সকালে গো)
(আজ বুঝি তোর তাই বা হ'ল)

রাধা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ মা আই আই, সরমে মরিয়া যাই,
পেখনু নয়নে হেদে—বলিস্ বিয়াধি,
বয়েস কার না [illegible] তা ব'লে চাঁদে কে জোনাক কয়,
নিচয় নীলগিরি [illegible] নয় যদি।

গোপী[illegible]। রাধে এবার হাসালি গো, অচল গিরি সচল কোথা,
যদি বলিস্ রাধে, অচল চলে, সে ত বয়সকালে,
তখন দিক্‌বিদিক্ আর জ্ঞান থাকে না গো,
তখন হয় কে নয়, নয় কে হয়—সবাই ব'ল্‌তে পারে,
অঘটন ঘটাতে পারে, পারে সাঁতারে পার হ'তে পারে॥

শ্রীরাধা। ত'বে ও কি দেখ্‌লাম ললিতে! চল্, চল্—একটু এগিয়ে দেখি! ও কি তবে মেঘও নয়—নীলগিরিও নয়!

গীত

তবে কিগো সখি নীল যমুনা-বারি
পুলিন উপরি করিতেছিল খেলা,

না নীলবসনা, দিক্ ললনা,
আছিল মধু মলয়ে মগনা লীলা।
(সখি রে, মোরে যে পাগলী করিল)
(কজ্জল উজ্জ্বলরূপে মোরে যে পাগলী করিল)
(চল্ চল্ সখি, একবার তারে দেখে আসি)
(চোখের দেখা বৈ ত নয়, একবার তারে দেখে আসি)
(আমার একার নয়, তোরাও দেখ্‌বি সখি)
(সে কাল আমারও ভাল, তোদেরও ভাল)
(তাতে নয়ন আমারও জুড়াবে, তোদেরও জুড়াবে।)

[সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। গীত

একি রে কেমনে আইল কোথায় হ'তে বিনা মেঘে থির বিজুরি।
অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাবয়ে, ঝঙ্কার করয়ে ফিরি॥
নানা আভরণ, মণির কিরণ, সহজে মলিন লাগে,
নবীনা কিশোরী, বরণ বিজুরি, সদাই মনেতে জাগে, সে নবরমণী কে?
চকিতে হেরিয়া, জ্বলত এ হিয়া ধরিতে নারি এ দে!

আহা হা! আজ যমুনার কূলে কি দেখ্‌লাম! কে তুমি! কে তুমি! দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমায় একবার দেখি! একবার পরিচয় দিয়ে যাও। (গমনোদ্যত)

বলরাম ও রাখালগণের প্রবেশ।

শ্রীদাম। কেমন তোমায় ধ'রেছি কানাই, এখন কাঁধে কর।

সুবল। তবে না কি বলাই দাদা, তোমায় খুঁজে বের ক'র্‌তে পার্‌বো না? এখন কাঁধে নেবে কে? কেন কানাই, মুখ নুইয়ে রৈলি ভাই!

দাম। তুই কানাইকে অমন কথা বল্লি কেন, তাই ত, কানাই যে ছেলে মানুষ!

শ্রীদাম। ছেলে মানুষ কিসের রে? খেলায় হারবার বেলায় বুঝি কানাই ছেলে মানুষ হয়?

দাম। ছেলে মানুষ নয়, 'ও ত সকলের চেয়ে ছোট।

সুবল। সে কথায় আর তর্ক কি? এতে হার জিত দু'পক্ষেরই সমান। তোদের রাজা বলাইদাদাকে জিজ্ঞাসা কর্।

শ্রীদাম। হাঁ গা বলাই দাদা!

দাম। হারে তুই কি বোকা রে! এটা আর বুঝ্‌তে পার্‌লি না? আমাদের কানাই রাজার কাঁদে যেমন শ্রীদাম চাপ্‌বে, তেমনি সুবল ভাইও তোদের রাজা বলাই দাদার কাঁদে চ'ড়্‌বে। তা হ'লে দুই সমান হ'ল না?

শ্রীদাম। হাঁ, হাঁ, তাই হবে।

রাখালগণ। হাই হাই রে—গোরুগুলো সব—উত্তরদিকে যাবার জন্য চ'লেছে! চ—চ—ফিরিয়ে আনি।

বলরাম। সুবল, তুই কানাইএর কাছে থাক্, আমরাই গোরু-গুলোকে ফিরিয়ে আন্‌ছি। চ, চ ভাই!

[কৃষ্ণ ও সুবল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সুবল। কানাই,'বল্ না ভাই, খেল্‌তে খেল্‌তে তোর কি হ'ল? হাতে ধরি দাদা,বল্—কেন মুখখানি চুণপারা ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্?

কৃষ্ণ। ভাই সুবল, তোমায় আমার কোন্ কথা গোপন আছে ভাই! আমি তোমায় সে কথা ব'ল্‌বার জন্যই অপেক্ষা ক'র্‌ছিলুম! ভাই রে, কিবা—

গীত

"অপরূপ পেখনু রামা।
কনকলতা, অবলম্বনে উয়ল, হরিণীহীন হিমধামা॥
নয়ন-নলিনী দউ, অঞ্জনে রঞ্জই ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস,
চকিত চকোর জোর, বিধি বান্ধল, কেবল কাজরপাশ।
গিরিবর-গুরুয়া, পয়োধর পরশিত, গীম গজমোতি হারা,
কাম-কম্বু ভরি, কনয়া শম্ভু'পরি, ঢারত সুরধুনী-ধারা।
পরসি প্রয়াগে, জাগয়ত জাগই, সো পাওয়ে বহুভাগী,
তুঁহু লাগি কালা গোকুল-নায়ক সো নারী অনুরাগী!"

সুবল। ভাই কানাই, সে রমণী এমনি রূপবতী, যে তার রূপে তুমি অনুরক্ত হ'য়েছ! জানি না, সে নারী কে? কোথা এল, ক'ম্‌নে গেল ভাই কানাই?

কৃষ্ণ।

গীত

"নবীনা কিশোরী মেঘের বিজুরী চমকি চলিয়া গেল॥
সঙ্গের সঙ্গিনী, সকল কামিনী, ততহি উদয় ভেল॥
ভাই, জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী,
ভঙ্গিম রঙ্গিম, ঘন যে চাহনি, গলে যে মোতিম হারি॥

অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাওয়ে ঝঙ্কার করয়ে যাই,
অঙ্গের বসন, ঘুচায় কখন, কখন ঝাঁপয়ে তাই।
মনের সহিতে, মরম কৌতুকে সখীর কান্ধেতে বাহু,
হাসির চাহনি, দেখাল কামিনী পরাণ হারানু তহু॥"

ভাই সুবল, চল, চল—একবার ঐ দূর তমালের তল অন্বেষণ ক'রে আসি! দেখেছি, দেখেছি, কনকলতা যেন সে তার কাল ছায়ারই অন্বেষণ ক'র্ছে! সেখানে গেলে অবশ্য সেই খঞ্জনলোচনা চন্দ্রমুখীর দর্শন পাব! ঐ যে--ঐ যে—সুবল ভাই, ঐ যে সেই ভুবনবিজয়িনী প্রাণাধিকা আমার!

[বেগে প্রস্থান।

সুবল। কানাই, কানাই, এ আবার কি হ'ল! দাঁড়া, দাঁড়া, আমিও সে রমণী কে অনুসন্ধান ক'র্‌ছি।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

আয়ান ঘোষের গৃহ।

কুটিলার প্রবেশ।

কুটিলা। অবাক ক'র্‌লে মা, কখন হ'তে যে ভাত রেঁধে ভাত বেড়ে বসে আছি, তবু বোয়ের এখন দেখাটী নেই। হাড়হাভাতী

গতরখাগী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মার্‌লে মা! তবু আবার গুণধর ভেয়ের রোক কত? মেগের রূপে পাগল! ঢের ঢের মাগমুখো ভাতার দেখেছি, কিন্তু এমনটী কে! মাগ যা ব'ল্‌বেন, তাই গুরুদেবের ইষ্টি-মন্ত্র! আর আমারও পোড়া অদৃষ্ট, তা নৈলে তেমন দশাননের মতন ভাতার খাব কেন? এখনও মিন্‌সের কথা মনে প'ড়্‌লে আমাতে আর আমি থাকি না! মিন্‌সের সোহাগ ভালবাসা কত ছিল! এক মুহূর্ত্ত না দেখ্‌তে না পেলে অমনি যেন ধরাখানা সব ধোঁয়া দেখ্‌তো! দরদ কত গো, কুটিলে বল্‌তে অজ্ঞান! একবার মনে হয়, মা আমায় আন্‌তে পাঠালেন, দাদাই বুঝি খপর নিয়ে গেল. তিনি না সেই কথা শুনে একেবারে পাড়াশুদ্ধ লোক জড় ক'রে ফেল্লেন, বল্লেন—এ কেমন ক'রে হয়! আমার শ্বাশুড়ীর অন্যায় দেখ দেখি! সমত্ত বৌ, এ কি ঘর থেকে পাঠান যায়! বিশেষতঃ—সে আমায় বড় ভালবাসে, সে আমায় ছেড়েই বা যাবে কেমন করে?

বৃন্দার প্রবেশ।

বৃন্দা। জয় শ্রীরাধাগোবিন্দ! হাঁ গো, বাড়ীতে কে?

কুটিলা। (স্বগত) উনি আবার কে এলেন! মাগীর ঢং দেখ না! তুমি কে গা?

বৃন্দা। আমি শ্রীরাধিকার পাগলিনী গো!

কুটিলা। (স্বগত) মুখে আগুন! তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, মাগীর রকম দেখ না! (প্রকাশ্যে) ঐ মাগীই ত বৌটার মতি গতি আলাদা ক'রে দিলে! কেবল ধর্ম্ম আর কর্ম্ম! সংসারে মতি রাখ্‌তে দিলে না। বৃন্দে দিদির চিরকালই রকমফের বটে!

বৃন্দা। কুটিলা, ঝাঁটা মার্‌লেও তোর মা'র বাড়ী আমায় আস্‌তে হ'বে। না আস্‌তে দিলেও চুম্বুকে আমায় টেনে আন্‌বে।

কুটিলা। কেন গা দিদি, এমন কথাটা ব'ল্লে? আমি কি তোমায় আমাদের বাড়ী আস্‌তে বারণ করি? সে কি—নোক নক্ষী। মানুষকে আস্‌তে বারণ ক'র্‌ব কেন! এ কি কথা মা, কথার ছিরি-ছাঁদ দেখ্‌লে! চোট না দিদি! আমি একটু স্পষ্ট কথা ব'লে থাকি।

বৃন্দা। স্পষ্টই ত মানুষের কথা কুটিলা! তবে বোন, তার মধ্যে মিষ্টিও চাই!

কুটিলা। এতে আর মিষ্টি তেত কি গা? দিন নেই, রাত নেই, মানুষের বাড়ী মানুষ এলেই হ'ল? কেন গা, এত আসা আসির ধূম কেন? ছেলে মানুষ বৌ, তার সঙ্গেই বা বুড়োমাগীর এত কিসের ইষ্টিলা! এক সমবয়সে সমবয়সে হয়, তাও বুঝ্‌তুম! তা ত নয়, নিশ্চিয়ই কিছু বায়নাক্কা আছে! আছে বৈকি! আত্মারাম মন সব বুঝ্‌তে পারে। স্পষ্ট কথা বল্‌ছি, তাতে কেউ রাগ ক'রে, কুটিলার পরকালের ভয় নেই।

বৃন্দা। যাক্‌, কুটিলা, তোমার যা ইচ্ছা হয়, তা—বল বোন্‌! কেন না আমাকে আস্‌তেই হ'বে! ফুল ফুট্‌লেই ভোমরার ছোটা-ছুটি বাড়ে, তা যার ফুলগাছ, সে যত কেন বেড়াবেড়ি দিক্‌ না! বলি, এখন একবার তোমাদের বৌটীকে দেখাও, চোখের দেখা একবার দেখে চলে যাই!

কুটিলা। তাই ত বলি! এক ঢং পেয়েছিস্‌ লা! বৌকে দেখ্‌তে এসেছিস যে—বৌকে কি কখন দেখিস্‌ না!

বৃন্দা। দেখ্‌ব না কেন দিদি, তোমাদের বোয়ের দেখার আশা যে মিটে না! যতবার দেখি, ততবারই যে দেখ্‌তে সাধ হয় বোন্! দিন ত দিনই হয়, তবু প্রাণী দিনের আশায় রাত্রির স্নিগ্ধতার মধ্যে থেকেও দিনের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব থাকে! তেমনি যে তোমাদের বৌরাণী দীনময়ী শ্রীরাধা। আমার মত কত প্রাণী সেই দীনময়ীর দিনের জন্য প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছে; ভাগ্যগুণে গুণময়ী বৌ পেয়েছ—শুধু আমার মত অভাগিনী কেন, কত যোগিমুনিও যে তোমাদের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে; অগ্রাহ্য ক'রো না কুটিলা!

গীত

যে ধনের গরবিণী, তুমি রে কুটিলা ধনি,
সাগর সমান অফুরাণ,
ধনিদ্বারে কে না যায়, মানামানি কিবা তায়,
মধুলোভী অলির পরাণ।
(তার পরাণ গেলেও পরাণ মধু, তার পরাণ চেয়েও মধুই বড়,
তখন সে মধু ত্যজি যাবে বা কেন?
তোমার দুটো ভাল মন্দ কথায় তার কি বল?
তোমার বলা কথার সে কি ধার ধারে,
সে তোমার কথার ধাক্কায় যায় না ধারে,
সে আপনি চলে আপন ধারে।)
তাই এসেছি তব পাশে, নয় আস্‌ব কেন পরবাসে,
পর কি ভাবি রাধা আশে, ও কুটিলে, দুটো মানামান,
আমার মান দিয়ে তার শ্রীপায় ধনি, দেছি অকূলে গা-ভাসান॥

ওমা—মাগী যে একেবারে ঢ'লে পড়্‌লে গো! বল্লুম মাকে যে এমন বৌ ঘরে এন না, এ বৃন্দাবন শুদ্ধ লোক তার নামে পাগল মা, কেউ তার দোষ দেখ্‌তে পায় না, সবাই গুণে মুগ্ধ! কি মা—ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড! তা নয়.এই রকম কটা গোঁড়া মাগী মিন্‌সে জুটেই আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌বার যোগাড়ে আছে! তা বলি বৃন্দে দিদি, স্পষ্ট কথা ব'ল্লেই রূঢ় হ'য়ে উঠ্‌বে! তুমি আর আমাদের বাড়ী এ'স না বোন, কোন্ দিন বোনে বোনে মহানর্থ হ'য়ে উঠ্‌বে! আর যদি বা আস্‌বে, তাহ'লে সে উনোনমুখী বোয়ের নাম কর্‌তে পাবে না। কেন গা, বৌ নিয়ে এত কেন গা! কেন বৌ কি কাদেরও হয় না? এ বৃন্দাবনে কি আর কারো ঘরে বৌ নেই! অভাগ্যি—অভাগ্যি—যত কর্‌লে—মা! তখনি বল্লুম, অমন অঘরের ঘরের মেয়ে এ'ন না, দাদাও একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌ল, এখন বোঝ, বৌ নিয়ে ঢলাঢলি! পাঁচ বছর বিয়ে হ'ল, দিনই বৌ দেখার হুড়ো! আমারও একদিন একজনের বাড়ীর বৌ হ'য়েছিলুম, কৈ—ক'জন দেখ্‌তে এসে থাক্‌ত! দেখা দেখি ত পাঁচদিন, তারপর বস্ ঠাণ্ডা! এ মা, একি বাড়ীতে যেন রথযাত্রী ব'চ্চে, তিষ্ঠনা ভার হ'ল!

দ্রুতপদে আয়ানের প্রবেশ।

আয়ান। পোড়ারমুখী কঁড়ে রাঁড়ি, তুই এখন' ঘরে ব'সে? মজা দেখ্‌ছিস্, মজা পেয়েছিস্? একজনের সর্ব্বনাশ, আর তোর পৌষ মাস? বেরও হতচ্ছাড়ী, বকেয়া ধূমশী; জান্‌তা নেই, ছাম আয়ান ঘোষ হ্যায়! (মারিতে উদ্যত হইল)

কুটিলা। একি—মরণ-তিড়বিড়িনি ধ'রেছে নাকি, এর মধ্যে আবার কি হ'ল ?

আয়ান। এত বড় কথা, আমাকে গালিগালাজ ! হায় হায়—বাপ্—বাপ্ রে, মা—মা রে—এরা সব কে রে ? আমারই বুকে ব'সে—আমারই বুক চষে—ওমা, ওমা, আমি মরেছি, মরেছি, আয়ান তোর ম'ল। হায়—হায়—মরব, মরব, কিছুতেই নয়, নিশ্চয় মরব !

কুটিলা। আগো, কি হ'ল গো দাদা ! কেন এমন করছ, বল না।

আয়ান। বল্‌ব, বল্‌ব, বল্‌ব কি—বল্‌বার আছে কি ! কি কথা—কাকে নিয়ে বল্‌ব ! ছুরি আন্, গলায় বসিয়ে দি, বিষ আন্, এক চুমুক খেয়ে ফেলি ! কল্‌সী দে, গলায় বেঁধে পুকুরে ডুব দি ! হায়—হায়, সব গেল ! সব গেল ! (রোদন)

কুটীলা। ওমা, দাদা অমন করে কেন গো ! ওগো দাদা, বল না গো ! ওমা—ওমা—ওগো—আমার সোনার দাদার কেন এমন হ'ল গো। (রোদন)

আয়ান। ওগো আমার সর্ব্বস্বধন গেল গো ! ওগো—আমার সে—তার কেন এমন হ'ল গো ! (রোদন)

কুটিলা। ওগো—দাদা, বল না গো কি হ'য়েছে ?

আয়ান। তুই বল্ না ?

কুটিলা। তুমি বল না ? তোমার কথা আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌বো গো।

আয়ান। তবে তুই আমায় ভাল বাসিস্ না গো ! ওগো—

সে আমায় বড় ভালবাস্‌ত গো, সে আমার মনের কথা সব বুঝ্‌ত গো, তার আমার কি হ'ল গো! (রোদন)

কুটিলা। ওগো দাদা, কেঁদো না, কেঁদো না। বোয়ের কথা না কি, তাই বল না গো!

আয়ান। ধ'রেছিস্, ধ'রেছিস্, অনেক ব'ল্‌তে কইতে ধ'রেছিস্!

কুটিলা। কি হ'য়েছে দাদামণি, বল না ভাই?

আয়ান। ও বোন্‌টী গো, সে আমার ধরার ধূলায় প'ড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে গো—কোন কথা কয় না! তেমন যে চোখ দু'টী—তাও সে চায় না!

ঝর ঝর ঝরে বোন্, নয়নের পাণি,
তমালের তলে শুয়ে কি হবে না জানি!

কুটিলা। ওগো, আমি জানি গো, ঐ বৌ নিয়ে একটা কাণ্ড কারখানা হবে গো! চল দাদা, চল, বৌ কোথা প'ড়ে র'য়েছে, দেখিগে। ওমা—ওমা—আমাদের কি হ'ল গো!

[প্রস্থান।

আয়ান। ওগো—কে কোথা আছ গো, চল না গো, কেন আমার বৌ অমন ক'রে গো—

[প্রস্থান।

বৃন্দা। অফুটন্ত কমলিনি! আজ কি তুমি ফুটেছ! মধুলোলুপ ভ্রমর-ভ্রমরী যে তোমার মধুর আশায় অনেকদিন দিনপাত ক'র্‌ছে সখি! ফোট—ফোট রাই, ব্রজের বন আলো ক'রে ফোট! বুঝি

দিনমণির রূপের আলো আজ দেখ্‌তে পেয়েছ? তাই তার রূপে অধীরা হ'য়ে ধরাসন অবলম্বন ক'রেছ! ক'রেছ, বেশ ক'রেছ, ভয় কি সখি! আমরা যে তারই মিলন দেখ্‌তে এই ব্রজে এসে ব'সে আছি। ব্রজরাণী আর ব্রজের রাজকে এক ক'রে দেখ্‌বার জন্যই যে বৃন্দা পাগলিনী! তার জন্যই ত কুটিলার ঝাঁটা দিনই সহ্য করি সখি! কৈ তুমি হ্লাদিনীময়ী চিৎশক্তিরূপা জগদারাধিকা বৃকভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকা! বাসনাময়ি, অধীনা দাসীর বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বে এস সখি!

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বনভূমি।

অদূরস্থ তমালতল।

নেপথ্যে গোপীগণ। গীত

হায় হায় হায় রাই কেন বা এমন হ'ল।
তোমরা এসে হের সকলে গো—

বাঁকস্কন্ধে চারিজন গোপের প্রবেশ।

১ম গোপ। একি রে বেচো, বনের মধ্যে এত কান্নাহাটী কেন?

২য় গোপ। হাঁ গো খুড়ো, আমাদের গয়লা ছুঁড়ীগুলোই চেঁচাচেচি ক'র্‌ছে বটে!

৩য় গোপ। ব্যাপারটা কি বল দেখি আবুই বাবা ?

৪র্থ গোপ। আঃ চ'লে এস না !

১ম গোপ। আঃ, দাঁড়াও না হে, খপরটা কি জান্‌ব না ?

৪র্থ গোপ। খপর জান্‌বে কি ? চ'লে এস, ও বুঝেছি !

২য় গোপ। বুঝেছ কি হে ?

৪র্থ গোপ। ও বুঝেছি, চট্‌ ক'রে সট্‌কে পড়ি এস। এ রাস্তায় আসাটা বড় ভাল হয় নি !

১ম গোপ। আরে বাবা, ব্যাওরাটা কি খুলেই বল্‌ না ?

২য় গোপ। তুমি যে একেবারে চম্‌কে দাও হে !

৩য় গোপ। আঃ ভাল জ্বালা বটে, তুমি যে একেবারে চম্‌কে দাও হে !

১ম গোপ। তুমি ত বড় সোজা লোক নও হে !

৪র্থ গোপ। চ'লে এস না বাপু, কথা বড় শক্ত, এ পথে আসা ভাল হয় নি ! আয়ান ঘোষের বৌটাকে পেরেতে পেয়েছে ! ছুঁড়ি একেবারে অজ্ঞান ! মাঝে মাঝে ভর হ'চ্চে আর "কি দেখ্‌লুম, কি দেখ্‌লুম" ব'ল্‌ছে !

১ম গোপ
২য় গোপ } বল কি হে ?
৩য় গোপ

৪র্থ গোপ। বল কি হে—শুন্‌ছি, পেরেতটা না কি খুব মিশ-মিশে কাল ! কখনও বলে—কালমেঘের মতন, কখনও বলে নীল-পাহাড়ের মতন ! মদ্দাৎ কথা বাবা, সে বড় যে সে কাল নয় ! আরও

শুন্ছি, আড়ে বহরে—খুব ছোট্ট খাট্টটী ; কিন্তু বেজায় ভর দেয়! শুন্ছি, মেয়েটাকে না কি একেবারে কাবু ক'রে ফেলেছে!

১ম গোপ। একবার দেখে গেলে হ'ত না ?

৪র্থ গোপ। এই হে—মিন্সের আক্কেল শুন্ছ!

২য় ও ৩য় গোপ। তাই বটে, বলে নিজে থাক্‌লে বাপের নাম চ, চ—পালাই চ!

কুটিলা ও আয়ানের প্রবেশ।

কুটিলা। কোন্ পথে গো দাদা!

আয়ান। ছুটে চল্ না ছুঁড়ি! ঐ পথে বটে রে, ঐ পথে বটে!

১ম গোপ। আরে ভাই, কে কি বলে, শোন্ না!

কুটিলা। আগো বিধু খুড়ো গো, আমাদের কি হ'ল গো! (রোদন)

আয়ান। আগো গো - আমার দশা কি হ'ল গো! (রোদন)

১ম গোপ। আরে বাপ, ঠাণ্ডা হ, ঠাণ্ডা হ।

২য় গোপ। ব্যাওরাটা কি হ'ল বাপ ?

৩য় ও ৪র্থ গোপ। শোন, শোন!

আয়ান। ওগো—আমার এই ক'ড়ে রাঁড়ি বুনটী হ তেই এমন পর্ব্ব ঘট্‌ল গো!

কুটিলা। ওগো দাদা গো, আমি জ্ঞানমত কোন দোষের দোষী নই গো!

নেপথ্যে গোপীগণ। গীত

হায় হায় হায়, রাই কেন বা এমন হ'ল।
তোমরা এসে হের সকলে গো, রাই কি রূপ দেখিয়া এল ॥

কুটিলা। ঐ গো দাদা—ঐ শোন!

সকলে। আরে ছুঁড়ি, চুপ্ চুপ্ চুপ্—কি কয়—শুনিনা কেন?

নেপথ্যে গোপীগণ। গীত

ক্ষণে ধনি চমকায়, ক্ষণে উঠে কাঁপ,
কর পরশিলে নহে এত অঙ্গতাপ;
(রাধার) এ রোগের কুড় পাই না বড়, বুঝি বেয়াধি বিষম দড়,
একি দেবতা দানবে পেলো॥

৪র্থ গোপ। বাবা, শুন্ছ?

১ম গোপ
২য় গোপ } (পলায়নে পরস্পর ইঙ্গিত)
৩য় গোপ

আয়ান। শুন্লে ত খুড়ো, তুমি বাপের ভাই খুড়ো, আমায় যুক্তি দাও বাবা!

১ম গোপ। আরে রও বাবা, আস্‌ছে নাকি? আর কেন, পালাও, পালাও!

[বেগে প্রস্থান।

গোপগণ। পালাও, পালাও. আয়ান, ঝাড় ফুঁক লাগা, ঝাড় ফুঁক লাগা।

[প্রস্থান

আয়ান। আচ্ছা বাং, আচ্ছা বাং, ঝাড় ফুঁক!

মূর্চ্ছিতা রাধাকে স্কন্ধে লইয়া গোপীগণের প্রবেশ।

গোপীগণ। গীত

কথা কও বিধুমুখি, বিরস থেক' না,
অকস্মাৎ একি হ'ল খুলিয়া বল না !
(বল বল রাধে, তোমার মনের কথা খুলে বল,)

আয়ান। এই গো কুটিলা, এই গো।

কুটিলা। তাইত গো দাদা, তাইত, একি— একেবারে জ্ঞান নেই! একি গো, বৌ যে একেবারে নতিয়ে প'ড়েছে! তোরা নামা না গা, একবার দেখি!

আয়ান। ঝাড় ফুঁক, উঁহু—ঝাড় ফুঁক, এমন কাজটী ক'র না বোন্‌টী! বাড়ীতে নিয়ে চল—বাড়ীতে নিয়ে চল। ঝাড় ফুঁক ক'র্‌তে হবে, আচ্ছা বাৎ, আচ্ছা বাৎ, ঝাড় ফুঁক, ঝাড় ফুঁক! নিয়ে চল, নিয়ে চল। কুটিলে, গোবর আন্, গোবর আন্, চারদিকে ছড়া! জান্তা নেই, গোবরের টিপে সব ভূত পেরেত পালায়! ইষ্টিমন্ত্র জপ'। চল্, চল্, ইষ্টিমন্ত্র জ'প্‌তে জ'প্‌তে এগিয়ে এগিয়ে যাই।

কুটিলা। ও বাবা, একি বাবা, তাই—তাই! (জপ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন)

আয়ান। হাঁ—তোমরা সব এস! বাবা—আজ ঝাড় ফুঁকের চোটে সব বেটা অপদেবতার দলকে বুঝে নেব, বুঝে নেব! জান্তা নেই, হামার বহুর গায়ে হাত!

গোপীগণ। গীত

কিশোরীর কি শরীর—শিহরে পরাণ,
অসময়ে পূর্ণ শশী অস্তাচলে যান।
(রাকা নিশি অমা যে হ'ল, চাঁদে রাহু কি আসি গরাসিল)।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

যমুনাতীর।

কৃষ্ণ ও বলরাম সহ রাখালগণের প্রবেশ।

রাখালগণ। গীত

ভানু ডুবিল, চাঁদ উদিল, যশোদা-দুলাল ঘরে চল্।
ল'য়ে ক্ষীর ননী, মাতা নন্দরাণী, তোর লাগিয়ে হ'য়েছে চঞ্চল॥
এতক্ষণ কোথা ছিলি সুবল সনে, ঘরবাড়ী ব'লে নাই কি রে মনে,
কি ভাবিস্ সদা মলিন বয়ানে, কেন ঝরয়ে চোখের জল;
চল্ মায়েরি অঞ্চলের ধন, দেখ্ ধেনুপালও বিচঞ্চল॥

বলরাম। কানাই, কি ভাব্ছিস্? কোলে আয় ভাই, আর তোকে পথ হেঁটে যেতে হবে না।

রাখালগণ। তাই ভাল—আমরাও ভাই কানাইকে খানিকটা খানিকটা কোলে ক'র্‌ব। (বলরাম কৃষ্ণকে ক্রোড়েলইলেন)।

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

নন্দালয়।

যশোদা ও রোহিণীর প্রবেশ।

যশোদা। জান্‌লে দিদি, বলাইই আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে! যাবার সময় পয় পয় ক'রে ব'লে দিলুম যে—বাবা, বেলাবেলি চ'লে এস। কিছুতেই দামাল ছেলের কথা যেন শোন নি!

রোহিণী। ব্যস্ত হও না দিদি, এই এল' ব'লে। আমিও গোপালকে বিশেষ করে ব'লে দিয়েছি, বাবা দেরী ক'র না, মা তোমার হাতে প্রাণ ধ'রে রৈলেন।

যশোদা। আমিও ত পথে ব'লে দিলুম বোন্, বাবারে—দেরী ক'রে যেন মাতৃহত্যার পাপ নিস্ নে! কৈ তারা তার কি ক'র্‌লে, গোপরাজও ত ফির্‌ছেন না, তিনি যে আগু পথে দেখ্‌তে গেলেন। তাঁরই বা কি হ'ল? তবে গোপাল কি আমার এখনও বন হ'তে ফিরে নি! দিদি, ক্রমে যে মন চঞ্চল হ'ল! গোপাল—গোপাল—

রোহিণী। ওকি যশোদা—তুমি যে নিতান্ত ছেলেমানুষ হ'লে? গোপাল কি নিকটে আছে বোন্ যে, তোমার ডাক সে শুন্‌তে পাবে?

যশোদা। শুন্‌তে পাবে না? পাবে বৈকি দিদি! গোপাল আমার ডাক অনেক দূর পথ হ'তে শুন্‌তে পায়। সে যে বলে, "মা, যখন তুমি যেমন ভাব, যেমন বল, আমি সব কথা বুঝ্‌তে পারি, সব কথা শুন্‌তে পাই।" তবে আমার এ ডাক, সে

না শুন্‌তে পাবে কেন? এই যে গোপরাজ আস্‌ছেন। তুমি এলে গোপরাজ, আমার গোপাল কোথা? আমি যে তার জন্যে ক্ষীর, সর, নবনী নিয়ে আগপথে দাঁড়িয়ে আছি।

নন্দ ও উপানন্দের প্রবেশ।

নন্দ। না যশোমতি! এখনও গোপালের আস্‌বার কোন সাড়াশব্দ পেলুম না! উপানন্দ কিছুতেই যেতে দিলে না, পথ হ'তে ফিরিয়ে নিয়ে এল, বনের মধ্যে ঢুক্‌তে দিলে না!

উপানন্দ। গোপাল এল ব'লে বৌদিদি! বুড়োমানুষ, ওঁর আর সাঁজের বেলায় বনের মাঝে যাওয়া কেন, তাই ফিরিয়ে আন্‌লুম।

যশোদা। ঠাকুরপো, কাজ বড় ভাল কর নি! এ বুড়োবুড়ীর প্রাণই ত গোপাল! সে গোপালের জন্যে রণে, বনে, মরণে আমাদের কি ভয় আছে ভাই! লোক পাঠালে কি হবে? তারা কি আমাদের প্রাণগোপালের জন্য প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে তার অন্বেষণ ক'র্‌বে? তাই ত গো—আমার গোপালের যে এখনও দেখা নেই? কি হবে মা! ঠাকুরপো, ঠাকুরপো, কাজ বড় ভাল কর নি! আমার যে গোপাল বিহনে প্রাণ আকুলি বিকুলি ক'র্‌ছে, ত্রিভুবন শূন্যময় দেখ্‌ছি! ঐ জন্যেই গো আমি গোপালকে গোচারণে পাঠাতে চাই না! এখন দেখ, আজ আবার কি সর্ব্বনাশ ঘটে! ওগো—আমার গোপালের যে চারিদিকেই শত্রু! বুঝি বাছার কিছু অকল্যাণ হ'ল! তা না হ'লে বাছা যে এতক্ষণ এসে

আমায় মা মা ব'লে ডা'ক্‌ত! গোপরাজ! পায়ে ধরি, গোপালকে এনে আমার প্রাণ বাঁচাও! তা নৈলে আমি কিছুতেই বাঁচ্‌ব না!

নন্দ। ভাই উপানন্দ! কাজ অন্যায় হ'য়ে গেল! আর একটু দূরে গেলে নিশ্চয়ই প্রাণগোপালের সন্ধান পেতুম। এখন আমার কথা ছেড়ে দাও, এই পুত্রগতপ্রাণা অভাগিনী যশোদাকে কি ব'লে বুঝাবে, তাই বুঝাও।

নেপথ্যে রাখালগণ। গীত

আবা আবা আবা—হেট্ হেট্ হেট্ আরে রে রে—শাঙ্‌লী ধবলী অম্‌নে যা।
মর্ ক'মনে ছুটে, ওরে কানাই, তোর কি রকম, দেনা একটা রা॥

(শিঙ্গাধ্বনি)

উপানন্দ। ঐ দাদা, এবার তোমার গোপাল এল! রক্ষে হ'ল!

যশোদা। কৈ ঠাকুরপো, আমার গোপাল কৈ? গোপাল, গোপাল, গোপাল রে, এতক্ষণ কি মাঠে থাকে বাবা? মায়ের প্রাণ ক এমন-ক'রে দগ্ধ করে যাদু? কৈ, কৈ, আমার গোপাল কৈ? একি—একি—বলাই, এ কি রে, আজ কেন বাছার চাঁদমুখ এত মলিন রে! কি হ'য়েছে? কে কি ব'লেছে?

শ্রীদাম। ওমা, ভাই কানাই আজ গোচারণে গিয়ে একটুখানি খেলে অমনি ক'রে আছে! কার' সঙ্গে ভাল ক'রে কথাও কয় না, হাসেও না, দুটো গল্পগাছাও করে না! কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, সে কথার উত্তরও দেয় না!

যশোদা। সে কি বাবা? বাবা গোপাল—বাবা গোপাল—আয় বাবা, কিসের জন্য তোর মলিন মুখ যাদু? আয়—আয়—

সুবল। যা না ভাই কানু! মায়ের সঙ্গে কি এমন ক'র্‌তে আছে?

রাখালগণ। গীত

মিষ্ট বোলে, মায়ের কোলে, যাও রে চ'লে প্রাণ কানাই।
যাও মায়ের দুলাল হাসিমুখে, আবার কাল সকালে আস্‌ব ভাই॥
শোন্ ওগো মা নন্দরাণি, সারাদিন মা তোর নীলমণি,
খায় না কিছু ক্ষীর নবনী, যেমন দিছিস্ বেঁধে এখন' মা তাই;
ও মা, ও না খেলে আমরা খাই কেমন ক'রে,
সারাদিন উপোস দিয়ে গেছি মা ম'রে,
আমরা সেধেছিলাম অনেক ক'রে, কিছুতেই কোন কথা শুন্‌ল নাই॥

যশোদা। চল্ বাবা, আজ এখন মায়ের কাছে ব'সে পাঁচ ভেয়ে মিশে এক জায়গায় খাবে।

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতানবাদন।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

দীনবেশে হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস। ঠাকুর ব'লেছেন—দীনভাব না এলে দীনের ঠাকুরকে পাওয়া যায় না। হরি বল মন, হরি বল, হরি বল। হরি বল, আর জীবের সেবা কর। জীবের সেবাই মোক্ষ। বাবা—হরিদাস একগাছি স্রোতের কুঁটো! এ হরিদাস—এমন সৌন্দর্য্যভরা, এমন ঐশ্বর্য্যভরা দুনিয়ার মাঝে কার কাজে লাগবে বাবা! একটা কুঁটোয় কার কাজ হবে বাবা! আহা প্রভু হে, তুমি যা দিয়ে পাঠালে, তাতে সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকতে পারলুম নি. আবার এ সব কি বেশ প'রেছি বাবা! আসবার সময় ত এ বেশ দিয়ে পাঠাও নি হুজুর! এ বেশ আমায় কে দিলে মা বাপ! এ বেশ আমায় কে পরালে হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা! বেশ ত এলাম, তোমার সাজান খেলার মাঠে আমায় খেলতে পাঠালে, আমি বেশ ত এলাম। কোন গোলমাল ছিল না, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদ-মাৎসর্য্যের কোন ধারই ধারতাম না,

কোন গ্লানি ছিল না, কোন ক্লেদ ছিল না, স্বচ্ছ স্ফটিক জলের মত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলাম। সে মূর্ত্তিতে কে না আমায় ভালবাস্ত, কে না আমায় আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ত ? কে না এ কুঁটোকে বুকে ক'রে নিত ? হরি বল মন, হরি বল—সে দিন একদিন গেছে! দীননাথ—একদিন সেদিন দিয়ে বড়ই আনন্দ দান ক'রেছিলেন! তারপর কে আমার সে দিন কেড়ে নিলে গো! আমায় আমার মায়ের কোল থেকে কে তোমরা কেড়ে নিলে গো! আমার ক্লেশ-গ্লানিশূন্য উলঙ্গ মূর্ত্তিতে কে আবরণ দিলে গো! আমার পদ্মপাতার জলের মত চল চলস্বচ্ছ বুকের মাঝে কামক্রোধের পশরা কে ঢেলে দিলে গো! লজ্জা-মান-অভিমানের বাতি জ্বেলে দিলে গো! আমায় তোমরা সব ভুলিয়ে দিলে—আমায় তোমরা কোন্ রাজ্য হ'তে কোন্ রাজ্যে টেনে আন্‌লে ? হরি বল মন, হরি বল। বাবা, বড়ই অন্যায় কাজ ক'রেছি! পরের কথায় ভুলেছি! বন্ধুবোধে যাদের কথায় তখন নেচেছিলাম, এখন বল্‌ছি, তারা কে জানি না! বাবার কি তা ছলন, না প্রকৃতই তারা আমার শত্রু ? হরি বল মন—হরি বল—হরি হরি কুঁটোরও কি সংসারে শত্রু থাকে না হয় ? হরি বল মন—হরি বল দুষ্টু আমি, বদ্‌মাস আমি, শয়তান আমি, চোর আমি, ডাকাত আমি, আমি নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি, আর দোষ দিচ্ছি বাবার সাধের রাজত্বের সাধের জীবকে ?

জ্ঞানদাসের প্রবেশ।

জ্ঞানদাস। কি ভাই হরিদাস, নির্জ্জন পেয়ে কি ভাব্‌ছ ? এ কি! বেশ উল্‌টেছ যে ?

হরিদাস। হাঁ ভাই জ্ঞানদাস, এ বেশ ত অনেকদিনই উল্‌টেছি ভাই, তুমি উল্‌টেছ, আমিও উল্‌টেছি, আর আর প্রায় সবই উল্‌টেছে। তবে যেদিন—এ বেশ উল্‌টে দিয়ে—যে বেশে ভবের বাসে প্রথম এসেছিলাম, সেই নিজের বেশ নিজে প'র্‌তে পার্‌ব, সেই দিন হরি বল মন, হরি বল—দীননাথ আমার বুঝ্‌তে পার্‌বেন, এই রে—এইবার আমার জীব আমার দিকে ঝুঁকেছে। দাদা জ্ঞানদাস, তোমার কাছে কোন কাজ নেই? আমাকে একটা কাজ দাও না! আমি ছোট ভাই, তোমার নফরকে একটা হুকুম কর দাদা? তুমি বোস, আমি একটু পা টিপে দি!

(পদধারণোদ্যত)

জ্ঞানদাস। হাঁ হাঁ কর কি ভাই হরিদাস! তুমি আমার শিক্ষা-গুরু, আজ তোমার কৃপায় এক নিরহঙ্কার মহাবৃক্ষের ছায়া প্রাপ্ত হ'য়েছি।

হরিদাস। হাঃ হাঃ হরি বল মন—হরি বল—দাদা আমার এ কুঁটোগাছটাকে এত উঁচুতে তুল্‌ছ গা! চাকরটা যে তা হ'লে একেবারে নীচে প'ড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে যাবে। হাঁ দাদামশায়, তা হ'লে কি এই চাকরটার জন্যে তোমার দুঃখ হবে না গা?

জ্ঞানদাস। ভাই হরিদাস, আজ আবার কি পাগলামি ক'র্‌ছ?

হরিদাস। এ পাগ্‌লামোতে বড় আনন্দ দাদা! দুনিয়ার ফকির হ'য়ে জীবের প্রসাদের কাঙাল হ'য়ে থাকা বড় আনন্দ দাদা! কোন ঝড় ঝাপ্‌টা গায়ে লাগ্‌তে পারে না। হরি বল মন, হরি বল। তুমি তোমার একটা সেবার কাজ দাও দাদামণি! আমি আর

বেগার ব'সে থাক্‌তে পার্‌ছি না! আমায় খাটিয়ে নাও, আমি খাট্‌তে রাজী আছি।

জ্ঞানদাস। হরিদাস, তোমার আধ্যাত্মিকতা আমি বুঝ্‌তে অপারগ হ'চ্চি। আমায় একটু বুঝাবার চেষ্টা কর ভাই!

হরিদাস। হরি বল মন, হরি বল, এ কুঁচোগাছটাও ভাগ্যবানের কাজে লাগ্‌বে? হে তুনিয়ার মালিক, আমার যে কোন জ্ঞানবুদ্ধি নেই, অমি যে অন্ধ। ঠাকুর ব'লেছেন, জীবের সেবাই ধর্ম্ম, তা যে যে ভাবেই পার। নিজে ছোট হ'য়ে যাও। ছোট আমি, কুঁচোর চেয়েও ছোট আমি! হরি বল মন, হরি বল। দাদা, ভাই, এখন হরি বল, সব ছেড়ে ভাই, হরি বল। দাস আমি একটু পরেই আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

জ্ঞানদাস। কে হরিদাস তুমি! আর তোমাদের কৃষ্ণ যিনি, তিনিই বা কে!

নারদের প্রবেশ।

নারদ। জান জ্ঞানদাস, জটিল কৃষ্ণ-চরিত্রের মর্ম্ম সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন।

জ্ঞানদাস। তা হ'লেও ঠাকুর, শ্রীপদে যখন শরণ নিয়েছি, তখন অদ্ভূত কৃষ্ণলীলার প্রকৃত তত্ত্ব গ্রহণ না ক'রে কিছুতেই আপনার চরণ ত্যাগ ক'র্‌ব না।

নারদ। জ্ঞানদাস! কৃষ্ণ-চরিত্রের আধ্যাত্মিকতা বুঝ্‌তে চেষ্টা ক'র না, তাহ'লেই সংশয় এসে উপস্থিত হবে। সরল সহজ

বিশ্বাসের উপর মন প্রাণ ঢেলে দাও, তা হ'লেই প্রাণ সেই লীলা-তরঙ্গে আপনা হ'তেই নৃত্য ক'র্‌তে থাক্‌বে! তবেই আনন্দ পাবে। বাপু, সেই আনন্দেই নিত্যানন্দ লাভ হবে।

জ্ঞানদাস। ঠাকুর! ভগবানকে লাভ ক'র্‌তে হ'লে এর চেয়ে যে আর সহজ উপায় নেই, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু বুঝ্‌তে পেরেও ঐ যে সংশয়ের কথা ব'ল্লেন, সেই সংশয়ই এসে উপস্থিত হয়। আপনি ব'লেছেন, শ্রীকৃষ্ণলীলার যা কিছু ঘটনা, সবই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায়। তিনি ইচ্ছায় মানব হ'য়েছেন, আবার ইচ্ছায় মানব-স্বভাব প্রাপ্ত হ'য়েছেন, তাই তাঁর লৌকিক জীবনে মানব-চরিত্রেরই সম্পূর্ণ বিকাশ হ'য়েছে, যেমন বালস্বভাবে ক্ষীর-সর-নবনীত চুরি, জাতিগত গোচারণ ইত্যাদি। আবার তিনি ঈশ্বর, তাই তিনি তাঁর লৌকিক জীবনেও অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন ক'রেছেন, যেমন পুতনা-তৃণাবর্ত্ত-অঘাসুর সংহার, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, কালিয়দমন, গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ ইত্যাদি। তিনি ধরার দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে ভক্ত পিতা বসুদেবের ঔরসে ভক্তমাতা দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ ক'রেছেন, আবার তিনি ভক্ত-বাসনা পূর্ণের জন্যই পিতা বসুদেবের নিকট হ'তে ব্রজে নন্দালয়ে নন্দ-অঙ্ক উজ্জ্বল ক'রেছেন। কিন্তু প্রভু, তাঁর এ সকল ইচ্ছার প্রয়োজন কি? ঐটীই ত সংশয়!

নারদ। বাপু জ্ঞানদাস, ঐটী তোমার সংশয় হ'য়েছে? কিন্তু, বাছা, ও সংশয়ের ত কোন হেতু নেই! কেন না সে যে—

গীত

রস বৈ স জাগ্রত রসময় রসসিন্ধু—
(যেমন) তরঙ্গ বিনা শোভে না সিন্ধু (তেমন) লীলা বিনা লীলাকারী॥

তরঙ্গ উঠিছে, নামিছে, জলে মিশিতেছে, পুনঃ ভাসিতেছে,
তেমনি তাঁহার ইচ্ছায় লীলা হইতেছে,
ভাবগ্রাহী বিনা কে বুঝিবে ভাব তাঁরি ॥

নারদ। জ্ঞানদাস, সেই রসসিন্ধুর লীলা-তরঙ্গই মনোহর! সমুদ্রের তরঙ্গ-বৈচিত্র আর রসের লীলা-বৈচিত্র একই কথা! এখন প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে তাঁর রস-বৈচিত্রের মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌বার চেষ্টা কর—তা হ'লেই সংশয় দূর হবে।

জ্ঞানদাস। বুঝেছি ঠাকুর, এখন চলুন, সেই রসময়ের রস-বৈচিত্রের মধ্যে যদি একটুকু প্রবেশ ক'র্‌তে পারি! আমার জ্ঞান-বুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যাচ্চে! ধন্য ভক্ত আর ধন্য তুমি মা ভক্তি! তোমাদের সেবা ক'র্‌তে পার্‌লে আর সংসারে কারো সেবা ক'র্‌তে হয় না। যখন তোমরা ভগবানকে সম্মুখে এনে দাও, তখন ভগবানকে লাভ করা বা না করা, সবই তোমাদের হাত। সাধক! তুমি যদি দেবতাকে সন্তুষ্ট ক'র্‌তে না পার, সে অপরাধ দেবতার নয়, তুমিই তার জন্য অপরাধী!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আয়ানের অন্তঃপুর।

জটিলার প্রবেশ।

জটিলা। ঝাঁটা মেরে বার ক'রে দোব! আমার বৌ, আমার

বাড়ীতে থাক্‌বে, তোর বাড়ীতে যাবে কেন ? কুটিলেকে ব'লে দিচ্চি,মিন্‌সে যেন আমার বাড়ীতে না ঢোকে ! আদিখ্যাতা দেখ না, মেয়ের ব্যায়রাম হ'য়েছে,তাকে তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও ! কেন গা, আমার ঘরে কি জায়গা নেই, না তুমি রাজা ব'লেই আমাদিগে এত বেন্না কর ! থাক না তুমি রাজা ! তুমি রাজা আছ, তুমি আছ, তাতে আমার যায় আসে কি ? বলে না—বেল পাক্‌লে কাকের কি ? কুটুমের ধন দেখ্‌লে আমার কি হবে ? তা না হ'লে আমার আয়েনকে মেয়ে দিতে রাজ্যির যত রাজা সব ঝুঁকে ছিল, তারা অমন বৃকভানু রাজাকে হাজার বার কিন্‌তে বেচতে পারে। আমি কি তা দিলুম ! কেবল মেয়েটী দেখে সব বেটা বেটীকে ভাগিয়ে দিলুম। কেন আমার কিসের দুঃখু, বেঁচে থাক্ আমার আয়েন—দুর্ম্মদা, তারাই আমার সাত সাত রাজা ক'রে চোদ্দ রাজার দু' মাণিক। আমি কি ধনের কাঙাল রে মিন্‌সে ! তুই আমাকে ঘেন্না ক'রে মেয়ে নিয়ে যেতে চাস্ ! কুটিলে—কুটিলে—বলি শুন্ ত। এত অহঙ্কার কেন গা !

কুটিলা ও চান্দরায়ণের প্রবেশ।

কুটিলা। যত বড় মুখ,তত বড় কথা ! শুনেছ মা,বোয়ের বাপের আক্কেলটার কথা শুনেছ ? তুমি ত রাজা বেই ব'লে কোন কথাটী ব'ল্‌তে চাও না ; সর্ব্বদাই "নমতুষ্টি—নমতুষ্টি" ক'রে কথা উড়িয়ে দাও। এখন চাঁদা বেটার মুখে শুন ! কি ব'ল্‌তে হয়, বল ! আমার

কাছে এ সব কথা কেন মা ? বল না হে ! তোমার রাজা-মুনিব কি ব'লে দিয়েছেন, বল না—মিন্‌সের মুখে এখন কথাটী নেই !

চান্দরায়ণ। (স্বগত) কোথা এসেছি মা রক্ষাকালি ! আমি রাজা-মশায়কে ব'ল্লুম, যে হুজুর, আমায় শালে—শূলে দিন্, তবু আমায় জামাইবাবুর মায়ের কাছে পাঠাবেন না ! হুজুর মা বাপ— আমায় রক্ষা করুন। কিন্তু রাজাবাহাদুরের মুখের চোখের ভাব দেখে বেশী কথা আর ব'ল্‌তে পার্‌লুম নি ! মাত্র তিনি ব'ল্লেন, বাপু, আর কেউ ত প্রাণ থাক্‌তে আমার রাধার শ্বশুরবাড়ী যেতে চায় না ; মেয়েটার অসুখ, তাই বাবা তোমাকে ব'ল্‌ছি। একে রাজা, তায় প্রভু ; এ কথা শুনে কোন্ চাক্‌রে স্থির থাক্‌তে পারে। কিন্তু—একি পাপ বাবা, মেয়েটারও পোড়া কপাল, তা না হ'লে রাজার রাজা মহারাজ বৃকভানুরাজার মেয়ে হ'য়ে এমন অধঃপেতে বাড়ীতে এসে প'ড়্‌বে কেন ? ভগবানের চক্র বাবা, কারো কিছু ব'ল্‌বার নেই !

জটিলা। হাঁগা, কুটিলা, এ মিন্‌সেটা কে ? পরপুরুষ বাড়ীতে ঢুকোলি কেন ? ছিঃ—ছিঃ, লোকে বল্‌বে কি ? ছিঃ মা, তোর কি এখন জ্ঞানবুদ্ধি হ'ল না ? তুই আমার মেয়ে হ'য়ে এমন কাজটা কর্‌লি !

কুটিলা। মায়ের এক কথা বাছা, সাধ ক'রে করি ? যে বাড়ীর মেয়ে ঘরে এনেছ, তাতে যে আর তোমায় মানসম্ভ্রমের দাবী ক'র্‌তে হবে, তা মনে ভেব না।

জটিলা। কেন বল্ দেখি মা কুটিলে ? বুড়ো হ'য়েছি, কিছু বুঝ্‌তে পারি না। কেন, বোয়ের অপরাধ কি হ'ল ?

কুটিলা। বোয়ের অপরাধ নয় ? এত বোয়ের বাপের বাড়ীর

লোক—বোয়ের বাপের আক্কেলটা দেখ না! একটা ঝি পাঠালে হয়, মেয়ের খবর পুরুষ মানুষ নিতে আসে! কি আক্কেল মা!

জটিলা। বলিস্ কি মা কুটিলে! সমস্ত মেয়ে, তার খপর নিতে একটা পরপুরুষকে পাঠিয়েছে! একি মা! বোয়ের বাপ ত বুড়ো মিন্‌সে গো! তার একটু আক্কেল হ'ল না! তিনি রাজা আছেন ত রাজা আছেন! তা ব'লে বাছা, তিনি যখন গরিবের ঘরে মেয়ে দিয়েছেন, তখন তাঁর মেয়ের উপর আর জোর কি আছে? হ'ক্ না, গরিব ব'লে এত অশ্রদ্ধা গা! একটা পরপুরুষ সে আমার বাড়ীতে আস্‌বে!—তাও আমার ঘরের বোয়ের খপর নিতে! কেন আমরা কি কিছু বলি না ব'লে?

কুটিলা। আর ব'ল্‌ব না বা কেন? তাঁর চালায় কি আমরা পর-চালা বাড়িয়ে আছি? তাই ত, সত্যি কথাই ত! ওমা এসব বোয়ের বাপের কারসাজি, যেমন তেমন ক'রে অপমান করা! কর, কর, বিধেতা বিচেরের কর্ত্তা; এর বিচের কি হবে না? তিনি রাজা ব'লে কি যমের বিচের থেকে এড়াবেন!

চান্দরায়ণ। (স্বগত) না অতি অসহ্য, কথা না ব'লেই বা কেমন ক'রে চুপ্ ক'রে থাকি? যা থাকে বরাতে, কিন্তু দু' চা'র কথা ক'য়েই যাব! (প্রকাশ্যে) বলি, হাঁ মা!

কুটিলা। কে তোর মা রে মিন্‌সে? সাতজন্মেও ত কখন ছেলের মা হই নি! শোন্ মা, শোন্ মা, বোয়ের বাপের বাড়ীর লোকের আস্পদ্দা দেখ্! যত বড় মুখ, তত বড় কথা! আমি ছেলের মা! বলি বুড়ি! কানের মাথা কি খেয়েছিস্? শুন্‌তে পাচ্ছিস্ না?

মুখপোড়ার কথার ছিরি ছাঁদ শুন্‌লি না? মুখপোড়া কিনা আমায় মা বলে! কি ঘেন্না, কি ঘেন্না, কি অপমান, কি অপমান জন্মেই কেন না ম'রেছিনু মা! (রোদন)

চান্দরায়ণ। মা, আমি কি মন্দ কথা ব'লেছি?

কুটিলা। কি মন্দ কথা বলেছিস্? শুন্‌ছিস্, বুড়ি, কাণি, বোয়ের বাপের বাড়ীর লোক, আমার বুকের উপর ব'সে কেমন অপমানটা ক'র্‌ছে দেখ্‌ দেখি!

জটিলা। কেন গা বাছা, তোমার কিসের এত তেজ গা! রাজার বাড়ীর লোক ব'লে? কেন বল ত, আমার মেয়েকে মা বল্লে? পোড়ারমুখ, জানিস্ নি কা'র বাড়ীতে এসেছিস? এ নটীর বাড়ী নয়, এ ব্রজের সতী জটিলে-কুটিলের বাড়ী! এখানে বাছা— পাঁচ রকম কথা চ'ল্‌বে না?

চান্দরায়ণ। (স্বগত) রক্ষা কর মা রক্ষাকালি! কোথায় নিয়ে ফেল্‌লে মা? কি রায়বাঘিনী ছুটো রে! আহা দিদি রাধে! পূর্ব্বজন্মে না জানি,তুই কত পাপ ক'রেছিলি দিদি! আর মহারাজও না জানি, কত পাপ করেছিলেন!

জটিলা। না কুটিলে, এ মিন্‌সের রকম ভাল নয়, দেখ্‌ছিস্ না, কথা কইতে থম্‌কে যাচ্ছে।

কুটিলা। তা না হ'লে পরের স্ত্রীলোককে ফট্‌ ক'রে মা ব'ল্‌তে পারে মা!

চান্দরায়ণ। (স্বগত) ও বাবা, বলে কি? মা ব'লে অন্যায় কাজ করেছি? (প্রকাশ্যে) বলি হাঁগা, তা হ'লে কি ব'ল্‌ব?

শুন্‌ছিস্ মা, মিন্‌সের ইয়ারকির কথা ?

জটিলা। বলিস্ কি মা, আয়ানকে নয় ডাক্ না! দুর্ম্মদা কোথায় গেল! কেন আমরা গরিব ব'লে কি একটা পরপুরুষ এসে তার যা ইচ্ছে, তাই বলে যাবে? মুখপোড়া বৃকভানু নিজে এল না, এক্‌টা পরপুরুষ পাঠিয়ে আমাদের অপমান ক'র্‌ছে মা! একবার সে উনোনমুখোর দেখা পেতুম, তা হ'লে বুঝিয়ে দিতুম, মেয়ের বাপ হ'য়ে তার রাজাগিরি করা!

চান্দরায়ণ। (স্বগত) আর না, আর রাজার—প্রভুর অপমানের কথা শুনা যায় না! (প্রকাশ্যে) মা, তোমরা ক্ষমার বাইরে গিয়ে প'ড়্‌ছ, আমরা রাজার নিমক খাই। তোমাদের নিতান্ত সৌভাগ্য ব'লে তাই রাজা বৃকভানুর সঙ্গে কুটুম্বিতা পেয়েছিলে; তা না হ'লে এমন ইতর নীচেদের সহিত মহারাজের আত্মীয়তা কখন সংঘটন হ'ত না। তারপর তাঁর একমাত্র কন্যা শ্রীরাধা—নিতান্ত স্নেহের দায়ে তাঁর পীড়িতা কন্যার সংবাদ নিতে একান্ত বাধ্য হ'য়েছিলেন ব'লেই আমাকে তোমাদের বাটীতে পাঠিয়েছিলেন; তেমনি তার পুরস্কার প্রদান ক'র্‌লে! কিন্তু সাবধান, আমাকে দুর্ব্বাক্য বল, কিন্তু আমার অন্নদাতা প্রভু—মহারাজের নিন্দা ক'র না বা দুর্ব্বাক্য ব'ল না! তোমরা স্ত্রীজাতি, তোমাদের সহস্র অপরাধ মার্জ্জনীয়, তাই আজ রাজভৃত্য চান্দরায়ণের নিকট এখন ক্ষমা লাভ ক'র্‌ছ!

কুটিলা। হ'য়েছে, হ'য়েছে, বুড়ি কাণি, হ'য়েছে! বেশ হ'য়েছে খুব হ'য়েছে কেমন মিষ্টি অপমানটা ক'র্‌ছে! কর্ কর্, আরও কর্! আরও দু'পাঁচজনকে ডেকে নিয়ে আয়—সকলে মিলে

এসে অপমান কর্! কেমন মাগি, বেটার বিয়ে দিবি? আ মরণ তোমার—বেটার মা হ'য়েছেন! অমন বেটা তোমার মরুক, মরুক, বংশ নিপাত হোক্। ও দাদা ও দাদা— মরণ, দাদা কি আর আছে, সে বোয়ের পায়ে মাথা বিকিয়ে রেখেছে!

জটিলা। কুটিলে, তুই আমার মেয়ে হ'য়ে যে অবাক ক'র্লি! ছেলেদের ডেকে কি হ'বে—বঁটিটা নিয়ে আয় ত দেখি—দেখি বেটা আগো বেরিয়ে যায় কেমন করে? বেটা পরপুরুষ, তুই ব্রজের জটিলে-কুটিলেকে বুঝি চিনিস্ নি? ওরে বাপরে বাড়ীতে পরপুরুষ ঢুকেছে রে! তোমরা কে কোথায় গো—আমার বাড়ীতে বৌ ঝি আছে—একটা পরপুরুষ ঢুকেছে গো!

চান্দরায়ণ। একি—একি! একি ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়ের প্রকৃতি বাবা!

কুটিলে। ওগো, গুপী দাদা, বেজা খুড়ো, পরপুরুষ ঢুকেছে গো!

নেপথ্যে—গোপদ্বয়। কিরে কি হ'য়েছে? মার্ শালাকে, মার্ শালাকে!

চান্দরায়ণ। এই রে! এইবার বুঝি সার্লে রে! একি বাবা ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়ের ব্যবহার! এইজন্যই এদের বাড়ী কেউ আসতে চায় না বটে; এখন উপায়?

কুটিলা। উপায়—এই দেখাচ্ছি! ওগো—বেজাখুড়ো—

গোপদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম গোপ }
২য় গোপ } কি হ'য়েছে গো ভাই ঝি?

চান্দরায়ণ। আমি বাবা— রাজা বৃকভানুর বাড়ী থেকে—

কুটিলা। খুড়ো— পরপুরুষ গো বাবা!

জটিলা। আমার আল্‌গা বাড়ী দেখে ঢুকেছে গো ঠাকুরপো!

১ম গোপ
২য় গোপ } তরে রে শালা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা?

চান্দরায়ণ। না বাবা, আমি ওদের কুটুম বাড়ী থেকে এসেছি।

জটিলা। ঐ অছিলা গো ঠাকুরপো!

কুটিলা। ঐ অছিলায় ত আমাদের একলা ঘর পেয়ে পরপুরুষ ঢুকেছে গো খুড়ো!

চান্দরায়ণ। ও বাবা, মাগীরা বলে কি? এরা রাতকে দিন, দিনকে রাত কর্‌তে পারে যে বাবা!

১ম গোপ
২য় গোপ } হাঁ—পারে রে শালা! জান না, এ আয়ান ঘোষের বাড়ী! ধর্ ত শালার ঘাড়টা রা!

(চান্দরায়ণের স্কন্ধ ধারণ)

চান্দরায়ণ। ওরে বাপ্ রে! ছাড়্ ছাড়্—

১ম গোপ
২য় গোপ } ছাড়্‌ব রে শালা। (প্রহার)

জটিলা। ধর ঠাকুরপো, নিয়ে আয় ত কুটিলা বঁটি!

চান্দরায়ণ। ওরে বাপ্ রে বাপ, ছাড়্ ছাড়্, আর তোদের বাড়ী আস্‌ব না। (বেগে পলায়ন)

জটিলা। কেমন বেটা, আমার বাড়ীতে মাথা গলাবে!

সকলে। ধর্, ধর্, ধর্—চোর, চোর—

[সকলের প্রস্থান।

বাঁকস্কন্ধে কতিপয় গোপের প্রবেশ।

কতিপয় গোপ। গীত

আয় ছুটে—আয় ছুটে, বাঁক নে হাতে, ফেলে রাখ্ দ'য়ের হাঁড়ী।
ভাইঝির ঘরে চোর ঢুকেছে ঐ দেখ্ ছুট্‌ছে ক'ড়ে রাঁড়ী॥
এতদূর স্পর্দ্ধা চোর বেটার, ভাত মারে সে কোন্ কাঠার,
তাই সে বোকা গাধা দুরাচার, ঢুকে এসে গয়লা বাড়ী;
চল্ তেড়ে, চল্ তেড়ে, ভেড়ের ভেড়ে—
ভাঙ্‌ব মাথা উঁচিয়ে এই বাঁকের বাড়ী॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আয়ান ঘোষের উদ্যানস্থ গৃহ।

পীড়িতা শ্রীরাধাকে লইয়া আয়ান ঘোষ, বৃন্দা ও গোপীগণের প্রবেশ।

আয়ান। বৃন্দে দিদি, আস্তে আস্তে নিয়ে আয় বোন্! দেখিস্, বোয়ের গায়ে যেন ঝিঁকে লাগে না! দেখ্ দিদি, তোর উপরে বোয়ের আমার সব ভার! তুই আমার বোয়ের যা কর্‌বি, তাই হবে।

আমি কুটিলার কথাও শুন্‌বো না আর মায়ের কথাও শুন্‌বো না। অহো—হো দিদি গো, বোয়ের আমার কি হ'ল! (রোদন)

বৃন্দা। কেঁদ না ভাই, বৌ ভাল হ'য়ে যাবে—কোন ভয় নেই। তুমি এখন একটু বিশ্রাম করগে! আমরা বোয়ের সেবাশুশ্রূষা ক'রে বৌকে ভাল কর্‌ছি!

আয়ান। সে হবে না দিদি, আমি বৌ ছেড়ে কিছুতেই যেতে পার্‌ব না। আহা হা! রাধে আমার আমাগত প্রাণ যে বৃন্দে!

বৃন্দা। দেখ ভাই, তোমাকে বৌকে একটু ছাড়্‌তে হবে, তা না হ'লে বৌ ত ভাল হবে না। তোমরা বেটাছেলে—মেয়ে মানুষের কত রকম ব্যায়রাম আছে, তা ত জান না, তাই বল্‌ছি তুমি বোয়ের কাছ থেকে একটু দূরে থাকগে! বোয়ের রোগ সারাবার ভার আমার।

আয়ান। বল কি দিদি, সত্যি?

বৃন্দা। সত্যি মিথ্যে—একটু বাদে এলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে।

আয়ান। অ্যাঁ বল কি? তবে আর ভাবনা কি? দিদি ত দিদি—বৃন্দে দিদি, আর কোন শালী দিদি ন্যা! দিদি, বৌ আমার নয়, তোমার। আজ থেকে—আমার বাড়ী তোমার অবারিতদ্বার। কুটিলা যদি তোমাকে কোনদিন কোন কথা ব'লে থাকে, তা তুমি ভুলে যাও। এবার যদি সে কোন কথা বলে, তা'হলে তার একদিন কি আমার একদিন! আমি তবে আসি দিদি তুমি বোয়ের একটা কিনারা কর, আমি তোমার দাসানুদাস হ'য়ে থাক্‌ব। দিদি, ঐ একজন বাবাজী এইদিকে আস্‌ছে, ও অনেক ওসুদ পালা জানে,

ওকে ডেকে একবার দেখাও। আমি আরও দুই একজন ওঝা আনিগে।

[প্রস্থান।

বৃন্দে। এস ত বাবাজি, দেখ ত রাইয়ের কি হয়েছে।

সদানন্দের প্রবেশ।

সদানন্দ। আমরি রে! এ আবার কি দেখ্‌ছি! চৈতন্যময়ী যে অচৈতন্য! যিনি জগতের চৈতন্যদায়িনী, তিনি আজ অচৈতন্য, এ ভাব বুঝ্‌বে কে? ভাবের ভাবুক নৈলে অন্যে কে বুঝ্‌বে? আমি দেখ্‌ছি, অচৈতন্য নয়, মাত্র চিন্ময়ের অদর্শনে, চিন্ময়ী আজ চিন্তাজ্বরে জ্বরেছেন!

গীত

"চিহ্ন ভাল নয় জ্বরেছে রাই যে জ্বরে।
কোন পক্ষে কেউ রক্ষা পায় না এ জ্বরে॥
এ নয় অশিব শিবজ্বর, নয় নব নবজ্বর;
এ যে বিষম জ্বর নারী-পাঁজর-ভাঙ্গা জ্বর;
পাঁজর ঝাঁজর করিল হৃদি-পঞ্জরে॥
এ নয় বায়ুদূষিত জ্বর, পিত্তকুপিত জ্বর;
এ নিত্য-জ্বর চিত্ত সংজ্বরে;—
ছিল প্রাচীন রসজ্বর, সেই রস বিরস জ্বর;
রসভঙ্গ জ্বর রাধার জীবনসঙ্গ জ্বর;
অদ্য বৈদ্য নাই—সদ্য কে রসান করে॥"

সখীগণ! তোমরা কি ভাব্‌ছ? রাইকে চেতন ক'র্‌তে পার্‌ছ না, এ যে অতি আশ্চর্য্য!

বিশাখা। কি ক'র্‌লে চেতন হবে বাবাজি?

সদানন্দ।

গীত

যদি বাঁচাবি রাধার প্রাণ।
সবাই মিলে কর্ণ-মূলে কর কৃষ্ণগুণগান।

বিশাখা। তোমার ও ছেঁদো কথা ভাল বুঝতে পারছি না; শ্যামা সখীকে বুঝিয়ে বল, কি ক'র্‌তে হবে?

সদানন্দ। শ্যামা সখী শোন, শ্যামবর্ণের ফুল আন,
শ্যাম লতায় গাথি, কর অঙ্গেতে প্রদান;
আনি তমাল পল্লব, রাই অঙ্গে বুলাও সব,
কৃষ্ণনাম মহৌষধ, এইত বিধান॥

রাইকে যদি চেতন ক'র্‌তে চাও, আগে চেতন করাও, পরে শ্যাম নাম শুনাও। জয় শ্রীরাধা-গোবিন্দ-জয় শ্রীরাধা—গোবিন্দ!

[প্রস্থান।

বৃন্দা। কমলিনি! কমল-মুখখানি একবার তোল। কত ভ্রমর ভ্রমরী যে ঐ মুখকমলের মধু পানে লোলুপ হ'য়ে র'য়েছে! শ্রীমতি! হাস্যমুখি! তোমার বিরস বদনের ত কেউ প্রার্থী নয় সখি?

গীত

বদন তোল কমলিনী গো বদন তোল।
গোপীগণ। যেতে হাটে বাটে রাই কেন বা এমন হ'ল॥
বৃন্দা। কিরূপে মোহিলি রাই নয়নে বহয়ে ধারা,

গোপীগণ। সোনার বরণ কাজর পারা কহিতে বচন হারা,

বৃন্দা। সদা থাক ধ্যানে, চাহ মেঘ পানে, না চলে নয়ন-তারা,

গোপীগণ। খুলে বল্ সই মনের কথা, শ্যাম কি তোরে মজাল ॥

গীত

শ্রীরাধা। "সই, সই, কে বা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম-পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশ কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥"

বৃন্দা ও গোপীগণ।

গীত

যদি দেখেছিলি, মজেছিলি—
তবে এতদিন কেন লুকায়েছিলি, এখন ছলা রৈল কোথা রাই।
চুপ্ চুপ্ চুপ্, সে যে যুবতী জনার ধরমনাশক,
বলিস্ না লো তার কথা, কুলেতে পড়িবে ছাই ॥
(তুই যে বড়য়ার বধূ, তুই যে রাজার ঝিয়ারী রাধে)
আর না যাইও সই যমুনার জলে, না চাইও ভুলে কদম্বের মূলে,
কুলবতীর নাশিতে গো কুলে, এ গোকুলে তার সম কেউ নাই।
তার চাউনি হাসি কুলনাশী—আবার বাঁশী গো তার বড় বালাই ॥

ললিতা। "প্রিয় সখি! বুঝিলাম তোমার আশয়,
তুমি দেখিয়াছ যারে সে নন্দ-তনয়।
কিন্তু করি মোরা তোরে হিত উপদেশ,
নাহি ক'র তুমি তাহে মনের আবেশ।
আয়ানের ভার্য্যা তুমি—রাজার নন্দিনী,
পতিব্রতা কহে তোরে সকল কামিনী।
পীরিতি করিলে পরপুরুষের সনে,
অধর্ম্ম হইবে আর অযশ ভুবনে!"

রাধা। "অযশের ভয় আমি না করি গণন,
সখি, পাই যদি তার শুনিতে বচন।
লোকের নিন্দন আমি মনে নাহি গণি,
যদি শুনিবারে পাই তার বেণু ধ্বনি।
পতির তর্জ্জনে আমি ভয় নাহি করি,
যদ্যপি দেখিতে পাই তারে আঁখি ভরি।
ধরম করম সব পারি ছাড়িবারে,
যদি কালাচাঁদ কৃপা করয়ে আমারে।
কোন লোক হ'তে আমি লাজ নাহি বাসি,
যদি সেই বংশীধর করে মোরে দাসী।"

ললিতা। "শোন রাধে, এখনও স্থির কর মন,
ফিরাইয়া আন চিত রাখহ বচন।"

রাধা। কি কহিলে প্রাণসখি, মন ফিরে নোব!
প্রাণহারা দেহ নিয়ে কি বল করিব?

"শুনিয়াছি আমি বহু পণ্ডিতের ঠাঁই,
দত্ত অপহরণ হইতে পাপ নাই।
আমি যে দেখিবা মাত্র তাহার চরণে,
সঁপিয়াছি ধন মন শরীর জীবনে।
তবে তাহা কি করিয়া ফিরিয়া লইব,
ফিরিয়া লইলে পাপে নিমগ্ন হইব।
যদি কেউ এ সকল না করে স্বীকার,
তথাপি ফিরিয়া নেয়া অযোগ্য আমার।"
সেই যে লো সেই দিন পথে যেতে যেতে,
পাগলী করিল সেই পলক কালেতে।"

রাধা। গীত

"কি দেখিনু যমুনার তীরে। (সখি রে সেই যে সেদিন)
কালিয়া বরণ এক মানুষ আকার গো,—
বিকাইনু তার আঁখি ঠারে।
কামের কামান জিনি, ভুরুর ভঙ্গিমা গো—
হিঙ্গুলে বেড়িয়া দু'টা আঁখি,
কালার নয়ন-বাণ, মরমে হানিল গো—
কালাময় আমি সব দেখি।
চিকণ কালার রূপে আকুল করিল গো—
ধরণে না যায় মোর হিয়া,
কত চাঁদ নিঙ্গড়িয়া, মু'খানি মাজিল গো,
মরি মরি কত সুধা দিয়া।"

হায় সখি। সে কালরূপে যে আমার প্রাণ ডুবেছে। আমি বিরাট ব্রহ্মাণ্ড যেন সেই কালবরন দেখ্‌তে পাচ্চি! আমার কুল যাক্, মান যাক্, সম্ভ্রম যাক্, তবু আমি সেই কালরূপ ভুল্‌তে পার্‌ব না। কালই আমার সর্ব্বস্ব! কালই রাধার মরণের অনুসঙ্গী! তোমরা যা বল সখি! আমার কালর সহিত আমার মিলন করে দাও! সখি, প্রিয়সখীর কাজ কর! বৃন্দা দিদি, তুমি আমার চেয়ে সে কালর মর্ম্ম অনেক বেশী জান! বিশাখা—ললিতা দিদি, আমার উপায় কর। আমি যে কাল না দেখ্‌লে কিছুতেই বাঁচ্‌ব না।

বৃন্দা। (স্বগত) তা জানি—হ্লাদিনীময়ী পরমাশক্তি,সচ্চিদানন্দময় পরম-পুরুষ পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বিহনে তুমি যে থাকৃতে পার্‌বে না, আর তোমা নৈলে তিনি যে থাকৃতে পার্‌বেন না, তা জানি। তা জানি ব'লেই ত কমলিনি, আমরা তোমার সঙ্গ গ্রহণ ক'রেছি। আর সেই মহামিলন দেখ্‌বার জন্যই অপেক্ষা ক'রে আছি। এইবার বাসনা পূর্ণ হ'বে! বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বে বৈ কি? ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণময়ি, তুমি না ভক্তের বাসনা পূর্ণ ক'র্‌লে তোমার আশ্রিতা দাসীরা আবার কার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে যাবে? আবার তা নৈলে যে ভক্ত-বাঞ্ছাময়ী নামে কলঙ্ক প'ড়্‌বে! (প্রকাশ্যে) রাধে! এখনও বুঝে শুঝে কাজ কর! কি বলিস্ ভাই বিশাখা! একে ত কালনাগিনী কুটিলা আমাদিগে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না, তার উপর আমরা যদি ভালবেসে—আমাদের সখীর বাসনা পূর্ণ করি, তা হ'লে বুঝ্‌তেই ত পার্‌ছ, গোকুলের বাস ছাড়্‌তে হবে!

ললিতা। হাঁ বোন, বুঝে শুঝে কাজ কর। তবে আবার

এ কথাও বলি, সে কালা বড় মোহিনী বিদ্যা জানে, যে একবার তার রূপের ফাঁদে পড়েছে, তাকে সে ফাঁদ থেকে ছাড়ান বড় শক্ত কথা! সে এ জীবনে ত তাকে ভুল্‌তেই পার্‌বে না, তবে পর জন্মের কথা—তা সেই ব'ল্‌তে পারে!

বিশাখা। তার কাছে এ জন্ম আর পর জন্ম নেই বোন্! যে দেখেছে, সেই মজেছে। শুন্‌লি না, সে দিন কত যোগী-ঋষি-মুনির পত্নী তাকে দেখে সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে তার পাগলিনী হ'য়ে গেল! তখন আমরা ত আহিরী-কুলের কুল-বধূ! আমরা যে তাকে দেখে ভুল্‌ব, তার আর আশ্চর্য্য কি?

বৃন্দা। বিশাখা, এখন সে সব কথা রাখ্ ভাই, কিশোরীর কি উপায় ক'র্‌বি কর্। দেখ্‌ছিস্ না, স্বর্ণ-কমলিনীর অবস্থাটা! পরীক্ষা ত যথেষ্টই ক'র্‌লে!

ললিতা। অবস্থা দেখে কি ক'র্‌বে দিদি! এখনি আয়ান ঘোষ এল' বলে! তা না হ'লে বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ-বিলাস অনেক দিন হ'তেই দেখ্‌বার সাধ দিদি!

বৃন্দা। তার উপায় আমি ক'রে নিচ্চি, তোরা একটু শক্ত হোস্, যেন হাল্‌কা হ'য়ে হেসে মরিস্ না।

বিশাখা। তুমি হ'লে ওস্তাদ দিদি, তোমার আজ্ঞা কি অমান্য ক'র্‌তে পারি?

আয়ান ঘোষের প্রবেশ।

আয়ান। বৌ, বৌ, কেমন আছিস্ ভাই? বৃন্দে দিদি, বৃন্দে দিদি, বৌ একটু ভাল আছে না? হাঁ বৌ, আমার উপরে কি রাগ ক'রেছ?

বৃন্দা। চুপ্, চুপ্, বেশী জোর ক'রে কথা ক'ও না, তা হ'লে আবার বৌ মূর্চ্ছা যাবে।

আয়ান। (ধীরে ধীরে) বৃন্দে দিদি, বৃন্দে দিদি, তবে কেমন ক'রে কথা কইব। বৃন্দে দিদি, বৃন্দে দিদি ? তুমিই আমার মা বাপ !

বৃন্দা। বোয়ের কাছে এমনি ক'রে কথা কইবে। তোমায় আর একটা কাজ ক'র্‌তে হবে।

আয়ান। (উচ্চৈঃস্বরে) ক'র্‌তে হবে, তুমি যা ব'ল্‌বে, তাই ক'র্‌তে হবে। বোয়ের জন্য সব ক'র্‌তে হবে।

বৃন্দা। হাঁ ভাই, বোয়ের শরীর যখন খারাপ, তখন তার শরীর ভালর জন্যে সব ক'র্‌তে হবে। তবে ত বৌ টিক্‌বে, তবে ত বৌ হেসে দুটো কথা কইবে।

আয়ান। বৃন্দে দিদি, বৃন্দে দিদি, তুমি বল ভাই, কি ক'র্‌তে হবে ! আমি কুটিলার কথা শুন্‌ব না, মা'র কথা শুন্‌ব না, তুমি যখন বৌকে আমার চিইয়েছ, তখন বৃন্দে দিদি, বৃন্দে দিদি, তুমিই আমার মা বাপ, বোয়ের কথাই আমার ইষ্ট মন্ত্র !

বৃন্দা। অপর কথা কিছু নয় ভাই, বৌকে তোমার যেখানে সেখানে ছেড়ে দিতে হবে। তাতে বোয়ের মন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌বে, ফূর্ত্তি জন্মাবে, সব ব্যায়রাম সেরে যাবে! তোমার যেমন বৌ ছিল, তেমনি হবে।

আয়ান। এই কথা, বোয়ের জন্যে আমি সব পার্‌ব।

বৃন্দা। বেশ কথা নয় ভাই, এখনি এ কথা তোমার মা বোন

শুন্‌লে মহানর্থ লাগিয়ে দিবে, হয় ত আমাদিগে শুদ্ধ গালিগালাজ খেতে হবে।

আয়ান। কি, হামি আয়ান ঘোষ; হামাকে মা বোন্ জান্তা নেই'! কুচপরোয়া নেই বৃন্দে দিদি, আমি ঢালা হুকুম ঢেলে দিলুম, তুমি বৌকে যেখানে সেখানে নিয়ে বেড়াও, কেউ কিছু বলে—হামি তার শির লেঙ্গে। হামরা বহু, বেয়ারামে থাক্‌বে, আর হামি মা বোনের কথা শুন্‌ব? কদি নাহি হোগা!

বৃন্দা। তা হ'লে—আমরা তোমার বৌকে নিকুঞ্জ বনের একটু হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসি। দেখো ভাই, শেষে যেন কোন কথা জন্মায় না।

আয়ান। বৃন্দে দিদি, বৃন্দে দিদি, তুমি কি আমাকে হিজড়ে মনে ক'রেছ, আমাতে কিছু কিছু পুরুষত্ব নেই বুঝেছ? আচ্ছা—আমি আজ আমাদের বাড়ীর কানাচে আড়ি পেতে ব'সে থাক্‌ব, মা বোনের কথা শুন্‌ব, যদি তারা বৌকে বা তোমাদের কোন কথা বলে, তা হ'লে তাদের একদিন, কি আমার একদিন! কি এত বড় স্পর্দ্ধা! জান্তা নেই, হামি আয়ান ঘোষ হায়! বৌ, ঢালা হুকুম দিলুম, তুই যা ইচ্ছে—তাই কর্। জান্তা নেই, হামি আয়ান ঘোষ হায়।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

ললিতা। যা হোক্ কিন্তু বৃন্দে দিদির ফন্দিটা! বাহবা দিতে হয় ভাই! তবে এখন—

বৃন্দা। এখন চল্ বোন্, তোরা রাইকে নিকুঞ্জ-কাননে রেখে

বিশ্রাম কর্ গে, আমি একবার সে শ্যাম চিকণকালার সংবাদটা নিয়ে আসি। তোরাও দু'একজন আমার সঙ্গে আয় ভাই!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

যমুনা-তীর।

কৃষ্ণ ও রাখালগণের প্রবেশ।

রাখালগণ। গীত

কানাই যে পাগল হবি ভাই।
তোর কিসের তরে নয়ন ঝুরে, তাই শুন্‌তে চাই॥
মনের কথা বল্ না খুলে, ও কালসোনা,
তোর গুপ্ত কথা হ'লেও ভাই কারেও ব'ল্‌ব না,
রাখালের প্রাণ, ও প্রাণাধিক, তাও কি জান না,
আমরা যে এই ব্রজের মাঝে তো বিনে আর জানি নাই॥

কৃষ্ণ। গীত

কোথা গেলে রাই, কোথা গেলে আমার বিনোদিনী রাই।
হিয়ার ভিতর পাঁজর কাটিয়ে ভাল জ্বালা দিলে ভাই॥
কেন যমুনার জলে এসেছিলে, আসিবে না যদি কেন দেখা দিয়েছিলে,

যদি দেখা বা দিলে—তবে কেন চেয়ে ছিলে, যদি বা চাহিলে,
তবে দিলে নাক' কেন ঠাঁই!
আমি এ ধার ও ধার করি আর কত বা ঘুরিব —
তাই ধাই—কোথা পাই—কোথা পাই—কোথা পাই

[প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

যমুনাপার্শ্বস্থ অপর পথ।

বৃন্দা ও ললিতার প্রবেশ।

বৃন্দা। কৈ ললিতা—কিছু কি দেখ্‌তে পাচ্চিস্‌?

ললিতা। বাঁশরীর স্বর এই দিকেই বাজ্‌ছিল নয় দিদি! সহসা সে স্বর থাম্‌ল' কেন?

বৃন্দা। ওলো, নটবর চতুর রসিক নাগর, আমরা এসেছি টের পেয়ে—নিজের অভিপ্রায় গোপন ক'র্‌ছেন, এ আর বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌ না!

ললিতা। তা হ'লে আমরাই বা ছাড়ি কেন ভাই! আমরা যে রেয়ের তরে তাঁকে অন্বেষণ ক'র্‌চি, তাঁকে বুঝ্‌তে দোব কেন?

বৃন্দা। ললিতা, অন্তর্যামী প্রেমময় নটরায়—আমাদের যে মনের অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পার্‌ছেন বোন্‌, তা না হ'লে রাইগতপ্রাণ নন্দ-নন্দন রাইবিরহে ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে ক'র্‌তে এরূপ মনের মানস ক'র্‌বেন কেন? এই দূর থেকে শুন্‌ছিলি না, তিনি বাঁশীতে কি সুরে রাই অদর্শনের জন্য শোকময় সঙ্গীত গান ক'র্‌ছিলেন, এরি

মধ্যে সে বাঁশীর সুর থাম্‌ল কেন? যিনি গোপীর সঙ্গলাভের জন্য কদমতলায় থানা ক'রেছেন, গোচারণ ত্যাগ ক'রেছেন, আহার নিদ্রা দূরে দিয়েছেন, তিনি কেন আজ গোপীর সাড়াশব্দ পেয়ে সরে পড়্‌লেন! ওলো, সে ছলাধরের ছল কি বোঝ্‌বার যো আছে? চল্ চল্ আমরাও ছল ক'রে সেই শঠশিরোমণি কালার সঙ্গলাভের চেষ্টা করি গে। রসিকবর! রসের তরঙ্গই কি তোমার এ রূপ! প্রাণের ভাব মুখে লুকানও কি তার ধর্ম্ম! যাই হোক্ ললিতা, আজ চতুরের চতুরতার কিছু প্রতিদান দিতে হবে। চল্—তিনি শ্রীমতীরাধিকার অবমাননা ক'রেছেন, তাই তাঁর শাসনের জন্য আমরা তাঁকে খোঁজ ক'র্‌ছি, এই ব্যক্ত ক'রে আমরাও যাই। দেখি, চতুরচূড়ামণি কি বলেন বা কি করেন।

গীত

ললিতা। তাই ভাল সই, দেখি চল্ চতুর চোরে।
বৃন্দা। তার চুরি করা শিখিয়ে দোব ধ'রে নিয়ে রাজার গোচরে॥
ললিতা। ওরে কে লম্পটমণি, একি ধারা তোর রে শুনি,
বৃন্দা। পথে পেয়ে কুল-রমণী, কলঙ্কী ক'রিলি তারে॥
ললিতা। চোরের স্বভাব লুকিয়ে থাকা, মনে মনে কথা রাখা,
বৃন্দা। সহজে সে হয় গো বাঁকা, তার ভঙ্গীতে অঙ্গ শিহরে॥

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। গীত

ওগো—ওগো—সে চোর তোদের পুরুষ কি নারী।
আমারও গো এই পাড়াতে প্রাণ গেছে চুরি॥

তাই বেড়াই খুঁজে তার পাকে, দিশে পাই না কারেও সুধাই তাকে,
তাকে নারীর মতন সব দেখেছি তার পরণেতে নীল সাড়ি,
সে হাতের বাণ হানে চোখে, এম্‌নি তার বাহাদুরী ॥

বৃন্দা। ও ললিতে, শুন্‌লি লো!

ললিতা। ও বৃন্দা দিদি, এ ছোঁড়া কে লো!

বৃন্দা। হাঁ হে! তুমি কে? আমরা একটা চোরের খোঁজ ক'র্‌ছি।

ললিতা। এত বড় স্পর্দ্ধা, সে স্ত্রীলোকের যথাসর্ব্বস্ব চুরি করে! সে জানে না—সে রমণী এ ব্রজের গরবিনী, আমাদের প্রিয় সখী!

বৃন্দা। আজ চোর খুঁজে বের ক'র্‌ব, রাজার কাছে দোব, তারপর আমাদের অপর কাজ!

কৃষ্ণ। হাঁ গা, তবে তোমরা আমারও একটা কাজ কর না; তোমাদের কথার ভাবে বুঝ্‌লুম, তোমরা খুব পর-হিতৈষিণী। পরের জন্য ঘরের বার হ'য়েছ; বেশ বেশ, তোমাদের সেই চোরের সঙ্গে আমারও একটী চোরটী ধ'রে দাও না গা, তা হ'লে আমি তোমাদের কেনা হ'য়ে থাক্‌ব।

বৃন্দা। কেনা থাক্‌বে? তবে তোমার কথায় কে না থাক্‌বে? তুমি যাকে ব'ল্‌বে, সেই থাক্‌বে। তবে কথায় থাক্‌বে, কি কাজে থাক্‌বে, সেইটী ঠিক ক'রে বল দেখি কালাচাঁদ!

কৃষ্ণ। কেন আমার কথায় কি বিশ্বাস হ'চ্চে না গা?

বৃন্দা। কেমনে বিশ্বাস করিব কেশব,
কেমনে বিশ্বাস বল না করি!

চোরকে ধরিলে চোর যে হে বলে,
চোর আমারও ক'রেছে চুরি।
নিজে চোর হ'য়ে সাধু হ'তে যেবা,
সাধ করে ওহে আপন মনে,
বল দেখি সাধু, বিশ্বাস কেমনে,
হয় কোথা সেই অসাধু জনে!

ললিতা। স্বার্থ তরে যেবা, কয় মিথ্যাবাণী, সে শঠ নাগরে,
কে সরল হেন এ জগতীতলে বিশ্বাসে তাহারে?

কৃষ্ণ। মিথ্যা বলি নাই, ওগো মিথ্যা বলি নাই,
হয় নয় হৃদয়-ভাণ্ডার মোর, হের গো নয়নে চাই;
বলিতে যে কান্না আসে বহে তপ্ত শ্বাস,
সব চুরি মরি ক'রেছে সজনি করহ বিশ্বাস!
দীননাথ হ'য়ে আমি তার তরে দীন,
করুক্ সে চুরি, ভাবিব গো,
আমারি সে ঋণ।

বৃন্দা। গীত

বেঁদো না বেঁদো না, অত অধীর হ'ও না ধীর কালসোনা!
আছে শোনা, খাটি-মেকি যায় না চেনা, না পোড়ালে সোনা॥
কালসোনা, গিয়েছিল রাই জলে, তুমি নাকি, তাহারে দেখিয়ে,
মুচ্‌কি হাসিয়ে বাঁশরী তোমার বাজিয়েছিলে,
হেলিয়ে দুলিয়ে কদম্বের মূলে, হরিয়া নিয়েছ নাকি তাহারি চেতনা॥
এই ত করিলে আরও কি করিবে, তাই বা বলিব কি,

সে যে পরের বধূ—রাজার ঝি, এ কাজ বল না করিলে কি,
যদি ধরম রাখ' মরম-নিধি, তবে চেও, নয় তারে চেও না,
জান সে কুলবতীর কুল গেলে হে, এ গোকুলে তারে কেউ লবে না ॥

কৃষ্ণ। সখি! হাতে ধরি, জীবন রক্ষা কর!

ললিতা। এখনও মনে মনে বুঝে দেখ ভাই! চল মাধবী-কুঞ্জে তুমি বিশ্রাম ক'র্‌বে, তার পর যা হয়, তা হবে এখন।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

নারদ ও জ্ঞানদাসের প্রবেশ।

জ্ঞানদাস। ঠাকুর! ভগবান যিনি—তিনি নবরসের সমষ্টি—রসময় রস-সমুদ্র। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পাঁচটী ভাব, সে রসময় রস-সমুদ্রের তরঙ্গ বিশেষ। অর্থাৎ সেই রসে পাঁচটী তরঙ্গ—নিত্য অনন্ত উঠ্‌ছে—নাম্‌ছে। কেমন এই কথা ত?

নারদ। হাঁ বৎস

জ্ঞানদাস। তেমনি ভগবান রসময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ ইচ্ছায় মানব-শরীর ধারণ ক'রে ঐ পাঁচটী ভাব তরঙ্গে নৃত্য ক'র্‌ছেন বা ঐ পাঁচ তরঙ্গ তাঁকে অবলম্বন ক'রে উঠ্‌ছে—নাম্‌ছে।

নারদ। হাঁ জ্ঞানদাস! এখনও কি তোমার সংশয় দূর হয় না?

জ্ঞানদাস। আজ্ঞে না, সে সংশয় আমার বহুদিন হ'ল দূর হ'য়েছে। তবে উপস্থিত আমার প্রশ্ন যে, ভাগবান বর্ত্তমান কোন্ তরঙ্গে আরূঢ় হ'য়ে নৃত্য ক'র্‌ছেন?

নারদ। জ্ঞানদাস, তিনি এখন মধুর ভাবের তরঙ্গে নৃত্য ক'র্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়েছেন।

জ্ঞানদাস। মধুর ভাব-তরঙ্গ কারে বলে ঠাকুর?

নারদ। শৃঙ্গার রসের নামই মধুর রস। দয়াময় জগন্নাথ—শ্রীমতী শ্রীরাধিকা ও অন্যান্য গোপীর সহিত মিলিত হবার জন্যই চঞ্চল হ'য়েছেন। তোমায় ত ব'লেছি জ্ঞানদাস—

"লীলার মাধুরী আর রূপের মাধুরী,
রসের মাধুরী বংশী মাধুরীর ধুরী।
বন্য বেশ রসরাজ ব্রজেন্দ্র নন্দনে,
বিনে আর এ চারি নাহিক কোন স্থানে।
অতএব পূর্ণতম শ্যাম নটরাজ,
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ব্রজেতে বিরাজ।"

তাঁতে সকল রসেরই পূর্ণ বিকাশ দেখ্‌বে জ্ঞানদাস!

জ্ঞানদাস। প্রভু, ঐটী জান্‌বার জন্যই আমি আপনাকে প্রশ্ন ক'র্‌ছিলাম।

নারদ। তা হ'লে এখনও বুঝ্‌বার আছে জ্ঞানদাস, প্রভুর এই মধুর রসলীলায় অনেক বৈচিত্র দেখ্‌তে পাবে। সে সকলই এই একই রসের বিকার মাত্র। আর এই রসের বৈচিত্রও

অধিক. তাই সাধক ভক্ত এই মধুর রসকে সকল রসের শ্রেষ্ঠ ব'লেছেন।

জ্ঞানদাস। জ্ঞানময় মহাযোগি! তা হ'লে আর একটী কথা আমার বিশেষ জিজ্ঞাস্য আছে। যদি এই মধুর রস সকল রসেরই শ্রেষ্ঠ হয়, তা হ'লে সেই মধুর রসে ব্যভিচার থাকে কেন ?

নারদ। কি জ্ঞানদাস, নির্ম্মল পবিত্র মধুর রসে ব্যভিচার! কি ব্যভিচার দেখ্‌লে ?

জ্ঞানদাস। প্রভু, শ্রীরাধা পরনারী, অন্যান্য গোপীরা হয় ত কেহ বিবাহিতা, কেহ বা কন্যকাবস্থাপ্রাপ্তা. এরূপ অবস্থায় স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান তাদের সহিত মিলিত হবেন, একি ব্যভিচার নয় ?

নারদ। বৎস! ভক্তপণ্ডিতগণ রসবিচারে মধুর রসে ঐরূপ কার্য্যকে ব্যভিচার ব'লে উল্লেখ করেন না। বিশেষতঃ যে নারী মধুরতায় সংসার-বন্ধন কাটিয়ে ভগবানকে পতিত্বে বরণ করে, সংসারসঙ্গ ত্যাগ ক'র্‌তে পারে, লৌকিকতা বিসর্জ্জন দিতে পারে, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিন্দুমাত্র বোধ করে না, সে নারীর তাতে ব্যভিচারিতা আস্‌বে কেন ? তার সঙ্গে সংসারের সম্বন্ধ কি ?

জ্ঞানদাস। শ্রীরাধা বা গোপীগণ কি—ভগবান ব্রহ্মবোধে শ্রীকৃষ্ণকে আত্মদান ক'র্‌ছেন ?

নারদ। না, তবে তাঁরা যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পরমকান্ত বোধেই নিজসর্ব্বস্ব দান ক'রেছেন।

হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস। হাঁ বাবা, এমন দান আর কেউ কাকেও ক'রতে পারে নি! হরি বল মন, হরি বল! ঠাকুর—আপনি তাতে মুগ্ধ। গোপকুমারীগণ পতিভাবে বা গোপ-বিবাহিত পরস্ত্রীগণ উপপতি-বোধে—সেই কামময় শ্রীকৃষ্ণে আত্মসর্ব্বস্ব দান ক'রে জগতে এক অক্ষয় আদর্শ আত্মদানের পবিত্র মহৎ শিক্ষা প্রদর্শন ক'রেছেন। তাতে আবার তর্ক কি আছে দাদা! ভাই জ্ঞানদাস, ঠাকুরকে একটু অবসর দাও, বৃথা বিষয়ে ওঁর সময় নষ্ট কর না ভাই! হরি বল মন, হরি বল আমি চাকরটা আছি—প্রভুর প্রসাদে যতটা বুঝেছি, তাই ব'লে প্রভুর কতকটা ভগবচ্চিন্তার সময়াবসর ক'রে দি। ভাই জ্ঞানদাস, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বগুণ-সমন্বিত পরম প্রিয়তম ব'লেই জানেন, তিনি যে সর্ব্বব্যাপক ভগবান তা তাঁদের ধারণা নাই। গোপীগণের চিত্ত বংশীধর শ্রীকৃষ্ণের রূপ-লাবণ্যেই আসক্ত। হরি বল মন, হরি বল, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম ভাবেন না।

জ্ঞানদাস। ভাই হরিদাস, দেবর্ষিও ঐ কথা আমায় ব'লছিলেন। কিন্তু গোপীগণের ব্রহ্ম-বুদ্ধিরই যদি অভাব হয় তা হ'লে তাদের মোক্ষ-প্রাপ্তি কিরূপে হবে ভাই!

হরিদাস। ব্রহ্ম-বুদ্ধির অভাব হ'লেও কি মোক্ষ হয় না ভাই হরিদাস!

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

কাম ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য, সৌহার্দ্দ, এই কয়টীর যে কোনটী দ্বারা যিনি সর্ব্বদোষহারী শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন, তিনিই তন্ময়তা প্রাপ্ত হন। যেমন শিশুপাল প্রভৃতি বিষ্ণুদ্বেষী দুরাচারগণ ক্রোধেও ভগবানকে প্রাপ্ত হ'য়েছিল পাণ্ডবগণ স্নেহে জগৎবল্লভকে অমনি পাওয়া দূরে থাক্, রথের সারথী পর্য্যন্ত ক'রে ছেড়ে দিলেন, আত্মারামগণ ঐক্যে, কৌশিকাদি সৌহার্দ্দে, দুর্বৃত্তাদি ভয়েও ভগবানকে প্রাপ্ত হ'য়েছেন। তেমনি কামভাবে গোপীগণও পরমারাধ্য ধন কৃষ্ণধনকে প্রাপ্ত হবেন ভাই! হরি বল মন— হরি বল—

নারদ। হরি, হরি! ভক্ত হরিদাস, তুই ধন্য! আমি তোর গুরু নই, তুই আমার গুরু! বল্ বল্—

গীত

তারে আমার চাইবে যে ভাবে, সে তোমার তাই হবে।
সে যে আমার সকল ভাবের আকরভূমি, তায় যা রোপিবে তাই ফলিবে॥
যারি দেওয়া পিতা-মাতা, পতি-জায়া-ভগ্নিভ্রাতা,
তারে পেলে কে বা কোথা, রাখে সংসার-সম্বন্ধ ভবে॥
যা হ'তে ভবসম্বন্ধ, যে ল'ভেছে সে গোবিন্দ,
বিম্ব পেয়ে প্রতিবিম্ব, কে আদরে কোথা কবে॥

জ্ঞানদাস। অহো হো—ভাবের ভক্ত মহাগুরু! কি উপদেশ! কি শিক্ষা! হায় হায়—আমি অধম, আমার জ্ঞান একদিনও এ ভাবগভীরতলদেশেরও অনুসন্ধান নেয় না! সে সাগর গর্ভে এমন রত্ন নিহিত আছে কি না, তাও স্বপ্নে একবার ভেবে দেখে না। দয়া-

ময়—গুরু ! আমার সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। ভাই হরিদাস—আমায় তোমার ভৃত্য কর। একদিন তোমায় পাগল ব'লেছিলাম ! পাগল তুমি নয়, আমিই পাগল ছিলাম ! তুমিই সাধু। চল হরিদাস, আজ হ'তে তোমার সঙ্গে আমি ব্রজের রেণুটীকে পর্য্যন্ত সেবা ক'র্‌ব। আহা হা—এই জন্যই কি বৈষ্ণব ভক্ত বাবাজীগণ ভাবের ভবকে ব্রজ মনে ক'রে—তারি ধূলায় গড়াগড়ি দেয় ! আর আমার মত অজ্ঞ জীব তাদের পাগল ব'লে উড়িয়ে দেয় ! ধিক্ ধিক্ আমাদের বিদ্যাভিমান ! ধিক্ ধিক্ আমাদের মনুষ্য নাম ধারণ ! ধিক্ ধিক্ আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনায় ! চল হরিদাস—এখন কোথায় আমার বংশীধর গোবিন্দ মধুর রসের মহাকেলি ক'র্‌ছেন, সেই মধুর দৃশ্য দর্শন করিগে চল !

নারদ। বৎস জ্ঞানদাস ! আজ সেই মধুর দৃশ্য দর্শন ক'রবার জন্য স্বর্গের দেবগণও মধুময় বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হ'চ্চেন ! ঐ দেখ বৎস, আর ঐ শোন বৎস ! ভক্ত ও দেবগণের মৃদঙ্গ করতালের মধুর নিক্কণ ! হরিদাস—হরিদাস—গাও—গাও—

গীত

"নব-নীরদ-নিন্দিত নীল তনুম্ !
চরণাশ্রয়মর্দ্দিত কোটী জনুম্।
রণ-নির্জ্জিত দুর্জ্জয় বাণ পুরম্।

ভক্তগণ ও দেবগণের প্রবেশ।

সকলে। প্রণমামি হরিং হত দৈত্য মুরম্ ॥
নারদ। হরি-চন্দন-চর্চ্চিত-ভালতটম্।

কটি কোটী-বিলম্বিত পীততটম্।
কতি জন্মচরানুগৃহীত সুরম্,

সকলে। প্রণমামি হরিং হত দৈত্য মুরম্।

নারদ। কমলা-কর-লালিত পাদযুগম্,
মুনি মানস-কানন কেলি মৃগম্।
কলিকল্পতরুং করুণা প্রচুরম্।

সকলে। প্রণমামি হরিং হত দৈত্য মুরম্॥

নারদ। স ইহ প্রণয়েণ রতি প্রবণে
বনিতাময়চম্পক-চূত বনে,
রমতে ললনা-ছলনা-চতুরম্।

[প্রস্থান

সকলে। প্রণমামি হরিং হত দৈত্য মুরম্॥"

সদানন্দ। চল ভাই, আমরাও রাধাগোবিন্দের নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে সেই মধুর দৃশ্য দর্শন ক'র্‌তে যাই!

ভক্তগণ। গীত

জয় রাধাগোবিন্দ বদনে বল রে,
বদনে বল রে, শ্রবণে শোন রে।
আজ ম'লে কাল দুদিন হবে, তাওকি জান না রে॥
বল হরিবোল, হরিবোল, বল হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

মাধবী-কুঞ্জ।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। বৃন্দা গেছে আনিবারে প্রিয়ারে আমার,
বিলম্ব হ'তেছে কেন আসিতে প্রিয়ার ?
নিকটে আছয়ে কি গো তার গুরুজন,
তাই কি সখীর এত বিলম্ব কারণ ?
কোথা রাধে, কোথা রাধে প্রাণ-প্রাণেশ্বরি,
তিলেক বিরহ তব সহিতে না পারি !
এস চন্দ্রমুখি, এস, সুধা কর দান,
তোমার সুধার আশে চাতকের প্রাণ !

কৈ এখনও এল না ! কি করি. কতক্ষণে সে আমার আসবে ? কোথায় যাই, একবার মাধবীতলে বসিগে।

বৃন্দা প্রভৃতি গোপীগণ সহ শ্রীরাধিকার প্রবেশ।

বৃন্দা। ঐ কুঞ্জে চল কীর্ত্তিদা-দুহিতা !
বনমালী তোমা লাগি, হ'য়ে অতি অনুরাগী,
লইতে তোমার পাঠালেন হেথা !
চল সখি—কুঞ্জে তৎপর !
হের কুঞ্জদ্বারে, রস নটবরে,
হবে তব পুলক অন্তর !

রাধা। সখি, আসিতেছে কার গন্ধ চমৎকার,
মাতাইল অতিশয় নাসিকা আমার!
একি পদ্ম-চন্দন-কর্পূর-সার দিয়া,
বিধি রচিয়াছে ইহা কৌতুকী হইয়া!
আর দেখ সখি, অই কুঞ্জের ভিতর,
উদয় হ'য়েছে বুঝি শ্যাম-সুধাকর।
ইন্দ্রনীলমণিময় শশী না হইলে,
ভুবনেতে হেন শ্যাম জ্যোৎস্না কোথা মিলে?"

ললিতা। চল সখি! চল চল কুঞ্জের ভিতরে,
যার গন্ধ যার জ্যোৎস্না জানিবে সত্বরে।

রাধা। (অগ্রসর হইয়া) না—না—সখি, চলহ ভবন,
মনে যত আশা ছিল,
সে সকল পূর্ণ হ'ল,
আর হেথা নাহি প্রয়োজন।

ললিতা। ভাল বটে বিনোদিনি,
তোর আশা হইল পূরণ!
কিন্তু মো সবার আশা কেবা করিবে হরণ?

কৃষ্ণ। এই যে—এই যে প্রাণপ্রিয়া রাধিকা আমার,
এস—এস প্রাণাধিকে, দেখি একবার।

(হস্তধারণোদ্যত

ললিতা। চপল নাগর, হও সাবধান,
না ছুঁও সখীর তনু,

আজি ব্রত করি আছে মোর সখী,
কালি পূজিবেন ভানু,
বৃন্দার বচন, রাখিতে এখানে,
করিয়াছে আগমন।
না থাকিবে আজি তোমার নিকটে—
যাইবেন নিকেতন।

কৃষ্ণ। এ কথায় প্রত্যয় না হয় মোর,
তবে আমি ইহা সত্য করে মানি,
যদি কহে সখী তোর!
শশিমুখি! মুখ তুলি চাও একবার,
দেখিয়া জুড়াক মন নয়ন আমার!
কোকিলের স্বরে কর্ণ হ'য়েছে তাপিত,
প্রিয় কথা কহি কর সুধায় সিঞ্চিত!
মদন-জ্বরেতে তনু জ্বলিছে নিতান্ত,
শ্রীঅঙ্গ পরশ দিয়া তাপ কর শান্ত।
আহা মরি কিবা তপ ছিল ললিতার,
যার বলে আলিঙ্গন পেয়েছে তোমার!
জানিতে পারিলে আমি সেই তপ করি,
তব আলিঙ্গন পাই যাহে আশা ভরি।

ললিতা। শোন গোপীনাথ, শোন তপ মো সবার,
সেবা করি মোরা সদা এই ত রাধার।
সেই বলে হইয়াছি এ ভাগ্যভাজন,

ইহা বিনা অন্য নাহি ইহার সাধন।
তুমি যদি এমন হইতে কর মনে,
তবে কিশোরীর সেবা করহ যতনে॥

কৃষ্ণ। তাই তাই, এস প্রিয়ে, বসহ আসনে,
সেবন করিব আমি তোমার চরণে।
প্রেমানন্দ-ঘর্ম্ম জলে করি পাদ্য দান,
রোমাঞ্চ দুরুবাঙ্কুরে অর্ঘ্যের বিধান।
তিলক-চন্দনে করি গন্ধ সমর্পিব,
আপনার হস্ত-রক্ত-পদ্ম-পুষ্প দিব।
তব অঙ্গস্পর্শে তাপ অগ্নি নিবাইবে,
সেই ধূম ধূপ দানে উচিত হইবে।
কৌস্তুভমণিতে হবে প্রদীপ উজ্জ্বল,
নৈবেদ্য উচিত আছে এক বিম্বফল,
তুমি যদি স্বীকার করহ কৃপা করি,
তবেই আমিও তাহা সমর্পিতে পারি।
যা হোক্ এখন আসি বসি পুষ্পাসনে,
সেবাতে নিযুক্ত কর এই ভৃত্যজনে। (ধারণোদ্যত)

রাধা। সখি—সখি, কি কহে কিশোর রায়,
আই—আই—ও মা বাঁচি না লজ্জায়! (পলায়ন)

কৃষ্ণ। দেখিলে ললিতা, রাধিকার ব্যবহার,
সেবক জনেতে সেবিতে চাহিল,
না করিল অঙ্গীকার।

ললিতা। কি কহ কানাই, বুঝিনু তোমার হৃদয়ে ভকতি নাই।
ভকতি বিহনে, দেবতা-প্রসাদ, বল না কেমনে পাই?

কৃষ্ণ। রে ললিতে! সাধকের যদি ভকতি না থাকে চিতে,
উত্তর সাধক, তুমি ত আছহ, পারহ নিকটে দিতে।

বিশাখা। কহি নাই এতক্ষণ কথা,
নাহি শুনি কানু এ কথা, ও কথা,
তুমি কি জান না শ্যাম, দেবতা-পূজার বিধি?
দেব-দেহে কর অঙ্গন্যাস—হবে তাহে সিদ্ধি।

কৃষ্ণ। ভাল—ভাল সখি, নিনু শিরে তোমার বিধান,
এস মহাদেবী রাধে! কর হিয়া হিয়ায় প্রদান।

(আলিঙ্গন)

রাধা। একি হ'লো সখি! আমি যে কুলবধূ!

বৃন্দা। এই ত উভয় সাধ একই কাজ মিটিল শ্রীহরি,
তবে দাঁড়াও চিকণকাল, বামে লইয়া কিশোরী।

(রাধা-কৃষ্ণ মিলন)

গোপীগণ ও বৃন্দা। } কি মধুর শোভা, দেখ ভাই দেখ্!

গীত

"কিবা—বিগলিত চিকুর, মিলিত মুখমণ্ডল
চান্দে বেঢ়ল ঘনমালা,
মণিময় কুণ্ডল, শ্রবণে দোলত ভেল,
ঘামে তিলক বহি গেলা ॥

সুন্দরী তুয়া মুখ মঙ্গল দাতা,
রতি বিপরীত, সময়ে যদি রাখবি, কি ক'রব হরিহর ধাতা !
কিঙ্কিনী কিণি কিণি, কঙ্কণ কণ কণ, কল কল নূপুর রাজে,
নিজ মদে মদন, পরাভব মানল, জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে।

নারদ, ভক্তগণ ও দেবগণের প্রবেশ।

সকলে। "দুহুঁ জন বিলসই কুঞ্জকি মাঝে,
রসবতী গোরী রসিকবর রাজে।
দুহুঁ দোঁহা বদন নিরখি মৃদুহাস,
হেরি সব সহচরী অধিক উল্লাস।
কই সখী চামর ঢুলায়ত অঙ্গে,
বদনহি তাম্বূল দেই কোই রঙ্গে।

নারদ। (কিবা রসের ধারা ব'য়েছে রে, ওরে—
ও জ্ঞানদাস, দেখে নে বাপ নয়ন ভ'রে,
এমন দিন আর হবে না রে, রাধা কৃষ্ণের মধুর বিলাস,
এরূপ আর কোথা দেখ্‌তে পাবি রে—
দোঁহে দোঁহা হেরি, অঙ্গে মুখ চুম্বই, যৈছনে কমলে মধুপ,
কাঞ্চন মকরত যৈছে জড়াওল, হেন পরিরম্ভণ রূপ !
জয় রাধা জয় রাধা—ব'লে—সখীভাবে—
সখায় হের রে—এতদিনে দীনের দিন
আজ হ'য়েছে ! বল জয় জয় রাধে !
জয় জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে, জয় জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে ॥"

[সকলের প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

বৃষভানু ও মন্ত্রীর প্রবেশ।

বৃষভানু। বল কি হে, একেবারে রক্তপাত!

মন্ত্রী। শুধু রক্তপাত কি মহারাজ, তার উপর বিষম অভিযোগ!

বৃষভানু। অভিযোগ আবার কি?

মন্ত্রী। অভিযোগ, তাদের বাড়ীতে পরপুরুষ প্রবেশ ক'রেছিল!

বৃষভানু। চান্দরায়ণ কি পরপুরুষ না কি? উঃ—কি পাপ ক'রেছিলুম মন্ত্রি, আমার রাধার অদৃষ্টে যে এরূপ হ'বে, তা কখনও স্বপ্নেও ভাবি না!

মন্ত্রী। আমরাও ভাবি না মহারাজ! বিশেষতঃ জামাতা বাবাজীবনের মাতা যেমন তেমন, কিন্তু তাঁর ভগিনী কুটিলা দাসী, বড়

সহজ মেয়ে মানুষ নন্। তিনিই না কি চেঁচিয়ে পাড়াশুদ্ধ জড় ক'রেছিলেন।

বৃষভানু। চান্দরায়ণের অপরাধ! চান্দরায়ণ কোথায়?

মন্ত্রী। চিকিৎসালয়ে! ক্ষত বড় সাংঘাতিক।

বৃষভানু। আমার শ্যালক অলীক—এ সব কথা শুনেছে?

মন্ত্রী। বিশেষভাবে শুনেছেন, তাঁর ক্রোধের সীমা নাই।

বৃষভানু। ভাল অন্তঃপুরে এ সংবাদ পঁহুছেচে কি না?

মন্ত্রী। বোধ হয় না, মাতুল মহাশয়, পথিমধ্যেই চান্দরায়ণকে আহত দেখ্‌তে পেয়ে চিকিৎসালয়ে নিয়ে গেছেন,সেই অবধি তিনিও চিকিৎসালয় হ'তে বাহির হন্ নি।

বৃষভানু। কি দুরদৃষ্ট আমার মন্ত্রি! একমাত্র কন্যা আমার রাধা, তাকে নিয়ে সুখী হ'তে পার্‌লাম না, আর সেও আমার সুখী হ'ল না! রাধার বিবাহের পূর্ব্বে সকলেই ব'ল্‌ত ব্রজে যদি খাঁটি ঘর থাকে, তা হ'লে একমাত্র আয়ান ঘোষের মায়ের বাড়ী। হায়, আমি তেমনি খাঁটি ঘর পেয়েছি! পরের কথায় নিজ অদৃষ্টের ফেরে আমার অমৃতে বিষ উঠ্‌ল! মেয়েটার উৎকট ব্যাধি, কোথায় আন্‌তে পাঠালেম তার পরিবর্ত্তে একি বিড়ম্বনা ঘ'ট্‌ল মন্ত্রি! এ কথা যে লজ্জায় কারো নিকট প্রকাশ ক'র্‌বারও নয়। ভদ্রগণ উপহাস ক'রে উড়িয়ে দিবে। আর আমিই বা পরমাত্মীয়ের নিন্দার কথা কিরূপে প্রকাশ ক'র্‌ব। অহো বুঝ্‌লাম, অভাগিনী রাধার আমার দুঃখের কূল নেই! হায় ভগবান্, কেন কন্যার পিতা ক'র্‌লেন! মহিষীকেও বা বুঝাব কি ক'রে! সে ত রাধার অসুখের কথা শুনা অবধি আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রেছে! (রোদন)

মন্ত্রী। মহারাজ! কাতর হবেন না! অদৃষ্টের ফল কেউ কখন কারো খণ্ডন ক'র্‌তে পারে না!

বৃষভানু। এ কথা আর নূতন নয় মন্ত্রি! আর এই পুরাতন কথা ছাড়া বুঝবারও কিছু নাই মন্ত্রি! আমি রাজা, ঐশ্বর্য্যের আমার অভাব নেই, লোকবলও যথেষ্ট, তথাপি কন্যার পিতা ব'লে আমার সমুদায় শক্তি আজ পরমুখাপেক্ষী, পরপদদলিত, পর কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত! উঃ—কি অপমান! আমার প্রেরিত বিশিষ্ট ভদ্র লোককে বিনা কারণে রাধার শ্বশ্রূ প্রহার করে তাড়িয়ে দিলে! আর আমি তার প্রতিশোধ নিতে পার্‌ছি না! হা ভগবান! আমার মৃত্যু কি নাই!

চান্দরায়ণকে লইয়া অলীকের প্রবেশ।

অলীক। বলি মশায়! মৃত্যু আছে বৈ কি, তা আজই হোক্ আর দু'দিন বাদেই হোক্। মরেন—মর্‌বেন কিন্তু বলি মশায়! আপনার বেনের রকমটা কি বলুন দেখি! বলি মশায়! এই ভদ্দর লোকটার অবস্থাটা একবার দেখুন দেখি! বলি মশায়, তারা কি মানুষ! বলি মশায়, শুনুন না! ব্যাপারটা শুনুন না!

চান্দরায়ণ। মহারাজ! আমি কেবল আপনার অনুরোধেই সে—শয়তানীদের বাড়ীতে মাথা গলিয়েছিলুম।

অলীক। বলি মশায়, কথাটা কি? আপনি পাঠান কেন? যদি কুটুম শাসন ক'র্‌তেই পার্‌বেন না তা—ভদ্দর লোককে পাঠান কেন মশায়। তা, আমি কিন্তু শুন্‌ছি নে। আমি বাপের কুপুত্তুর বাবা! সে জটিলের মাথা মুড়োব, ঘোল ঢালাব, পথে পথে

ঘোরাব—তবে অলীক গয়লার গায়ের তাপ ঘুচ্‌বে! বলি মশায়! তার পর মেয়েটাকে আন্‌বার কি ক'র্‌ছেন, বলুন? আমার রাধা মাকে কখনই সে বেটীদের বাড়ীতে রাখ্‌ব না। বলি মশায়, মেয়ে দিয়েছি বলে কি চোর দায়ে ধরা প'ড়েছি নাকি? আরে আমার মেয়ে দেওয়া!

চান্দরায়ণ। বাবা ঘোষের পো, তুমি আমায় জনকতক পাক পেয়দা দাও, আমি যে এত কাহিল হয়েছি, তবু যেতে প্রস্তুত আছি। আরে, আয়েন ঘোষের মা বোন্‌টা আমার এ অবস্থাটা ক'র্‌লে! কি ব'ল্‌ব, সঙ্গে একটা পেছুন ফের্‌বার আমার কেউ ছিল না, তা না হ'লে আমি চান্দরায়ণ, সে বেটীর ঘর থেকে মার্ খেয়ে পালিয়ে আসি?

মন্ত্রী। ওহে, গ্রহফলে এ রকম ব্যাপার ঘটে থাকে, তা আর ক'র্‌বে কি? অপর কেউ নয়, তাঁদের বাড়ী মহারাজ কন্যা সম্প্রদান ক'রেছেন।

অলীক। আরে মশায়—আপনি, তুমি চুপ ক'রে যাও, আমি আর বৃষভানু রাজার মন্ত্রী নই। জান ত আমি অল্‌কে গয়লা, আমি আছি ত ভালমানুষ, তা না হ'লে বাপের কুপুত; আমি কি জটিলে কুটিলেকে ছাড়্‌ব মনে ক'রেছ না কি? তবে বোকা বেটী রাধা আমাদিগে বোকা বানিয়ে রেখেছে, হতভাগীকে এবার পাঠাবার সময় বল্লুম রে "হতভাগি, তোর শ্বশুর-বাড়ীর আশা ছেড়ে দে।" বেটী কি শুন্‌লে গা! বেটী শ্বশুর বাড়ীর নাম শুন্‌লেই যাবার জন্যে আগ পা বাড়িয়ে রাখে! এখনও বলি মশায়, আমার রাধার যা হয়,

একটা কিনারা কর। হতভাগীর অসুখ হ'য়েছে, এখন সে রায়-বাঘিনীদের বাড়ীতে থাক্‌লে মাকে আমার মেরে ফেল্‌বে।

বৃষভানু। হাঁ ভাই, এ কথাটা তুমি মন্দ বল নি। তা হ'লে আর আমার রাধার আশা রাখ্‌তে হবে না। ভাই অলীক, যা হোক্ একটা বুদ্ধি ঠিক কর্ দাদা! তুই ত জানিস্ ভাই, এক রাধা বিনা আর আমাদের ত্রিসংসারে কেউ নেই! রাধা আমার প্রাণ, রাধা আমার ঐহিক সুখের একমাত্র কাম্য ফল! হা ভগবান্—সে রাধাকে আমার সুখী হ'তে দিলেন না!

অলীক। বলি মশায়, আপনি—তুমি কেবল কাঁদ্‌তেই পার। বলি মশায়, আপনার সঙ্গে মহারাজ নন্দের ত বন্ধুত্ব আছে! একটা বুদ্ধি কর।

বৃষভানু। তা আছে, কি যুক্তি স্থির কর দাদা!

চান্দরায়ণ। বুদ্ধি ক'র্‌লে বুদ্ধি আছে বৈ কি? তবে বুদ্ধিটা একটু পাকিয়ে শাকিয়ে করা উচিত।

মন্ত্রী। তা আপনিই কেন স্থির করুন না।

চান্দরায়ণ। তা কি না পারি, তবে মামাবাবুই তা বার ক'র্‌বেন। আঃ মন্ত্রীমশায়, শালারা যা বাড্ডানটা বাড্ডেছে, তাতে কিছুদিন বাবা, বিশ্রাম ক'র্‌তে না পেলে, বুদ্ধি টুদ্ধি কিছুই বেরুবে না বাবা!

অলীক। নিশ্চয় নিশ্চয়, তা বলি মশায়, তাঁর সঙ্গে একদিন আপনি দেখা করুন। আয়ান ঘোষেদের সঙ্গেও তাঁর কুটুম্বিতা আছে, সেই সূত্রে রাধা মাকে তাঁরা দিন কতক তাঁদের বাড়ীতে

রাখুন। মা একটু ভাল হ'লে, তার পর তিনি রায়বাঘিনীদের বাড়ীতে পাঠাবেন। কেমন বলি মশায়। বুদ্ধি হ'ল না ?

বৃষভানু। ভাই, তুমিই আমাদের ভরসা! আঃ, মানুষের কেন মেয়ে হয় ? ভগবান্ যদি স্বভাব-সূত্রে সংসারে কন্যা-লতিকার সৃষ্টি ক'র্‌তেন, তাদের পিতা মাতা যদি না থাক্‌ত, তা হ'লে আর আমার মত দুর্ভাগ্য পিতাকে আজ কন্যা নিয়ে এরূপ ভাবে জ্বল্‌তে পুড়্‌তে হ'ত না! আহা স্নেহ, তুমি কেন পিতা মাতার কোমল অঙ্কে স্থান গ্রহণ ক'রেছিলে! অলীক, এখন চল ভাই, আজই আমি নন্দালয়ে যাত্রা ক'র্‌ব। সংসারে কন্যার পিতার আবার মানামান কি ? এ জাতির পদাঘাতই অঙ্গের আভরণ! পরপদ লেহনই জাতীয় বৃত্তি, চাটুকারিতাই পরম ধর্ম্ম! একদিন নয়, যতদিন এ জাতি জীবিত থাক্‌বে, ততদিনই এ জাতিকে এই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণার লগুড়াঘাত সহ্য ক'র্‌তে হবে! ততদিনই তাকে ঘৃণা, লজ্জা, মানাভিমান ধিক্কারের বিকট মূর্ত্তির সেবা ক'র্‌তে হবে! হা স্নেহের পুরস্কার! হা সংসারের কন্যার পিতা সব! কন্যার সঙ্গে সঙ্গে হয় দেহ ত্যাগ কর, নয়—স্নেহের কন্যার স্নেহ-মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে—সেই কন্যাকে অকূল অনন্ত মহাসাগরে ভাসিয়ে দিও। তবু যেন কন্যা-স্নেহে আবদ্ধ হ'য়ে আমার মত কেউ মর্ম্মান্তিক জ্বালায় কেঁদো না! বড় জ্বালা রে, বড় জ্বালা!

[প্রস্থান।

অলীক। বলি মশায় চ'লে এস, বুদ্ধিটা কেমন ক'র্‌লুম বল দেখি ?

চান্দরায়ণ। নিশ্চয় ? আঃ—মামা, তুমি যেন বুদ্ধির বেস্পতি !

মন্ত্রী। বাবা, মহারাজের ত একটা মেয়ে, আমার যে পঞ্চ কন্যা স্মরেন্নিত্যাং—রকম দেখে যে ভয় হ’চ্চে বাবা !

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যমুনাতীর।

রাখালগণের প্রবেশ।

রাখালগণ। গীত

ভাই কানাই তুই কম্‌নে গেলি, এখন দেখা দে এসে।
না দিলে দেখা, কাল সখা, তোর রটিয়ে দোব—
গোপীর কথা, পস্তাবি শেষে ॥
এ কি রে দুষ্টপনা নীলমণি, স্পষ্ট বলি নষ্ট হ’লি ইষ্ট দেখ্‌লিনি,
তুই শ্রেষ্ঠ বলি কৃষ্ণ ও ভাই ক’র্‌ছিস্ ধৃষ্টমী,
শেষে কষ্ট পাবি, এ কথা রাষ্ট্র যখন হবে রে দেশে ;
তখন তোর রসের পীরিত শুকিয়ে যাবে—কাঁদ্‌বে রাধা ঘরে ব’সে ॥

শ্রীদাম। টের পাবে ধন, চল্ ভাই, সে সুবলকে সঙ্গে নিয়ে এই পথে গেছে।

[সকলের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ ও সুবলের প্রবেশ।

সুবল। ভাই কানাই! সত্যি ব'ল্‌বে?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন সুবল! আজ তুমি এমন কথা ব'ল্‌ছ ভাই?

সুবল। সত্যি ব'ল্‌বে ত? তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি?

শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা কি কোন দিন পেয়েছ?

সুবল। মিথ্যে কি তুমি বল নি, তা যাক্‌, বল দেখি, কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন, মা যশোদার কোলে ঘুমিয়ে ছিলুম।

সুবল। ঠিক ব'ল্‌ছ।

শ্রীকৃষ্ণ। ঠিক্‌ ব'ল্‌ছি।

সুবল। মিথ্যে নয়?

শ্রীকৃষ্ণ। এক বর্ণও মিথ্যে নয় ভাই!

সুবল। শ্রীরাধার বাড়ী যাও না?

শ্রীকৃষ্ণ। গিয়েছিলাম।

সুবল। সেখানে রাত্রে থাক না?

শ্রীকৃষ্ণ। ছিলাম।

সুবল। তা হ'লে বল্‌ দেখি ভাই কানাই, তোর কোন্‌ কথাটা সত্য ব'লে নোব? আগে বল্লি, আমি মা যশোদার কাছে ছিলুম, এখন ব'ল্‌ছিস্‌, আমি শ্রীরাধার গৃহে ছিলুম, তোর কোন্‌ কথা সত্য ভাই!

শ্রীকৃষ্ণ। দুই কথাই সত্য ভাই, আমি আগে মা যশোদার কোলে ঘুমিয়ে ছিলুম তারপর তিনি ঘুমিয়ে প'ড়্‌লে, আমি এক

কৃষ্ণ হ'য়ে মা'র কাছে রৈলুম, আর এক কৃষ্ণ হ'য়ে শ্রীমতীর গৃহে প্রবেশ ক'রেছিলুম।

সুবল। এমন কাজটা ক'র্‌লে কেন? সে পরস্ত্রী, তার সতীত্ব নষ্ট করা কি তোমার ভাল কাজ হ'ল?

শ্রীকৃষ্ণ। কি ক'র্‌ব, সে যে আমায় চায়।

সুবল। তোমায় কে না চায় ভাই কানাই! যে তোমায় দেখে, সেই ত তোমায় চায়, তুমি কি সকলের বাসনাই পূর্ণ ক'রে থাক?

শ্রীকৃষ্ণ। সকলেরই বাসনা ত পূর্ণ ক'রে থাকি ভাই সুবল!

সুবল। কি বল্লি কানাই, তুই সকলের বাসনা পূর্ণ ক'রে থাকিস্! তা হ'লে বন্ধ্যা রমণী তোর কাছে "হা পুত্র, হা পুত্র" ক'রে একটী পুত্রের মুখ দেখ্‌তে পায় না কেন? আর পুত্রবতীই বা তার সাধের পুত্রকে হারিয়ে "হা পুত্র হা পুত্র" ক'রে চোখের জলে বুক ভাসায় কেন? হাঁ কৃষ্ণ, তুই যে বল্লি—আমি সকলের বাসনা পূর্ণ করি, তা হ'লে কেউ ধনী হ'য়ে চতুর্ব্বিধ খাদ্যের ভোগী হয় কেন, আর কেউ বা পথের কাঙাল হ'য়ে—দু'টি অন্নের জন্য লালায়িত হয় কেন? কারো একবার ডাকে ছুটে যাস্ কেন, আর কেউ বা আজ "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" ক'রে তোকে একবার মাত্র চোখের দেখা দেখ্‌তে পায় না কেন? তুই যদি বাসনা পূর্ণ করিস, তা হ'লে এ বৈষম্য ঘটে কেন ভাই কানাই?

কৃষ্ণ। ভাই সুবল! আবার সে সব পুরাণ কথা তুল্‌ছ? এ সব কথা কি তোমায় কোনদিন বলি নি? আমার ইচ্ছার ছলে

জগৎ সংসার, ইচ্ছায় জীবের কর্ম্ম—তারই ফল আমি প্রদান ক'রে থাকি।

সুবল। যখন জীবের ইচ্ছায় জীবের কর্ম্ম, তখন তুই তার ফলদাতা কিসে, তারা নিজকৃত কর্ম্মফল নিজেই ত ভোগ ক'রে থাকে?

কৃষ্ণ। সুবল, জীবে নিজকৃত কর্ম্মফল যে নিজে ভোগ ক'রে থাকে, সে কথা নিশ্চিত। কিন্তু তার ভালমন্দের নির্ব্বাচনকর্ত্তা আমি। আমার ইচ্ছাতেই জগতে ভালমন্দ কর্ম্মের সৃষ্টি হ'য়েছে। জীব নিজ ইচ্ছায় কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু নিজ ইচ্ছানুরূপ ফলভোগ ক'র্‌তে পারে না।

সুবল। তোমার সঙ্গে কে পার্‌বে ভাই! যাক্, এখন পরস্ত্রী গোপনারীর এ সর্ব্বনাশটা ক'র্‌তে তোমার ইচ্ছা হ'ল কেন ভাই!

কৃষ্ণ। সুবল, আবার তর্ক ক'র্‌ছ, স্ত্রী পুরুষ ত আমার ইচ্ছায় সৃষ্ট! আমার স্ত্রী, আমার পুরুষ—আমাতে আকৃষ্ট হবে বা আমি তাদের গ্রহণ ক'র্‌ব, তাতে আর অন্যের কি কথা ভাই! তারা আমায় যে ভাবে চেয়েছে, আমি তাদিগে সেই ভাবে গ্রহণ ক'র্‌ছি। ভাই সুবল, আরও কি তোমার মনে হ'চ্চে না? আমার এই রাধাই যে সেই গোলকের রাধা! আমি নিত্য পুরুষ, যেমন সেই নিত্য গোলকের নিত্য হরি, তেমনি এই শ্রীমতী শ্রীরাধাই সেই নিত্য গোলকের নিত্য হ্লাদিনিময়ী শ্রীরাধা! তুমি কে সখা, তোমরাও যে আমার সেই নিত্যগোলকের নিত্য সহচর! সে সব ভুল্‌ছ কেন ভাই!

আমার যে মুরলীধ্বনিতে আজ বৃন্দাবন মোহিত, সেই ধ্বনি আমার নিত্যগোলকের নিত্য প্রণবধ্বনি! সুবল—সুবল—যখন ভুল্‌ছ, তখন সব ভুলে যাও, আমিও ভুলে যাই, তুমিও ভুলে যাও, মাত্র আমার রসময় নামের সার্থকতা দেখ! আমার রসময়ী রাধার উচ্ছ্বাস দেখ! ঐ সখা, শ্রীদাম, সুদাম দাম, বসুদাম প্রভৃতি রাখালেরা আমায় বহুক্ষণ না দেখ্‌তে পেয়ে আমার উদ্দেশে ছুটে আস্‌ছে! এস ভাই, তাদের সঙ্গে মিলিত হইগে! আহা সখ্যভাবের পূর্ণাদর্শ আমাগতপ্রাণ ভাই রাখালদের আর দুরবস্থা দেখ্‌তে পারি না! আয় ভাই দাম, বসুদাম, আয় ভাই মঙ্গল, মধুমঙ্গল, আমি যে তোদের জন্য এইখানে অপেক্ষা ক'র্‌ছি ভাই!

রাখালগণের প্রবেশ।

গীত

ও ভাই কানাইলাল—তুই নিপট কঠিন অতি।
হ'য়ে রাখালরাজ, রাখাল ভুল্‌লি আজ,
প'ড়ে রাধার প্রেমে রাখ্‌লি ভাল খ্যাতি॥
আমরা কি তোরে ভালবাসি না রে প্রাণগোবিন্দ,
(তবে) এত অন্ধ কেন হ'লি রে মুকুন্দ, আমাদের দেখে কি মন্দ,
ভাইসম্বন্ধ চেয়ে কি মধুর সম্বন্ধ,—তোর নারীর সম্বন্ধ,
আমরা যে ভাই, বাপ ছেড়েছি, মা ছেড়েছি, তোর ভাই সম্বন্ধে ভাই শ্রীপতি॥

শ্রীদাম। হাঁ ভাই কানাই, গোপীরা তোকে কি আমাদের চেয়েও ভালবাসে? আমরা তোর কাছে কি দোষ ক'রেছি ভাই! আমাদের সম্বন্ধ কি ত্যাগ ক'রবি?

শ্রীকৃষ্ণ। না ভাই রাখালেরা, আমি সকলের সকল সম্বন্ধ ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌ব, কিন্তু তোমাদের অকৃত্রিম সখ্য-সম্বন্ধ কখন ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌ব না। এখন চল, ধেনুপালদিগে যমুনাতীর হ'তে ফিরিয়ে আনি। (সকলের প্রস্থানোদ্যত)

অলীকের প্রবেশ।

অলীক। ওরে ওরে ছোঁড়াগুলো, বলি শোন্, বলি শোন্, হাঁ রে, তোরা জটিলে কুটিলে বেটিদের কি ক'রেছিস্, তাই তোদিগে তারা গালি গালাজ ক'র্‌ছে!

শ্রীদাম। সে কি, আমরা তাদের কি ক'র্‌ব! তুমি কে গা?

অলীক। আমি যে হই, সে হই, সে খোঁজে তোমাদের এখন দরকার নেই বাপ! শুনে বড় কষ্ট হ'ল, তাই ব'ল্‌তে এলুম, মাগীরা ব'ল্‌ছে—"ব্রজের রাখালগুলো পর্য্যন্ত আমাদিগকে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না। মুখে আগুন, পোড়ারমুখোরা যেন ধীং হ'য়েছে! গোরু চরিয়ে ম'র্‌বেন, আর আমাদের বাড়ীর ধার দিয়ে চলা-ফেরা ক'র্‌বেন।"

সুদাম। মাগীদুটো বড় হারামজাদা, শ্রীদাম!

অলীক। হাঁ,হাঁ, আর একটা কথা কি ব'ল্‌ছিল যে,বানরমুখো একটা রাখাল, সেটা নন্দ ঘোষের বেটা কানাইয়ের বড় প্রিয়পাত্র, সেটা বানরের মত মুখ নিয়ে আমাদিগে ভেঙ্‌চোয়! আজ বেটারা যদি এ মুখো হয়, তা হ'লে বেটাদিগে ঝাঁটা মেরে বিদিই ক'র্‌ব।

সুবল। শুন্‌ছিস্ কানু!

শ্রীদাম। আরে, সে মাগীছুটো—বড় ধড়িবাজ, আমাদের শামলীটা সেদিন তাদের ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিল দেখেই, আমাকে শুদ্ধ তাড়া ক'রে এল, আমি মেয়েমানুষ ব'লে কোন কথাটী বল্লুম নি, লক্ষী ছেলেটীর মত চলে এলুম!

দাম। মাগী ছুটোর বড়ই লম্বা চয়ড়াই কথা! আমাকেই ত সেদিন ব'ল্‌ছিল—বানরমুখো!

অলীক। এই শুন বাবা, এই শুন বাবা, তোমাকেই তারা আজ ঝাঁটা পেটা ক'র্‌বে ব'লেছে?

দাম। কানাই, তুই কি ব'লিস্ ভাই, আজ কিন্তু মাগীদের আমরা ছাড়্‌ব না! যেমন একটা কথা ব'ল্‌বে, তেমন পাঁচটা কথা শুনিয়ে দোব, তুই কি ব'লিস্?

কৃষ্ণ। নিশ্চয়ই, তাদের কথা আমরা শুন্‌তে যাব কেন? (স্বগত) যাই, ও পথে গেলে তবু আমার প্রাণাধিকা রাধাকে একবার দেখ্‌তে পাব! আহা, সে যে আমায় দেখ্‌বার জন্যে আমার আশাপথ চেয়ে আছে। (প্রকাশ্যে) চল্ ত ভাই, দেখি মাগীরা আমাদের কি করে?

রাখালগন। তাদের বাপের নাম শুনিয়ে দোব না।

দাম। যে ঝাঁটা নিয়ে আস্‌বে, সেই ঝাঁটা তার মুখে বসিয়ে দোব, চল্ ত ভাই যাই।

রাখালগন। চ, চ, তাই একবার দেখি গে।

[সকলের প্রস্থান।

অলীক। এই ত বাবা, রাখালগুলোকে লাগিয়ে দিলুম, আমি

অলীক ঘোষ, বাবা—আমার ভাগ্নীকে না পাঠিয়ে—আমাদের অপমান করা! দেখি নন্দঘোষ কি করে? বেটির মাথা মুড়োব, ঘোল ঢালাব, পাগল করে ছুটাব, তবে ত ছাড়্‌ব, তবে আমার নাম বাবা—অলীক ঘোষ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নন্দালয়।

নন্দ ও যশোদার প্রবেশ।

যশোদা। তা বেশ ত, কাল সকালেই কুন্দলতাকে পাঠিয়ে দোব।

নন্দ। জটিলা মাসি যে রকম যশোদা, তাতে তোমার আমার কথা থাক্‌বে ত?

যশোদা। কথা রাখ্‌বে বৈকি, মাসি আমার, আমাদের সঙ্গে অকৌশল ক'র্‌বে না, এ নিশ্চয়।

নন্দ। দেখ, আমার কিন্তু বড় ভয় হয়, শুন্‌লে না, রাজা বৃষভানুর পত্রখানা! ভদ্রলোক বড়ই মনোকষ্টে আমাকে লিখেচেন। বাস্তবিক যশোদা, কন্যার পিতা হওয়া মহাযন্ত্রণা!

যশোদা। তাই মহারাজ! গোপাল আমার পুত্র না হ'য়ে যদি কন্যা হ'তো, তা হ'লে আমাদিগেও হয় ত ঐ রকম যাতনা পেতে

হ'তো। মা কাত্যায়নী রক্ষা ক'রেছেন। তাই ত মহারাজ! আমার গোপালের কি এখনও আস্‌বার সময় হয় নি!

নন্দ। দেখ যশোদা, মাস্‌শাশুড়ীর আমার ভারি অন্যায়! বৃষভানু রাজার একটী মাত্র কন্যা, অবশ্য তিনি যখন কন্যার পীড়ার সংবাদ পেয়ে কন্যাকে নিতে লোক পাঠিয়ে দিলেন, তখন মাসির আমার বৌকে পাঠিয়ে দেওয়া অবশ্য উচিত ছিল।

যশোদা। তাতে আবার কি না কুটুম বাড়ীর লোককে একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মেরে ধ'রে তাড়িয়ে দিয়েছেন। মাসির তত দোষ নেই, এ কেবল আমার স্বর্পণখা বোনটী কুটিলা সুন্দরী ক'রেছেন। পোড়ারমুখীর নাম যেমন কুটিলা, কাজেও তেমনি! হাঁগা দেখ না গা, আমার গোপালের এখনও কি আস্‌বার সময় হয় নি?

নন্দ। না, না, সন্ধ্যা হ'তে এখন অনেক বিলম্ব। রাণি, এখনও তুমি গোপালের জন্যে অমন ক'র্‌বে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে গোপাল ত আর এখন নিতান্ত শিশুটী নেই! সে আমার একটু বড় হ'য়েছে, জ্ঞানবুদ্ধিও দাঁড়িয়েছে। এখন আর তার জন্যে ভাবনা কি?

যশোদা। দেখ গা, আমার যেন মনে তা হয় না, আমার যেন মনে হয়, আমার গোপাল তেমনিই আছে! তাই ত আছে গা, এখনও যে বাছাকে আমার ডেকে খাওয়াতে হয়। এখনও যে বাছার তেমনি আবদার, তেম্‌নি শিশুকোমল ভাব! আবার এ ক'দিন হ'ল, বাছা আমার সর্ব্বদাই উন্মনস্ক থাকে, সর্ব্বদাই কি ভাবে, জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে

বলে, "না মা, আমি কিছু ভাবি না।" কি জানি মা কাত্যায়নী বাছাকে আমার কি ভাবান! কোন অসুখ বিসুখ না হ'লে হয়। এদিকে দুষ্টু কংসরাজ ত সর্ব্বদাই আমার গোপালের অনিষ্ট চিন্তায় ঘুর্‌ছে! কেবল মা জগদম্বা রক্ষা ক'র্‌ছেন।

নন্দ। যশোদে। মা'ই আমাদের ভরসা, তাঁর পদে নীলমণিকে আমার কোলে দিয়েছি, তিনি যা ক'র্‌বেন তাই হবে। তা হ'লে তুমি এক কাজ কর, কাল সকালেই শ্রীমতীকে আন্‌তে আয়ান ঘোষের বাড়ীতে লোক পাঠিও, আমিও মহারাজ বৃষভানুকে একখানি আশ্বস্ত পত্র লিখে তাঁরই পত্রবাহকের হস্তে পাঠিয়ে দি, কেমন?

উপানন্দের প্রবেশ।

উপানন্দ। যত বড় মুখ্ তত বড় কথা! দাদা, দাদা, হয় একটা ব্যবস্থা কর, তা নয়, বৃন্দাবন ত্যাগ কর! এমন অধঃপেতে দেশে এক মুহূর্ত্তও থাকৃতে নেই!

নন্দ। ভায়া, এত উগ্র হ'লে কেন, হ'য়েছে কি?

যশোদা। কি হ'য়েছে ঠাকুরপো, তুমি ত কখন এরকম চটনি ভাই!

উপানন্দ। চটি সাধ ক'রে? যে আমার গোপালের নিন্দা ক'রে, হয় তার আমি রক্ত দর্শন করি, না হয়—সে দেশ, সে রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাই!

নন্দ। আরে পাগল, কি হ'য়েছে বল্?

উপানন্দ। ব'ল্‌ব কি, তুমি আগে স্বীকার কর যে, বৃন্দাবন

ত্যাগ ক'র্‌ব, তার পর ব'ল্‌ব। তা না হ'লে ব'লে কি হবে? আমি কিন্তু স্ত্রীলোক ব'লে ক্ষমা ক'র্‌ব না দাদা! আমি কেবল তোমার ভয়ে কারেও কিছু না ব'লে অনেক সহ্য ক'রে আজ চ'লে এসেছি, তা না হ'লে এতক্ষণ রক্তগঙ্গা হয়ে যেতো, খুন—নিমখুন হ'য়ে যেত।

যশোদা। ঠাকুরপো, কি হ'য়েছে, তাই ব'ল না ভাই!

উপানন্দ। না বৌদিদি, বড় অসহ্য, বড় জ্বালা! আমার গোপালের নিন্দে করে! ত্রিজগতের লোক যার নাম ক'র্‌লে রাগ শোক ভুলে যায়, আর আজ আয়ান ঘোষের বোন কুটিলাটা আমার গোপালকে লক্ষ্য ক'রে আমার সম্মুখে কটুকথা ব'ল্লে! অহো, আমি জন্মে ম'রেছিলাম না কেন! এখনও আমার মৃত্যু হ'ল না কেন! যে গোপালকে আমার যোগী-ঋষি-মুনি হ'তে স্বর্গের দেবগণও এসে আশীর্ব্বাদ ক'রে যান, যে গোপালকে আমার বনের পশুপক্ষীতে ভালবেসে থাকে, সেই গোপালকে আমার কটুকথা বলা! এতদূর স্পর্দ্ধা! টুঁটি ছিঁড়ে ফেল্‌তাম না, আজ কুটিলার নাম বৃন্দাবন হ'তে ঘুচিয়ে দিতাম না!

যশোদা। কেন ঠাকুরপো, আমার গোপাল তাঁদের কি ক'রেছে! এর নাম গায়ে প'ড়ে ঝগড়া নয় গা! সত্যি সত্যি কুটিলা যেন কি দেখেছে বাপু! কেন, গোপাল কি আমার কুটিলার খেয়ে মানুষ? যত মনে করি, কারো কোন কথায় থাক্‌বো না, পাছে কেউ আমার গোপালের গায়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, ততই যেন বাড়িয়ে তুলেছে! সত্যি সত্যি মনে হয়, এ বৃন্দাবন ছেড়ে পালায়েই বাঁচ্‌ব।

নন্দ। যাক্ ছেড়ে দাও যশোদা, স্ত্রীলোকে কে কি বলে, তাই নিয়ে মনে কিছু করা উচিত নয়।

যশোদা। তুমিই ত পাঁচজনকে বাড়িয়ে তুল্‌ছ, তা না হ'লে পাঁচজনে পাঁচ কথা ব'ল্‌তে পারে! ঠাকুরপো শোন!

উপানন্দ। শুন্‌ব আর কি, দাদার জন্যই ত বৃন্দাবনের মেয়ে-গুলোর পর্য্যন্ত স্পর্দ্ধা!

নন্দ। তোমাকে ভাই,কোন কথা ব'ল্লেই রাগ্‌বে! কি হ'য়েছে, তা ত ব'ল্‌ছ না, একেবারে অতি ক্রোধে সব ভুলে যাচ্চ।

উপানন্দ। বলি, গোপাল কি আমাদের লম্পট! দুগ্ধপোষ্য শিশু, তাকে এ অপবাদ দেওয়া কেন?

যশোদা। শোন, কথার ছিরিছাঁদ শোন! বলি কথা কচ্চ না যে! এখন ঠাকুরপোকে কি ব'ল্‌বে বল।

নন্দ। আরে সেটা পাগল, পাগল! পাগলের কথায় কি রাগ করে উপানন্দ! তুমিও যেমন ছেলেমানুষ! চল, এখন রাজকার্য্য সারা হয় নি, গোটাকতক তোমাকেও জিজ্ঞাস্য আছে।

উপানন্দ। দাদা, কথাটা তলিয়ে বুঝ্‌লেন না।

নন্দ। আরে, ও বোঝা গেছে, বোঝা গেছে।

উপানন্দ। না—তলিয়ে আপনি বুঝ্‌লেন না।

নন্দ। আরে, নাও, নাও, সব বুঝেছি, সব বুঝেছি, আচ্ছা না হয়, একটু পরে তোমার মুখে সব শুন্‌ছি! তুমি এখন এস! যশো-মতি, তোমাকে যে কথাটা বল্লুম, সেটা যেন মনে থাকে, কুন্দকে কাল সকালবেলাই পাঠিও। [প্রস্থান।

উপানন্দ। দাদার ঐ এক ধারা! নিজে যেটা বুঝ্‌বেন, তাতে হাতী আড় ক'র্‌লেও ফির্‌বেন না! আচ্ছা, শেষ পর্য্যন্ত কি হয়, দেখা যাক্‌!

[প্রস্থান।

যশোদা। "একি কথা মা! ননীর গোপাল আমার, এখন বাছা আমার, আমার কোল না হ'লে ঘুমোয় নি, আর আমার সেই বাছাকে পোড়ারমুখী কুটিলা বলে কি মা! ঠাকুরপোর কাছে সব কথা এখন শুন্‌তে পেলুম নি, শোন্‌ব এখন। একি সর্ব্বনেশে মেয়ে মানুষ বাবা! যাই, বাছা গোপালের আমার আস্‌বার সময় হ'ল, দিদি রোহিণীকে নিয়ে একটু এগিয়ে দেখি গে। ছিঃ কুটিলে! তোর একি প্রবৃত্তি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

ভক্তগণ ও নারদের প্রবেশ।

নারদ।

গীত

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন, কেহ না দেখয়ে তারে,
প্রেমের পীরিতি, যে জন জানয়ে, সেই সে পাইতে পারে।
পীরিতি পীরিতি, তিনটী আঁখর, জানিবে ভজন সার,
রাগমার্গে যেই, ভজন করয়ে, প্রাপ্তি হইবে তার।

মৃত্তিকার উপরে, জলের বসতি, তাহার উপরে ঢেউ,
তাহার উপরে পীরিতি বসতি, তাহা কি জানয়ে কেউ!
রসের পীরিতি রসিক জানয়ে, রস উদ্গারিল কে?
সকল ত্যজিয়া যুগল হইয়া, গোলকে রহিল সে।
পুত্র পরিজন, সংসার আপন, সকল ত্যজিয়া লেখ,
পীরিতি করিলে, তাহারে পাইবে, মনেতে ভাবিয়া দেখ॥"

যাও ভক্তগণ! প্রাণভ'রে ভগবানের সেই প্রীতি প্রচার কর গে! জয় শ্রীরাধে গোবিন্দ!

ভক্তগণ। জয় রাধে—জয় শ্রীগোবিন্দ।

[ভক্তগণের প্রস্থান।

জ্ঞানদাসের প্রবেশ।

জ্ঞানদাস। প্রভু মহাপ্রভু ত প্রীতিপ্রেম নিয়ে মজ্‌গুল হ'য়েছেন, আর আপনিও সেই রসতরঙ্গের রঙ্গভঙ্গে আকুল হ'য়ে উঠেছেন। কিন্তু মধুময় বৃন্দাবন ত সে মধুতরঙ্গে মুগ্ধ হ'চ্চে না। বৃন্দাবনবাসী অনেকেই সে মধুপানে নিরস্ত! এমন কি অনেকেও আবার বিরক্ত! তা হ'লে ঠাকুর, ব'ল্‌তে হবে, রসময় ভগবানের এমন মধুর রসে রসভঙ্গ হয় কেন?

নারদ। জ্ঞানদাস,এইখানে জ্ঞান আর ভক্তির কোন বিভিন্নতা না থাক্‌লেও তথাপি নামগত যেটুকু পার্থক্য আছে, সেইটুকু বিলক্ষণ ভাবে লক্ষিত হয়।

জ্ঞানদাস। দেবর্ষি! সে পার্থক্যটুকু কি?

নারদ। বৎস! সকল দ্রব্যকে লোকে এক চক্ষেই দর্শন ক'রে

থাকে, তবে সে দর্শনের মধ্যেও পরস্পর একটুকু পার্থক্য আছে কি না বল দেখি? কেউ কটমটিয়ে চায়, কেউ বা দিব্য মোলায়েম আড়চোখে চেয়ে দেখে, এইরূপ দৃষ্টির পরস্পর যে পার্থক্য, জ্ঞান আর ভক্তির সেইরূপ পার্থক্য।

জ্ঞানদাস। তা হ'লে আপনি কি ব'ল্‌তে চান্ প্রভু, বৃন্দাবন-বাসীগণ কারাও জ্ঞানী, আর কারাও পরম ভক্ত? যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা জ্ঞানচক্ষে সে রসতরঙ্গ তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ ক'র্‌ছেন, তাঁদেরই বাদানুবাদ চ'ল্‌ছে, আর যাঁরা ভক্ত, তাঁরা সেই রস-তরঙ্গ কোমল দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে মধুর রস নির্ব্বাক হ'য়ে গ্রহণ ক'র্‌ছেন।

নারদ। জ্ঞানদাস! জ্ঞানবীরে আর ভক্তবীরে নিম্নোচ্চ ক'রো না, সকলেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সমান অংশী! জানি, তুমি জ্ঞানী এবং ভক্ত, সুতরাং তুমি কি তার আস্বাদন পাচ্চ না?

জ্ঞানদাস। (স্বগত) এই রে—হরিদাস, এবার তোমার কথাই আমার মনে প'ড়ে গেল। এই প্রশংসাই সর্ব্বনাশেরই পন্থা দেখিয়ে দেয়। আমি জ্ঞানী, আর ভক্ত—এ কথা বড় গুরুতর কথা, শুন্‌লেই সংযত মনকেও টলিয়ে দেয়! নারায়ণ! তোমার সঙ্গে মানুষের প্রেমে যে আনন্দ পাই, ব্রহ্মরূপ দর্শন ক'রেও সে আনন্দ পাইনে। শ্রুতির পথ ধ্রুব সত্য হ'লেও পুরাণপথের মত এত সুগম সরল নয়। ঠাকুরের নিকট হ'তে সরে পড়ি, এ বিষয় চিন্তা ক'র্‌তে হবে। এমন চিন্তা ক'র্‌তে হবে যে, চিন্তামণি আমার যেন সে চিন্তার একটুকু গণ্ডী অতিক্রমণ ক'র্‌তে না পারেন। যা হোক, এখন ঠাকুরের নিকট হ'তে বিদায় হওয়া যাক।

নারদ। (স্বগত) ভক্ত প্রেমিক! তোমার নীরবতার চিন্তা কি নারদ বুঝ্‌তে অক্ষম? লীলাবতার রসময় নন্দ-নন্দন! একি— যে লীলা-তরঙ্গে আপনি নাচ্‌ছ, উঠ্‌ছ, সেই লীলা-তরঙ্গে যে তোমার প্রেমিক ভক্ত অনুরক্ত সাধু জ্ঞানদাসও নাচ্‌তে, উঠ্‌তে সাধ ক'র্‌ছে! বাঞ্ছাকল্পতরু, বাঞ্ছা পূর্ণ কর! আমিও তোমার লীলা তরঙ্গে ডুবে থাকি, আমাকে এই অবসর দাও।

গীত

যে যেম্‌নে ডুব্‌তে পার, ডুবে যাও।
তরঙ্গে তরঙ্গে ডুবে—যেম্‌নে তেম্‌নে গা ভাসাও॥
ভেসে ভেসে যাও, হেসে হেসে চাও,
লীলা ভাব গাও, আপনি মাত, আর জগৎ মাতাও॥
ধর ছেড়ে দাও, ছেড়ে ধ'রে লও,
বাসনার সনে বাসনা মিটাও॥

[প্রস্থান।

জ্ঞানদাস। ঋষি—ঋষি, তোমার গতি কত উচ্চ দূর! দুর্নিরীক্ষ্য! কল্পনা-ধ্যান-গিরির চূড়ার উপর চূড়ায়, তা হ'তে দূরে! তা হ'তেও—দূরে! দূরের দূরে মহাদূরে! অকূল অনন্তের পারে! তার পারেও মহাপারে! মরি মরি সে দূর কত দূর!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

আয়ান ঘোষের অন্তঃপুর।

রাধা ও গোপীগণের প্রবেশ।

রাধা — গীত

দিন ভোর রোয়তিরে সইয়া, শ্যামকো মিলা দে।
যাঁহা হ্যায় মেরা কালা, সইয়া মিলা দে, মিলা দে॥
হাম একেলী দোসরী নাহি ভেলা,
শ্যাম শ্যাম বোলে মেরা জনম গেলা, শ্যামকো কাঙালী সইয়া,
শ্যামকো দেলা দে, শ্যামকো দেলা দে, শ্যামকো দেলা দে॥

গোপীগণ। ওলো, ওলো, চুপ কর, ঐ কুটিলা আস্‌ছে।

কুটিলার প্রবেশ।

কুটিলা। বলি, হাঁ লা বৌ, রকমটা কি বল্ দেখি! বলি রকমটা কি? এ যে শুনে শুনে ঝালা পালা হ'য়ে গেলুম ছাই! বলি—রকমটা কি? একি ভদ্দর ঘরের মেয়ে মানুষ পীর্‌কিত ল্যা!

ললিতা। ও কুটিলে দিদি, ও কুটিলে দিদি, বৌমণির মূর্চ্ছোর ব্যায়রাম থেকে ভাল হওয়া অবধি ঐ এক বুলি ধ'রেছে! তাকি ক'র্‌বে, বুঝি বাইয়ের ব্যায়রাম বোন!

কুটিলা। হাঁ গো হাঁ, সব জেনেছি সব শুনেছি! মর্ মর্, আমাদের যে দাদা হ'তেই হাত পা বাঁধা হ'য়ে গেছে! তা না হ'লে হাঁ লা, তোরা সব কুট্‌নী সেজে আমাদের ঘর মজাতে পার্‌তিস্?

একি মা! এ কথা শুন্‌লে লোকেই বা বলে কি, আর আমরাই বাই মায়ে ঝিয়ে সতী কন্যে অগ্রগন্যে হ'য়ে নিজের কুলের বৌ নিয়ে কি করি বল্ দেখি! একি বিষ খেয়ে ম'র্‌ব না কি? দেখ্ বৌ, অমনটা ক'রিস্ নি, ও সব ভাল নয়।

রাধা। দিদিমণি! আমি কি ক'র্‌লুম, কেন আমাকে তুমি মুখ ক'র্‌ছ?

কুটিলা। মুখ যে আমাদের পোড়াচ্চ! মুখ কি রাখ্‌ছ? আমরা মায়ে ঝিয়ে হ'নু—এই বৃন্দাবনের সতীর সতী মহাসতী! আমাদের সতীত্বের ডরে যমে ভয় করে, ভূতে পথ ছাড়ে, বুঝ্‌লি বৌ, সয়ে যা, সয়ে যা, অধৈয্য হোস্ নি, কুল খাস্ নি! দাদাটা ত গোরু তার কি মাথা আছে, সে মাথাকে তার গুলিয়ে দিস্ নি।

বৃন্দা। তা ব'লে বোন, সরল প্রকৃতি আয়ানকে তোমার এ কথাটা বলা ভাল হ'ল নি!

কুটিলা। ভাল হ'ল নি! কুটনী মাগি, তুই ত দাদাকে আমার গুন ক'রেছিস্! বুড়ো কাল্‌টী, অধঃপেতি, বরাখুরি, চিরণদাঁতি, বাজারে নাম ডাকান বেবুশ্যে—হাঁ লা, যত কিছু ব'ল্‌ব না মনে করি, তত তুই বেড়েছিস্, দাদাকে হাত ক'রেছিস্, আমাদের ঘর তুই মজাবি! মজাতে দোব, দাদার ভয় কি আমি রাখি? ওরে আমার দাদা রে, কুটিলার ভাতার ঢের ক'র্‌লে, তা আবার মায়ের পেটের ভাই ঢের কর্‌বে! দেখ্ বৌ, বলি শোন্, যদি ভাল চাস্, তা হ'লে আর ঢলান্‌টা ঢলাস্‌নে। তা হ'লে—কেশ ছিঁড়ে, বেশ খুলে, শেষ মাথা ভেঙে বাড়ী থেকে তাড়াব, তখন বুঝ্‌বি, কুটিলা বড় যে সে

মেয়ে মানুষ নয়। এত বড় স্পর্দ্ধা মেয়েমানুষের! বুকে ব'সে উনি মুখে কালি মাখাবেন, তবু কিছু ব'ল্‌তে পার্‌ব না! বাবা, আমায় এমন বাপে জন্ম দেয় নি!

রাখালগণের প্রবেশ।

রাখালগণ। জয় রাধে শ্যাম—দুটী ভিক্ষা পাব গা—সতী মায়ের সতী ঝি!

কুটিলা। শুন্‌ছ, শুন্‌ছ, পরবখানা দেখ্‌ছ! কি করি গা, এ মাথা কুড়ে ম'র্‌ব না কি? মুখপোড়া ছেলেগুলোর কাণ্ড দেখেছ! এ সকল কালি—কার রে মুখপোড়া দাদা? মুখে আগুন, গয়লার ঘরের মুখ্‌খু, আহাম্মুখ।

রাখালগণ। জয় রাধা শ্যাম, বেলা হ'ল!

কুটিলা। তবে রে পোড়ারমুখো ছেলেরা, ইয়ারকি পেয়েছ? দাঁড়া ত, আনি মুড়ো ঝাঁটা! আজ সব মুখপোড়ার মুখ থেঁত্‌লে দোব না!

[বেগে প্রস্থান।

রাখালগণ। ওরে চ, চ, মাগীর পেছুনে পেছুনে ফিরি চল্‌! আর সে জটীলা মাগীকেও দেখা যাক্ গে! জয় রাধা শ্যাম, বেলা হ'ল, জয় রাধা শ্যাম—দিন যে বৃথায় গেল।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

রাধা। "সই, এত কি সহে পরাণে?
কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী,
শুনিলে আপন কানে?

পরের কথায়, এত কথা কহে
ইহাতে করিব কি ?
কানু পরিবাদে, ভুবন ভরিল-
বৃথায় জীবন জী।
কে আছে বুঝায়ে, শ্যামে রে কহিয়ে,
এ দুঃখে করিবে পার,

বৃন্দা। ধৈর্য্য ধর রাধে, শ্যামের কলঙ্কে—
শ্যাম বিনা কেবা আর।”

রাধা। তাই ত ব'ল্‌ছি সখি, ননদিনী কি আমায় দুটো মন্দ কথা ব'লে শ্যামধনে ত্যাগ করাতে পার্‌বেন? শ্যামের পীরিতিই যে আমার জীবনের অনুসঙ্গী বৃন্দে! তাঁর প্রীতি ব্যতীত আর যে আমার কিছুই নাই!

নাপতিনী বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো—কে কামাবে গো!

বৃন্দা। গীত

বিনোদিনী গো, দেখে নে কে আসে এক শ্যামা নাপ্তিনী।
তার মেঘের মত বরণ কাল, রাঙা জবার মত চরণখানি॥
মুখে মৃদু হাসি ছুটে, ভাবে মনের ময়লা টুটে,
কটাক্ষে সর্ব্বস্ব লুটে, দেখে জাগে বুকে আনি,
ওলো রমণী, রমণীরমণ এমন নারী কে জানি॥

বিশাখা। ওগো নাপ্তিান, কে তুমি ?

শ্রীকৃষ্ণ। নাপ্তিনী আবার কে আমি গা!

ললিতা। আমাদের ত বাছা নাপ্‌তিনী আছে!

শ্রীকৃষ্ণ। থাক্‌বে না কেন গা, সংসারে আর অভাব কি? তবে মনের মত মেলাই দুর্লভ গো, মনের মত মেলাই দুর্লভ।

বিশাখা। নাপ্তিনী ভাই, তুমি যে আমাদের মনের মত হবে, তা এখন স্থির কি?

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো, মনের মানুষ ক'র্‌তে গেলে দু একবার পরক ক'রে দেখ্‌তে হয় গো, দু একবার পরক ক'রে দেখ্‌তে হয়।

বৃন্দা। নাপ্তিনীকে আবার কেমন ক'রে পরক ক'রে দেখ্‌তে হয় গা!

শ্রীকৃষ্ণ। নাপতিনীকে তার কাজ দিয়ে।

বৃন্দা। আচ্ছা বেশ, আগে আমাদের প্রিয়সখীর পা কামিয়ে দাও দেখি, উনি যদি তোমার কাজে সন্তুষ্ট হন, তা হ'লেই বুঝ্‌ব যে, তুমি আমাদের মনের মানুষ হ'তে পার্‌বে।

শ্রীকৃষ্ণ। এই?

গীত

এস এস হে ধনি!
বৈস আসনে আপন মনে, দেহ দেহ চরণ দু'খানি।

(আল্‌তা পরাইয়া কৃষ্ণনাম লিখন)

দেখ ধনি! হ'ল কি না চমৎকার, ভাল কি মন্দ কর বিচার,
নাহি কিছু ক্ষমতা আমার, যাহা কিছু ঐ পদপ্রসাদে অনুমানি॥

রাধা।

গীত

আই আই আই, এ কি লিখিলে নাপ্‌তিনী ভাই,
দেহ পরিচয়—ছিঃ ছিঃ ছাড় পদ আর কাজ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ।   গীত

তোমার নগরে বসতি আমার, শ্যাম নাম ধরি রাই বিলাসিনী।

রাধা। (স্বগত) ছলাধর, তোমার এত ছল? (জনান্তিকে) আর কেন, কামিয়েছ ত, এখন ঘরে যাও, এখনি ননদিনী এসে পড়্‌বে।

শ্রীকৃষ্ণ।   গীত

"(বৃন্দার প্রতি) ওগো সুবদনি শুন লো সই।
বলি অনাথীজনের বেতন কই?
যাও তুমি বল গিয়া রেয়ের কাছে,
নাপিতিনী বেতন লাগি বসিয়া আছে।
যদি কহে তবে নিকটে যাই,
যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই॥"

বৃন্দা   গীত

"বটে বটে ধনি, দাঁড়াও তবে,
যে ধন চাহিবে সে ধন পাবে।
(আমাদের রাইধনী যে রাজার রাজার রাণী গো)
(তার ত অভাব নাই, অভাব নাই, তুমি ধন না ল'য়ে যাবে বা কেন)
(তার যে সঞ্চিত ধন অফুরাণ গো, সে ত বঞ্চিত কারেও করে না কভু)
বসো বসো ধনি, যাই রেয়ের কাছে,

(রাধার নিকট গমন)

বলি ও ধনি, নাপিতিনী যে বসিয়ে আছে,
সে যে তোমার কাছে তার বেতন যাচে,

কিছু দিয়ে দাও রাধে, তোমারও দয়ার নাই ত সীমা,
না করি বঞ্চিত দাও গো কিঞ্চিৎ।
(দানে বাড়া বই আর কমে নাক' ওগো রাধে)

রাধা। গীত

ভাল ভাল তবে আনহ তায়,
দেখিব কত সে বেতন চায়।
বৃন্দা। ওলো নাপিতিনি, এ দিকে এস,
আসিয়ে রেয়ের নিকটে বোস।

(শ্রীকৃষ্ণের রাধিকার নিকট গমন)

রাধা। ওগো কহ নাপিতিনি, কত বেতন তোর,
শ্রীকৃষ্ণ। ওগো ধনি, আমার বেতনের নাহিক ওর।
রাধা। বলি নাপিতিনি, এইরূপে ধন ক'রেছ কত।
শ্রীকৃষ্ণ। ওগো বিনোদিনি, এ তিন ভুবনে আছয়ে যত।
(তবে) এক ধন আছে তোমার ঠাঁই,
সে ধন পাইলে ঘরেতে যাই॥"

রাধা। (জনান্তিকে) বটে, কত রঙ্গই জান কালাচাঁদ!
গোপীগণ। ওলো—ওলো রাধে, কুটিলা আস্‌ছে!

কুটিলার প্রবেশ।

কুটিলা। আ মর্, এ ছুঁড়ি আবার কে গো! এ যে জ্বালাতন ক'র্‌লে মা! ঘরে যে হাট বসিয়ে ফেল্‌লে! হাঁ লা ছুঁড়ি, তুই না ব'লে—না ক'য়ে ঘরে ঢুকেছিস্ যে? বেরো, বেরো—নয় দেখ্‌বি?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ গা, দিদিঠাক্‌রুণ! বিধবাকে কি কামাতে নেই? এস না, এক কামান কামিয়ে দিয়ে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

কুটিলা। রকম দেখ্‌লে, রকম দেখ্‌লে! ছুঁড়ির ঠাট্টার রকম শুন্‌লে! নাপ্‌তিনী মাগীর এতদূর স্পর্দ্ধার কথা! বলি, কিছু বলি না ব'লে বুঝি! আজ মাগীর একদিন কি আমার একদিন! জ্বালাতন ক'র্‌লে মা, জ্বালাতন ক'র্‌লে!

[বেগে প্রস্থান।

বৃন্দা। আর কেন, চল আমরাও এখন রাধারাণীকে নিয়ে যমুনায় স্নান ক'রে আসি গে! জয় শ্রীরাধা গোবিন্দ!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

আয়ানের বাহির প্রাঙ্গণ।

অভিসার বেশে আয়ানের প্রবেশ।

আয়ান। এখন দেখ দেখি, আমাকে একটা উম্‌দা আদ্‌মী ব'লে জানা যায় কি না? এ মোহনমূর্ত্তি দেখ্‌লে রাধা ত রাধা—রাধার সাতগুষ্টির পর্য্যন্ত মুঁণ্ডপাত হ'য়ে যায়! ব্রজের যুবতীদের চিত্তচমক

সটে, আমি বাবা, একটা আদ্‌মী। এখন একবার সন্ধ্যে হ'লে হয়! আজ রাই-বিলাসে সারানিশি জাগরণ ক'র্‌ব। আর একটা মজা হ'য়েছে, এক শ্রীরাধার দৌলতে ব্রজের সব ছুঁড়িকে পাওয়া যাবে। তারা রাধাকে এত ভালবাসে যে, এক তিল তাকে ছাড়া থাক্‌তে পারে না। কিয়া বাৎ! কিয়া বাৎ!

জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ।

জটিলা। ওরে চাঁদ আমার রে, ওরে চাঁদ আমার রে!

আয়ান। মা বেটি, নেহাত সেকেলে! কথার ছিরি ছাঁদ দেখ্‌ছ! ওরে চাঁদ আমার রে, ওরে চাঁদ আমার রে! আরে বেটি—চাঁদ সদাগরের চ্যাংবুড়িকানি, সেই মান্ধাতাকেলের ছেলের আদরই শুধু বুঝি শিখে রেখেছিস্। নূতন ক'রে একটা আদরের নাম নিয়ে আদর কর না! মা ব'লে তোকে আজ রেহাই দিচ্চি বাবা, নয় তোমার এ খাপসুরত লেড়কার কাছে ভারি একটা মজা দেখে নিতে! যা হোক, যা হোক, আমি যে আয়ান ঘোষ—একটা উমদা আদ্‌মী হ'য়েছি, সেইটে আজ মা বেটিকে বুঝিয়ে দোব।

জটিলা। বাবা আয়ান!

আয়ান। ফের, খবরদার!

জটিলা। ও কি রে বাবা আয়ান!

আয়ান। চোপ্‌রাও, বৌ কাঁট্‌কি, সেকেলে বুড়ি!

কুটিলা। (স্বগত) শুনেছ—শুনেছ, ছোকরা দাদার কথা শুনেছ!

জটিলা। সে কি রে বাবা ?

আয়ান। পেন পেনানির কাজ নয় বুড্ডী জননী, তোম্ হাম লোককা জান্তা নেই !

জটিলা। ও কি রে বাবা, আমি যে তোর মা !

আয়ান। মা নয় ত—কে তোম্‌কো শাশুড়ী বলা বাবা ! মা—মা, আছ, সাঁচ্চা মা থাক, বো'য়ের সঙ্গে লেগে ঝুটো মা হোগা কেন বাবা !

জটিলা। বলি চিরদিনটাই কি তোর এই রকমে যাবে বাবা !

আয়ান। যাবে না ত তোম্‌কো কথা মাফিক্ ক্যা হোগা বাবা !

জটিলা। ও মা,আমার আয়ান ব'লে কি, আমি যাব কোথা !

আয়ান। যম রাজার পগার পাড়ে বাবা ! আমি কাচা গলায় দিয়ে পুরুতঠাকুরদিগে কিছু দান খয়রাত ক'রে ফেলি বাবা ! সে বেটারাও ওৎ মেরে র'য়েছে।

কুটিলা। (স্বগত) ওমা, মা ম'রে ত কোথা থাক্‌ব গো ! যে দাদা, উনি আবার ভাত দিবেন !

জটিলা। ছিঃ ছিঃ আয়ান, মাকে এমন কথা বলে !

আয়ান। ছিঃ ছিঃ জননি ! গর্ভধারিণি ! ছেলের বৌকে কি এমন ক'রে বাৎ ঝাড়ে বাবা ! ছেলের ইজ্জৎ—ছেলের বোয়ের বাপের বাড়ীর লোককে কি অমন ক'রে পেসমান করে বাবা !

কুটিলা। (স্বগত) শুনেছ—শুনেছ, বে এক্তারি বুলিগুলো দাদা ঝাড়্‌চে কেমন ! মরণ, মরণ, যদি মানুষ কেন্‌বার হ'ত, তা হ'লে

আজই দাদামণির কুশপুত্তুর দাহ ক'রে পোষ্যি দাদা ক'রে ফেল্‌তুম!

জটিলা। হা আমার পোড়া অদৃষ্ট!

আয়ান। আহা হা মাইরি জননি, কেঁদো না। দেখ ব'ল্‌ছি—সোজা বাৎ বুঝ্‌কে ফর্‌কে চ'লে যাও, আজ আমার বোয়ের সঙ্গে দেখা ক'র্‌বার দিন।

জটিলা। সেই বো'য়ের কথাই ব'ল্‌ছি বাপ্‌ধন! সেই চাঁদপারা বো'য়ের কথাই ব'ল্‌ছি—আমার গুণধর—বংশধর—পেতল—কাঁসা খাঁটিসোনা!

আয়ান। আচ্ছা বাৎ হ্যায়, আচ্ছা বাৎ হ্যায়, মা ত মা, জটিলা মা! আমার কথা শুনেই একটা নূতন আদর করার বুলি জুটিয়ে দিয়েছে বাবা! আচ্ছা, আচ্ছা, বোল যাও, হাম তোম্‌কো বাৎ শোনে গা!

কুটিলা। (স্বগত) তবে আর কেন মন, এবার ত আমারও বের'বার সময় হ'য়েছে! একটা নূতন আদর করা বুলি জুগিয়ে দাদার কাছে এগিয়ে যাই। (প্রকাশ্যে) ওগো আমার সোয়ামীর শালা, গুণের আদর ভরা থলা, ভক্তি ভালবাসার স্বর্গের মালা, ওগো আমার বালা—অনন্তের ভিত্‌রের গালা, ওগো আমাদের মা মেয়ের ঘরের চালা! (স্বগত) মুখে আগুন—মুখে আগুন, যম-নারকীর ময়লার গাম্‌লা। (প্রকাশ্যে) তোমার মত গুণের—প্রাণের—মনের মত ভাই, আর কোথা পাব প্রিয় সহোদর!

আয়ান। এবার—এবার—মজিয়েছে, মজিয়েছে, মা টা নূতনে

একটু, কিন্তু কুটিলে—একেবারে গলিয়ে ছেড়ে দিয়েছে বাবা! বল ত বোন—তোমাদের কথাটী কি?

কুটিলা। দাদা গো, দুঃখের কথা ব'ল্‌ব কি, বৌ তোমাকে ভালবাসে না!

আয়ান। ভালবাসে না? কে ব'ল্‌লে? হ'তেই পারে না! আমি বো'য়ের প্রাণবল্লভ, প্রাণেশ্বর। সে আমার পরিণীতা স্ত্রী! সেও স্বীকার করে, আমিও স্বীকার করি, আর পাঁচজনেও স্বীকার করে। কেমন গা মা, তোর ত তিনকাল গিয়ে এককাল দাঁড়িয়েছে, সত্যি ব'ল্‌বি, বৌ আমায় ভালবাসে না?

জটিলা। (স্বগত) হ'য়েছে, বোকাটা এইবার পড়েছে। এই বার হাত ক'র্‌তে পার্‌ব। (প্রকাশ্যে) তাই ত রে বাবা আয়ান, তুই ভরসন্ধ্যে বেলায় আমায় এ কথাটা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লি কেন বল্ দেখি? মিথ্যে ব'ল্‌তে পারি নে সাত রাজার ধন, বৌ যেন একটু বিগ্‌ড়েছে!

আয়ান। বিগড়েছে—এ কথা আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের মুখে শুন্‌লেও বিশ্বাস করি না।

কুটিলা। কিন্তু দাদা, মাইরি ভাই, এ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের মুখের চেয়েও বড় মুখ মায়ের, তার মুখ হ'তে শুন্‌ছ, এখন এ কথা তোমায় বিশ্বাস ক'র্‌তে হবেই।

আয়ান। হবেই, হবেই, মা—গর্ভধারিণী, দশটা মাস—দশটা দিন একুনে তিনশ দশদিন—দণ্ড পল ধ'র্‌লে হিসেব ক'র্‌তে পার্‌ব না বাবা, তা না হলে ধ'র্‌তেম, যে আমায় তার মাস-রক্ত লালাযুক্ত পেটে ধ'রেছে, তার কথা বিশ্বাস ক'র্‌তে হবেই

কি ব'লিস্ কুটীলা, কি ব'লিস্ পিয়ারের বোনটী আমার, কি বলিস্ বল্?

কুটিলা। ব'ল্‌বো কি দাদাধন, বুঝেই দেখ! বো'য়ের পীরকিত বদ্‌লেছে!

জটিলা। আমার আয়ানের মত রূপবান, গুণবান, শ্রীমান, বুদ্ধিমান ভগবানের মত ছেলেকে কোথা পাবে গো—মেয়ে! বো'য়ের পোড়া কপাল—তাই বদ্‌লেছে!

কুটিলা। মা, তুই ঠিক ব'লেছিস্; বোয়ের পোড়া কপাল, তাই বদ্‌লেছে!

আয়ান। তা হ'লে ত ঠিক্—মা ব'ল্‌ছে, এমন চড়িলা বোন ব'ল্‌ছে, তা হ'লে ত ঠিক - বোয়ের পোড়াকপাল—তাই বদ্‌লেছে! তবে যে বৃন্দে দিদি ব'ল্লে, বৌ ভাল হ'লেই তোমার সঙ্গে ফূর্ত্তি ক'র্‌বে! কি হল! তা হ'লে ব্যাপার ত বড় শক্ত! যুক্তি কর, যুক্তি কর! দাদাকে ডাক, বেজা খুড়োকে ডাক, গোপী মামাকে ডাক। বোলাও, আবি সব বোলাও, বোয়ের পোড়াকপাল তাই, বদ্‌লাল কেন?

জটিলা। আরে আহুরে ছেলে, চুপ কর্। তোরও কপাল পুড়েছে!

আয়ান। আরে মর মাগি, বোয়ের কপাল পুড়্‌ল ত আমার ক? আমার কপাল পুড়্‌বে কেন?

জটিলা। আমারও কপাল পুড়েছে!

আয়ান। বা, বা, মা তোরও কপাল পুড়েছে! এক বোয়ের

কপাল পুড়্‌তে, আমার ও তোর দুজনেরই পুড়্‌ল বা, ভারি মজা ত!

কুটিলা। ও দাদা, আমারও!

আয়ান। ভারি মজা ত, এক বোয়ের কপাল পুড়্‌তে এ দুনিয়া শুদ্ধর কপাল পুড়্‌ল!

দুর্ম্মেধার প্রবেশ।

দুর্ম্মেধা। হাঁ রে আয়ানে! তুই কি একেবারে গোল্লায় গেছিস্,না মাথা বিগ্‌ড়েছিস্ ব'ল্ দেখি! রকমটা কি,তোর বোয়ের নাম নিয়ে বৃন্দাবন সহরের লোক নেচে উঠেছে কেন? বাবা, ভারি ত মজার বৌ ঘরে এনেছিস! এ ছেলে বুড়ো ক'রে একটা বাদ নেই, একেবারে তোর বোয়ের নামে মজ্‌গুল!

কুটিলা। শোন, শোন, অধঃপেতে দাদা—শোন, আমরা কি মায়ে ঝিয়ে মিছে কথা বলি? এখন সকলেরই কপাল পোড়া হ'য়েছে কেন, দেখ?

জটিলা। এ আর যার তার মুখের কথা নয়, তোরা দুটোয় একই মায়ের দুটো মাই খেয়ে এত বড়টা হ'য়েছিস্।

আয়ান। কথা তাই ত বটে! তা হ'লে ত একটা বাদসাই ঘটনা ঘটে গেছে! হাঁ দাদা, সত্যি?

দুর্ম্মেধা। মার্‌ব গালে এক চড়, গোয়ালার ঘরের দুষ্ট আহাম্মুখ, আমি ওঁর কাছে মিথ্যে কথা ব'ল্‌ছি!

আয়ান। তাই ত আমি ভারি আহাম্মুক ত বটে! দাদা তার পর!

দুর্ম্মেধা। তোর বৌটা একটা কাণ্ড বাধিয়েছে।

আয়ান। তা হ'লে ব্যাওরাটা ত শুন্‌তে হয়, বুঝ্‌তে হয়, দেখ্‌তে হয়, মান্‌তে হয়, বৌকেও দুকথা ব'ল্‌তে হয়।

কুটিলা। তা আর তোমায় ব'ল্‌তে হয় না ?

আয়ান। কেন বল্ দেখি ? আমি কি বো'য়ের ভেড়ো ?

জটিলা। এমন ছেলে আমি পেটে ধরিনি যে, আমার ছেলে বো'য়ের ভেড়ো হবে।

আয়ান। শুন্‌লি কুটিলে, মায়ের কথা কি মিছে ? আমি একটা ছেলে বটে !

দুর্ম্মেধা। আরে মুখ্যু, একটা হেস্তনেস্ত কর্ না ! আমার যে বৃন্দাবনে থাকা দায় হ'ল।

নেপথ্যে—রাখালগণ। রাধে গোবিন্দ বল, রাধে গোবিন্দ বল।

কুটিলা। ঐ শুন্‌ছ,—

দুর্ম্মেধা। মার্ মার্, সব বেটাদিগে একেবারে খুন ক'রে ফেল্। আয়ানে, বেরিয়ে পড়্ ত. আজ দুর্ম্মেধা বৃন্দাবনের ছেলে শূন্য ক'র্‌বে বাবা ! লাগাও, লাগাও, মাথা ফাটাও। সব ছোঁড়াদিগে যমালয়ে পাঠাও।

[বেগে প্রস্থান।

আয়ান। ফাটাও, মাথা ফাটাও, আমার বো'য়ের নাম কেন্ ক'র্‌বি রে শালারা ! দাদা, চল্ ত, কোন্ শালার মাথা ফাটাতে হবে ?

[বেগে প্রস্থান।

জটিলা। তা ত হ'ল কুটিলা, এখন উপায় কি ?

কুটিলা। এ বৌ নিয়ে কি হবে মা! শুন্‌লুম, নন্দের বেটা সেই কালাকচুটে ছোঁড়াটার সঙ্গেই বোয়ের আসনাই, তিনি ছাড়া উনি থাক্‌তে পারেন না, আর উনি ছাড়া তিনি থাক্‌তে পারেন না!

জটিলা। তাই ত মা, বলি—একদিন ধর না, ছোঁড়ার নাক কান কেটে ছেড়ে দি। মুখে আগুন, মুখে আগুন, বাছার রূপ ত আর ধরে না, আর বৌ ছুঁড়িটাই বা কি ?

কুটিলা। আবার রাণী যশোদা না কি, বৌকে নিতে লোক পাঠিয়েছে ?

জটিলা। হাঁ, হাঁ মা, সব ভুলে গেছলুম! ভুল্‌ব না, কথা শুনে যে প্রাণ আঁৎকে উঠে! কি ক'র্‌ব বৌকে পাঠাব কি না পাঠাব, তাই ভাব্‌ছি। বলি, সেই মুখপোড়ার সঙ্গে ত বোয়ের আবার দেখা হবে! যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়, কি ক'র্‌বি কর।

কুটিলা। না পাঠালেও ত, লোকে আরও সন্দেহ ক'র্‌বে! ব'ল্‌বে, ঘটনা সত্যি, তাই বৌকে নন্দরাজার ঘরে পাঠালে না। চল্‌ দেখি, ব'সে একটা যুক্তি করি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

হরিদাস ও ভক্তগণের প্রবেশ।

ভক্তগণ। **গীত**

ভজ কৃষ্ণ, ভজ রাধা—রাধাকৃষ্ণ ভজ মন।
মজ ভজ, ভজ মজ, নামগানে অনুক্ষণ॥
সে যে নাম পিয়ারা নামের কাঙাল রে,
সে নামটা পেলে সবটা ভুলে এমনি দয়াল রে—
যে যা চায়, তাই সে ত দেয়, হয় না তাতে কভু কৃপণ,
আপন পর বাছ নাই তার, নামই তার অমূল্য ধন॥
(তাই সব ভাই রে, একবার বদন ভ'রে হরি বল)
(বল হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল,)
বল রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, ঘুচবে ভাই গণ্ডগোল॥

বেগে দুর্ম্মেধার প্রবেশ।

দুর্ম্মেধা। তবে রে বেটারা ষাঁড়ের দল! পেয়ে ব'সেছ বটে, কিছু বাল না ব'লে বটে! আস্কারা এত হ'য়েছ বটে! কোথা রে আরানে, দেখ্ ত এসে বটে! নিয়ে আয় ত বাঁকটা বটে।

রাখালগণের প্রবেশ।

রাখালগণ। গোপীর রাধা—রাখালের শ্যাম ব'ল্‌তে দোষ কি? চট্‌হ কেন দুমো দাদা, আরে হাঃ—হাঃ হিঃ হিঃ হিঃ।

দুর্ম্মেধা। (স্বগত) এরা অনেক, চ'টলে হবে না। আরে ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ, তোরা হ'চ্ছিস্ পাড়ার ছেলে, তোরাও আমার সঙ্গে লাগ্‌লি? ওরে আয়্‌নে—বোকা, মেড়া—আস্‌তে পারিস্ নি?

ভক্তগণ। আরে, এ বেটা বুঝি কংসের চর রে? পালা, পালা!

বেগে জ্ঞানদাসের প্রবেশ।

জ্ঞানদাস। পালাবে কেন হে, পালাবে কেন! হ'য়েছে কি? হ'য়েছে কি?

ভক্তগণ। বাবা, রাধাশ্যাম ব'ল্‌তে মার্‌তে আস্‌ছে।

জ্ঞানদাস। মার্‌বে ব'ল্‌লেই মার্‌বে, একটা নাম ব'ল্‌বে ত মার্‌বে কেন? কৈ বল্ দেখি মারে কেমন বুঝি?

দুর্ম্মেধা। তুইও বুঝি ঐ দলের? আজ খুনোখুনি ক'র্‌ব, রক্তারক্তি ক'র্‌ব, ও নাম ছাড়াব—তবে কথা! আরে বেটা আয়্‌নে, ছুটে আয় না।

জ্ঞানদাস। বটে, তাই ত, ও বেটারা ও নাম ব'ল্‌বে কেন? বটেই ত—বল ত ভায়া, ও বেটারা কি নাম ক'র্‌ছে? আমি তোমার দলে দাঁড়াব।

দুর্ম্মেধা। ঐ রাধাশ্যাম নাম।

জ্ঞানদাস। বল্ বেটারা, তোরা ও নাম ক'র্‌ছিস্ কেন?

হরিদাস। জ্ঞানদাস ভাই! এ সময়ও তোমার রঙ্গ?

ভক্তগণ। না বাবা, আমরা রাধাশ্যাম ব'ল্‌ছি।

জ্ঞানদাস। বলে কি হে, তুমি ভাল ক'রে বল না, ওরা কি নাম ক'র্‌ছে?

দুর্ম্মেধা। ঐ রাধাশ্যাম, ঐ রাধাশ্যাম, আমি ও নাম ব'ল্‌ব না ব'লেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ নাম ব'ল্‌ছি।

জ্ঞানদাস। তোরা সত্যি বল্‌ দেখি, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি ব'ল্‌ছিস্‌?

ভক্তগণ। ঘুরান ফিরান বুঝি না বাবা, সত্যি আমরা রাধাশ্যামের নাম ব'ল্‌ছি।

জ্ঞানদাস। তবে তুমিই কেন সত্যি বল না হে, সত্যি ওরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি নাম ক'র্‌ছে?

দুর্ম্মেধা। ঐ রাধাশ্যাম ব'ল্‌ছে। কিন্তু এবার বাবা, ছাড়্‌ছি না।

জ্ঞানদাস। সব গুলিয়ে ফেল্‌ছে রে। ছাড়্‌বে কেন, কেন তোরা রাধাশ্যাম নাম ব'ল্‌বি? কেমন, কেমন ভাই, কেনই বা ওরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাধাশ্যাম নাম ব'ল্‌বে? সব গুলিয়ে ফেল্‌ছে, ছাড়্‌ রাধাশ্যাম নাম!

দুর্ম্মেধা। আরে আয়ানে, বেটা ছুটে আয় না?

জ্ঞানদাস। আ হে আয়ান ভাই, ছুটে এস না, সব রাধাশ্যাম নামে মেতে উঠেছে! ঐ হে— ছোট ভাই আস্‌ছে! ব'লিস্‌ নি, ব'লিস্‌ নি, রাধাশ্যাম নাম ব'লিস্‌ নি!

আয়ানের প্রবেশ।

আয়ান। নাও দাদা, লাঠি! ওস্তাদী চাল ভেঙে দাও ত।

ভক্তগণ। ঠিক, ঠিক কংসের চর, পালাও পালাও—

(চতুর্দ্দিকে ধাবিত)।

রাখালগণ। ওরে মার্‌বে রে মার্‌বে, পালাই চল্—জয় রাধাশ্যাম। (চতুর্দ্দিকে ধাবিত)

দুর্ম্মেধা। শুন্‌ছিস্, শুন্‌ছিস্, পথ আগ্‌লে দাঁড়া ত আয়ান! মাথা ফাটাও শালাদের—

জ্ঞানদাস। আমিই দাঁড়াচ্চি,কেন ওরা রাধা'শ্যাম নাম ব'ল্‌বে?

আয়ান ও দুর্ম্মেধা। মার্ মার্ মাথা ফাটা!

[হরিদাসের মস্তকে আঘাত ও অন্যান্য ভক্ত ও রাখালগণকে মারিবার জন্য আয়ান ও দুর্ম্মেধা প্রস্থান করিল।

জ্ঞানদাস। হাঁ, হাঁ, রাধাশ্যাম নামে মাথা ফেটে গেল! ওরে, ওরে, ও নাম ব'লিস্ না, ব'লিস্ না। ও নামে মাথা ফাটে রে, ও নামে মাথা ফাটে!

[প্রস্থান।

হরিদাস। জয় রাধাগোবিন্দ! জয় রাধাগোবিন্দ! জয় রাধা-গোবিন্দ!

বেগে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। তুমি আমার নাম ক'রে এমন মার খেলে কেন?

হরিদাস। বাবা, আমি তোমার হতভাগা ছেলে ব'লে এমন মার খাওয়ালে কেন?

কৃষ্ণ। তুমি আমার নাম বল কেন?

হরিদাস। তুমি তোমার নাম শুন্‌তে চাও কেন ?

কৃষ্ণ। কে ব'ল্লে ?

হরিদাস। তা হ'লে কে মার খেলে ?

কৃষ্ণ। এই ত দেখলেম্, মারের চোটে এখন মাথা ভেঙে রক্ত প'ড়ছে !

হরিদাস। তুমি নাম শুন্‌তে ভালবাস ব'লেই ত এখন আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে আছ ?

কৃষ্ণ। আমি কি নাম শুন্‌তে দাঁড়িয়ে আছি ? তোমায় মেরেচে, তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি !

হরিদাস। কে ব'ল্লে বাবা, আমায় মেরেছে, রক্ত পড়্‌ছে ? জগতকে তোমার জয় রাধাগোবিন্দনামের একটী বিশেষণ দেখাবার জন্যই এই শোণিত-ধারা বাহির ক'র্‌ছি। এত রক্ত নয় শ্যাম মুরলীধর ! এ যে ভক্তের মধুর ভক্তিরস। তোমার নামের আগে এই রস পিয়ে, জীব মরণজয়ী হ'য়ে উঠে, তার পর ত অনন্তকাল আনন্দময়, তোমার নামে তারা মত্ত হ'য়ে থাকে।

কৃষ্ণ। হরিদাস, হরিদাস, তুমি আমায় ঠকিয়েছ !

হরিদাস। আমি ঠকিয়েছি কি জনার্দ্দন, নিজে নিজেই যে ঠক্‌ছ ?

কৃষ্ণ। তাই হ'ল—এখন যন্ত্রণার উপশম হ'ল ?

হরিদাস। জন্মে ত কখন সুখসম্ভোগ ঘটে নি, তখন যন্ত্রণার উপশমের ভাব বুঝব কিরূপে কেশব !

কৃষ্ণ। কি সুখ তুমি চাও হরিদাস ?

হরিদাস। যা তুমি দিতে ভালবাস শ্রীনিবাস!

কৃষ্ণ। তা হ'লে আর দেওয়া অদেওয়া কি, তুমি আমি এক।

হরিদাস। উত্তম, বুকে এস, এই বড় ইচ্ছা হ'য়েছে। এ রক্ত-স্রাব নয়—এই আমার স্রক্‌চন্দন। ঐ মদনমোহন-মূর্ত্তি একবার এই স্রক্‌চন্দনে চর্চ্চিত করি এস। (কৃষ্ণকে ক্রোড়ে গ্রহণ) জ্ঞানদাস—জ্ঞানদাস—ছুটে এস ভাই,মনের মতনকে আজ পেয়েছি! এ ধন নিতে তোমারও বড় সাধ—তাই আমিও সাধ ক'রে তোমায় সাধ্‌ছি, এস জ্ঞানব্রহ্ম—জ্ঞানময়—আজ মহাজ্ঞানে সচ্চিদানন্দময় পরম-পুরুষকে দেখ্‌বে এস।

বেগে জ্ঞানদাসের প্রবেশ।

জ্ঞানদাস। আরে:নির্ব্বোধশ্রেষ্ঠ ভক্ত! ওকে বুক থেকে নামা, বুক থেকে নামা। যার জন্যে মাথা গেল,দুর্গতি হ'ল, এমন কি প্রাণ নিয়ে টানাটানি ঘ'ট্‌ল, তাকে তুই কি না বুকে নিয়েছিস্! এমন কাজও করে? বলি, বলি একলা কেন? যাদের জন্য অভাগার এমন দুর্গতি—তাদের কি একটু দয়ামায়া নাই গা!

কৃষ্ণ। ইনি আবার কে?

জ্ঞানদাস। ইনি কে এখন চিন্‌তে পার্‌বে কেন কালাচাঁদ! সময় যে গত হ'য়েছে গো! একদিন চিন্‌তে, যে দিন কোন ইচ্ছে হয় নি! তারপর যে দিন ইচ্ছায় জগৎ রচনা ক'রে—আমাকে তোমার নিকট হ'তে ইচ্ছার স্রোতে ভাসিয়ে দিলে, সে দিন হ'তে ত আর চিন্‌বার ইচ্ছা রাখ নি, তখন আর এখন চিন্‌বে কেন?

কিন্তু আমি চিনে রেখেছি! তুমি সেই শঠ লীলাধর চতুর চোর চূড়ামণি! তুমি না চিন্‌লে আমার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি? কিন্তু আমি ত চিনে রেখেচি! তবে ধরা দিয়েছিলে না, আজ ধরা দিয়েছ; যদি ধরাই দিলে—তা হ'লে যাকে নিয়ে ইচ্ছা ক'রে আমাকে সরিয়ে দিলে, আজ তাকে রেখে একলা ধরা দিলে কেন? তা ত শুন্‌ছি না. হয়—তাকে নিয়ে দুই দুই হ'য়ে—নয় এক, এক হ'য়ে ধরার মত ধরা দাও, যে টা চাও, সেইটী কর। আর না পার, তাও বল, দেখ—জ্ঞানদাস তার ইচ্ছামত কার্য্য সংসারে সাধন ক'র্‌তে পেরেছে কি না?

শ্রীকৃষ্ণ। জ্ঞানদাস, কি ব'ল্‌ছ?

জ্ঞানদাস। যা ব'ল্‌ছি, তা কি শুন্‌তে পাচ্চ না? না—বুঝ্‌তে পার্‌ছ না রসময়! রসতরঙ্গে নৃত্য কর ব'লে কি, এমন ভাবেও আস্‌তে হয়? ভক্তের যে মধুর রসই অতি প্রিয়, তখন মধুর রসের সে মাধুরী কৈ? নিজে মা যশোমতীর ইচ্ছা বলবতী ক'রে কুন্দলতাকে আয়ান ঘোষের গৃহে পাঠিয়ে মধুরতাময়ী রাই কিশোরীকে নিজগৃহে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছ; ইচ্ছা, সেইখানেই অন্যান্য ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বে, কিন্তু পায়ে পড়া এই অভক্তগুলোর কি একটা উপায় হবে না? বাসনা কি অসম্পূর্ণই থাক্‌বে? তবে থাক্, যে দিন তোমার ইচ্ছা হবে, সেই দিন মনে ক'রো যে, জ্ঞানদাসও বড় কেউ কেটা নয়। (প্রস্থানোদ্যত)

কৃষ্ণ। হরিদাস, ভাই, জ্ঞানদাস যে চ'লে যায়!

হরিদাস। জ্ঞানময়! জ্ঞানদাসের তত্ত্ব ত আপনিই জানেন।

কৃষ্ণ। জানি ব'লেই ত ব'ল্‌ছি, বলি—তুমিও কি তাই চাও না কি? তোমারও কি আমার প্রিয়সখী গোপী ভাবের সাধনা?

হরিদাস। তা কি হে জান না নাথ, তা কি হে জান না?
যুগলরূপের পিয়াসী আমরা, মিটাও বাসনা।

কৃষ্ণ। আর কেন জ্ঞানদাস, বাসনা পূর্ণ ক'রে লও।

জ্ঞানদাস। তবে চল—যাবটের তলে,
যথা ইন্দুমুখী রাধারাণী সনে কুন্দলতা মিলে।
যথা ছল যেতে নন্দালয়,
যথা জ্ঞানদাস সময় বুঝিয়া সদা বাধা দেয়।
থাকিব অদূরে, অক্ষক্রীড়া করিবে তোমরা,
রসভঙ্গী হেরে, অক্ষি তৃপ্ত করিব আমরা।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

কুঞ্জের অপর পার্শ্ব।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। গীত

খেল ত খেল ত বংশীধারি। (রসতরঙ্গে)
প্রেমস্য কুটিলা গতি, তাই তাহে এত ছল-চাতুরী।

(সে যে ভুজঙ্গের গতি, সরলে চলিতে নারে,
তাই হে ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম হ'য়ে, আছ বাঁকা নাম ধ'রেছ,
খেলা নূতন বটে, যাবটের তলে পাশা খেলা,
এতে বহু ভাবের ভাব আসে হে,
এই রাধাকৃষ্ণের মধুর রসে)
মানুষের রীতি, মানব পীরিতি, মানব হইয়ে কর,
পুনঃ ব্রহ্মরূপ জীবাত্মায় মিশিতে নবীন ভাবকে ধর,
(ভাবে ভাব লেগে গেছে, যে ভাবে ভাবিবে তুমি,
সে ভাব যে লেগে গেছে, ভাব না লাগ্‌বে কেন)
সে যে আমার ভাবগ্রাহী মুকুন্দ-মুরারি ॥

প্রস্থান

নবম গর্ভাঙ্ক।

যাবটতল।

বৃন্দা, গোপীগণ, রাধা, কুন্দলতা, শুক, শারি, মুরলী, শ্রীকৃষ্ণ, রাখালগণ—অদূরে হরিদাস ও জ্ঞানদাসের দণ্ডায়মান।

বৃন্দা। আর কেন কালাচাঁদ, এক দান ত খেলেছ, এখন কিশোরীকে ছেড়ে দাও, আমরাও সব স'রে পড়ি।

বিশাখা। জান ত বংশীধর, সে জটিলে কুটিলে বড় সহজ মেয়ে নয়, হয় ত কুন্দলতার সঙ্গে রাইকে দিয়ে তারাও পেছু নিয়েছে।

ললিতা। আর মা যশোদাও ত কিশোরীর যাবার বিলম্ব দেখে ভাব্‌তে পারেন।

কৃষ্ণ। তা, তা, যা হয় তা হবে, আজ কিশোরীর সঙ্গে একটু পাশা খেল্‌ব। তাই কুন্দলতাকে ইশারা ক'রে অপেক্ষা ক'র্‌তে ব'লেছিলুম, তা তোমরা এলে কোথা হ'তে ?

ললিতা। যেথান থেকেই আসি, রাই আমাদের, না তোমাদের ? যেথানে রাই, সেথানেই গোপী !

সুবল। আর যেথানে আমাদের কৃষ্ণ,সেই থানেই তোমাদের রাধা, এ কথা কেন ব'ল্‌ছ না ?

বিশাখা। এ ছোঁড়া কে র‍্যা, খুব যে! আমাদের রাধা ওঁদের কৃষ্ণের কাছে লুটোলুটি থাচ্চে। তোদের কৃষ্ণ বরং "হা রাই, হা রাই" ক'রে পথে ছুটাছুটি ক'রে বেড়ায়।

গীত

রাখালগণ। বলি ক'স্ না বেশী রাধার দাসী দিস্‌নে বড় মুখ নাড়া।
গোপীগণ। জান্‌তে ত নাইক' বাকী—জান্‌তে ত নাইক' বাকী—
কি ব'ল্‌বি তোরা বল্‌না ছোঁড়া ॥
রাখালগণ। কে তোদের রাইকে বল্ চায়,
গোপীগণ। সে কথা শ্যামকে শুধে আয়,
রাখালগণ। তোদের রাইই এসে কানুর পায়ে গড়াগড়ি যায়,

গোপীগণ। ওমা এ কি কথা, এ কথা কি তোদের কানাই কয়,
এখন যে কুলনাশী বাঁশের বাঁশী, ক'র্‌লে রাধায় কুল ছাড়া ॥

রাখালগণ। ও ধনি, সে কথা আর তুল নি—
সেই—সেই দ'য়ের হাঁড়া মাথার ক'রে চোখ্ ঠারা ॥

সুবল। সত্যি নাকি? এ এক ঢংয়ের মাগী, মুখ দেখ না! ভাই কৃষ্ণ, তুই ত আবার পাশা খেল্‌বি ব'ল্‌ছিস্, কিন্তু এবার খেলার আগে পণ রেখে খেল্‌বি, তা নৈলে মাগীগুলোকে জব্দ করা যাবে না।

ললিতা। বেশ ত সুবল, সে কথা আগে তোমার সখাকে রাজী কর। আমরা রেয়ের পক্ষ হ'তে আগে হ'তেই রাজী হ'চ্চি।

কৃষ্ণ। ললিতা, কিছু বলি না ব'লেই বড় বেশী কথা ব'ল্‌ছ যে? তাই ভাল, তোমাদের রাই কি পণ রেখে খেল্‌বেন, তাই পণ করুন। দেখ'—শেষে যেন পণ রক্ষা ক'র্‌বার সময় শ্যামের হাত ধ'র্‌তে হয় না।

সুবল। তখন কিন্তু কান্না শুন্‌ব না।

রাধিকা। না সুবল, এ খেলায় কেউ কারো কান্না শুন্‌বে না। বেশ, আমি আমার এই রঙ্গিনী নৃত্যশীলা প্রিয়সখীকে পণ রাখ্‌লেম, এখন তোমার সখার পণ তুমি রাখ্‌বে, না তোমার সখা রাখ্‌বেন, তাই বল?

কৃষ্ণ। আমিই রাখ্‌ছি। কিশোরি, আমি আমার জীবন হ'তেও প্রিয় রাধাবলা বাঁশরী পণ রাখ্‌লেম।

বৃন্দা। তা হ'লে আর অপেক্ষা ক'র না শ্যাম!

কৃষ্ণ। না, আর অপেক্ষা কি! (রাধা কৃষ্ণের পাশা খেলিতে উপবেশন ও ক্রীড়ারম্ভ)।

কুন্দলতা। কি হে, এখনও যে হাত খুল্‌ল না?

কৃষ্ণ। ব্যস্ত হ'ও না সুন্দরি, হাতে রেখেই কাজ ক'র্‌তে হয়, তোমার কিশোরীরই বা কোন্ হাত খুলেছে?

বৃন্দা। যার হাতে কিছু থাকে হরি, তার হাত কি সহজে খুলে? আমাদের কিশোরী যখন তোমাকে হাত ক'রেছেন, তখন ওঁর হাত সহজে খুল্‌বে কেন?

কৃষ্ণ। আচ্ছা এই নাও।

রাখালগণ। এই খুলেছে, খুলেছে!

সুবল। কেমন খুল্‌লো কি না, খেল ত ভাই কৃষ্ণ, পাকাচালে কাঁচাগুটি মেরে দাও ত।

বিশাখা। কি লো, তোর যে আর হাত খুলে না?

কৃষ্ণ। কেমন হ'ল ত, এবার কিশোরি, তোমার সখীকে আমায় দাও।

বৃন্দা। বেশ, বেশ, আমাদের রাই পণভঙ্গ ক'র্‌বেন না, এই চিত্রাঙ্গদা তোমার প্রাপ্যই হ'ল, আবার খেল।

জ্ঞানদাস। (জনান্তিকে) বুঝ্‌লে হরিদাস, পূর্ণব্রহ্ম পুরুষোত্তম এইখানে শক্তিজয় ক'র্‌লেন।

হরিদাস। আবার শক্তির পরাক্রম দেখ ভাই জ্ঞানদাস!

গোপীগণ। (করতালি দিয়া) এই আমাদের রাইয়ের হাত খুলেছে।

বৃন্দা। কি সুবল, সখার সঙ্গে তুমিও যোগ দাও।

ললিতা। রাধে! এইবার একটা দান ফেল ত, তা হ'লেই বংশীধরের বংশী যায় যায় হবে।

গোপীগণ। এই হ'য়েছে,হ'য়েছে, কৃষ্ণের সব গুটি মারা গেল, দাও কালাচাঁদ, তোমার জ্বালানে পোড়ানে বাঁশীটা দাও ত।

ললিতা। কি, নীরব কেন মুরলীধর! বাঁশী হারা হ'তে হ'ল ব'লে কি কাঁদবে? সুবল, একটু জল আন ভাই, তোমার সখার চোখে জল আস্‌ছে। দাও ছলাধর, রাধা নামের বাঁশী এখন রাধার পায়ে রাখ। (বলে গ্রহণ)

সুবল। কৃষ্ণ, আবার খেল্, আবার খেল্! গোপীদের ব্যঙ্গ সহ্য হয় না ভাই!

রাখাল। আমরা আছি, তোর ভয় কি ভাই!

কৃষ্ণ। এইবার আমার শুকপণ রাখ্‌লেম!

রাধিকা। আমারও শারী:পণ রৈল!

(সকলে সতৃষ্ণে ক্রীড়াদর্শন)।

কৃষ্ণ। এই দানে শারী জয়!

রাধিকা। ভাল, এই দানে শুক জয়, কেমন হ'ল কেশব!

বৃন্দা। কি ভাই সুবল, মুখ চূণ হ'য়ে গেল যে!

ললিতা। ছিঃ কেঁদ' না ভাই, রাইকে ব'লে নয়—বাঁশী, শুক, ফিরিয়ে দোব।

সুবল। কৃষ্ণ, মাগীদের কথায় দম খাস্ নি, ওরা বড় দম-বাজী দেয়। ওদের কথা যে পুরুষ ভয় খায়, সে পুরুষ গাধা, মেড়া।

বিশাখা। পুরুষ হে! সখাকে পুরুষত্ব দেখাতে বল না, ফোঁস

কর কেন মণি! আমরা মেয়ে মানুষ, পুরুষমানুষের ত কান কাটি নি যে, মাগী দেখ্‌লেই ভয় খেতে হবে! এখন সখা ত বাঁশী ও শুক হারালেন, পুঁজির মধ্যে চূড়া-ধড়া আর তোমরা।

সুবল। কৃষ্ণ, তুই একবার আমাদের পণ রাখ, কৃষ্ণের চূড়া-ধড়ায় হাত দেয় কে?

কৃষ্ণ। ভাই সুবল, আমি অনায়াসে চূড়া-ধড়া ত্যাগ ক'র্‌তে পারি, কিন্তু ভাই প্রাণের প্রাণ তো'দিগে ত্যাগ ক'র্‌তে পারি না, তোরা যে আমার জীবনসর্ব্বস্ব!

রাখাল। না কানাই, তোমার চূড়া-ধড়াহীন কাঙালবেশ আমরা দেখ্‌তে পার্‌ব না।

সুবল। কানাই, তুই চুপ্ কর্, আমি তোর পক্ষ হ'তে রাখাল পণ রাখলুম, তুই খেল্।

বৃন্দা। বেশ ত কিশোরি, কৃষ্ণের প্রধান সখা হ'ল সুবল, সুবলের কথাই আমরা মান্য করি, তুমি খেল।

গোপীগণ। এবার বোন্, একটু মন দিয়ে খেলিস্ ত! এই শ্যাম—রেয়ের হাত খুল্‌ল!

ললিতা। ওলো, এখন আমাদের রেয়ের খোলা হাত, ও খুলেই আছে।

কৃষ্ণ। বেশ ত, রাই—এই বার!

গোপীগণ। গেল গেল কৃষ্ণ, তোমার সব গুটি গেল! ওলো, বাঁধ, বাঁধ, আগে রাখালদের বাঁধ, নৈলে সব পালাবে।

কৃষ্ণ। (এক পাশে গুটি চালিয়া দিয়া) কৈ—কৈ—এবার

কার জয় হ'ল! রাই চতুরতা ক'রে এক গুটি আমার তুলে নিয়েছে।

রাখালগণ। আমাদের কানাই, জিতেছে, কানাই জিতেছে।

রাখালগণ। গীত

জয়, জয় জয়, আমাদের ভাই কানায়ের জয়।
চল্ পালিয়ে, আবার নারী কি চাল চালে, পাই যে মনে ভয়॥

(ইতস্তত ধবিত হইল)

গোপীগণ। বা—বা—বা—কি বা চতুরালী, সখাদের শিখায়েছ ভাল বনমালি,
ধ'রে নে ছাড়িস্ নে ভাই নয় মুখে দে চূণকালী, (ধারণ)

মধুমঙ্গল। আমাদের সখার জয় ধ'রবি কেন, সখা শোন—গোপীরা কি কয়॥

বৃন্দা। তোর সখা ত রে খেলাতে হারিল, আর কি করিতে পারে,
রাধিকার নিজ পরিজন করি, নিকটে রাখিব তোরে,
(চল এখন রেয়ের কাছে, তার কাছে সব বিচার আছে,)

ললিতা। ওলো, ওলো, ওলো, এ দ্বিজের কুমার, ইহারে ছাড়িয়ে দেহ,
আর প্রিয়সখা সুবল আছয়ে, তাহারে বান্ধিয়ে লহ,
(ও ধনি সেটা বড় ঠেঁটা, তার কথাগুলো সব কাঠচটা,
সেই ত বড় গুমার ক'রেছিল, গোপীর ধরম করম নিতে
ছল পেতেছিল, এখন গরব রৈল কোথা)

গোপীগণ। কেটে দাও কেশ, খুলে দাও বেশ, বুঝুক্ রাখাল গোপীর পরিচয়।
করিয়ে বন্ধন, সহ কৃষ্ণধন, বান্ধি রাখ তমালের ছায়॥
(আমাদের রাই রাণীর প্রজা যারা, তাদের এত গরব কেন,
রাই-গরবে গরবিনী গোপীর কাছে)

[সকলের প্রস্থান।

জ্ঞানদাস। হরিদাস, জীবের প্রতি ভগবানের মহাশিক্ষা দেখে লও, তিনি স্বয়ং সখাগণসহ গোপী কর্তৃক বদ্ধ হ'য়ে জীবকে শিক্ষা দিলেন.প্রকৃতির নিকট পুরুষ এইরূপে আবদ্ধ। পুরুষ এই মহামায়ায় আছন্ন হ'য়ে আত্মহারা।

হরিদাস। জ্ঞানদাস, তোমার উন্মুক্ত জ্ঞানদ্বারে আমায় অতিথি ক'রেছিলে, আজ বড় তৃপ্তির ভিক্ষা পেলুম, এখন চল, চল, রসময় ভগবানের রসতরঙ্গের নিম্নসমউচ্চগতি আরও কত মধুর, তাই দর্শন করি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আয়ান ঘোষের অন্তঃপুর।

মুণ্ডিত মস্তকে জটিলা, কুটিলা, দুর্ম্মেধা, আয়ান ও আবদ্ধ অলীকঘোষের প্রবেশ।

অলীক। এখন আমায় যা হ'চ্চে হয়, তা কর বাবা, মার্‌তে হয় মার, রাখ্‌তে হয় রাখ, আমি অল্‌কে ঘোষ, আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'য়েছে। বেয়ানের মাথা মুড়িয়েছি, ঘোল ঢালিয়েছি, পথে পথে ক্ষেপী শিয়ালীর মত ঘুরিয়েছি।

জটিলা। ওরে দুর্ম্মেধা, ওরে আয়ানে মুখপোড়ার কথা শুন্‌ছিস্? মুখপোড়া কাল আমার বাড়ীতে ভিজে বেরালটীর মত ঢুকে এই পর্ব্বটা ক'র্‌লে?

কুটিলা। তখনি ত ব'লেছিলুম বাছা, অমন ছোটঘরের বাড়ীর

মেয়ে আনিস্ নি। একি তামাসা গা, বুড়ো মানুষের সঙ্গেও রঙ্গ! আবার রঙ্গ ব'লে রঙ্গ! বলে, বেন গো, আমাবস্থের দিনে চাঁদ দেখাব, সেই চাঁদ দেখ্‌লে মরা মানুষকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মা আমার সতীলক্ষ্মী, আমার মরা বাপকে দেখ্‌তে ওঁর ইচ্ছে হ'ল, তাই গো—দাদা, তাই! পোড়ারমুখো আমাবস্থার দিনে ঠিক ভর সন্ধ্যের সময় নিদের মাঠে নিয়ে গিয়ে মায়ের আমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিয়েছে। কি লজ্জা! কি লজ্জা! বলে, এ রকম না ক'র্‌লে মরা মানুষ দেখ্‌তে পাবে না।

অলীক। হাঁ বেন দিদি, মরা মানুষ দেখান কথাটা কি মিথ্যে গা! আচ্ছা কৈ, ফুলচন্দন হাতে ক'রে বল দেখি, কথাটা কি মিথ্যে?

জটিলা। ওরে মুখপোড়া, কুটিলে নিয়ে আয় ত বঁঠিটা—ধেড়ে মুখপোড়ার নাকটা কেটে দি। আর আমার এই দুযমন ছেলেগুলো কি মানুষ, তাই ওরা ওদের মায়ের ব্যাখ্যানা শুন্‌ছে!

দুর্ম্মেধা। আয়ানে, মা কি ব'ল্‌ছে শুন্‌ছিস্, তোর এ বেটা মামাশ্বশুরের কি ক'র্‌বি এখন কর! এ বেটা মিথ্যাবাদী!

অলীক। মিথ্যাবাদী, কৈ তোর মা ফুলচন্দন হাতে ক'রে বলুক্ দেখি যে, মরামানুষ দেখে নি?

আয়ান। বেটা ছোটলোক গয়লা!

অলীক। হাঁ বাবা, তুমি, বামুনের বেটা তা ত আমরা জানতুম নি, তা হ'লে কি আর ভাগ্নী সম্প্রদান ক'র্‌তুম?

আয়ান। দাদা ভাই, মামাশ্বশুর ত এ কথাটা বল্লে ঠিক।

অলীক। আরে বাপ, ঠিক নয় ত কি, একথা সব ঠিক, না হ'লে আমার ভাগ্নী রাধাকে তোমার মা নন্দ ঘোষের বাড়ী পাঠায় কেন ?

দুর্ম্মেধা। আরে আয়ানে, এ মামাশ্বশুর এ ব'লে কি ?

আয়ান। বলি মা, আমার বৌকে তুমি নন্দ ঘোষের বাড়ী পাঠিয়েছ ?

জটিলা। আরে বাবা, যশোদা বোন আমার অনেক ক'রে ব'লে পাঠিয়েছিল, তাই।

অলীক। ও সব বাজে কথা শুনি না বাবা, পাঠিয়েছ কি না এইটে ঠিক কর। তারপর আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে ঠিক ক'র্‌বে।

আয়ান। বলি—পাঠিয়েছ কিনা ?

কুটিলা। ওমা—পাঠিয়েছে ত তার হ'য়েছে কি, কুটুমের বাড়ী বুঝি আর বৌ ঝি যায়

অলীক। বাস্ বাবা, এবার বিচার কর।

দুর্ম্মেধা। বলি পাঠাতে ব'ল্লে কে ? আয়ানে, ধর্ ত মাকে, পাঠাতে ব'ল্লে কে ?

আয়ান। আগো মা, বল্ পাঠাতে ব'ল্লে কে ?

জটিলা। পাঠাতে আবার ব'ল্‌বে কে, আমি পাঠিয়েছি।

অলীক। কেমন বাবা, আমার কথা ঠিক কি না ?

আয়ান। ঠিক।

অলীক। কথাবার্ত্তাগুলো ঠিক।

দুর্ম্মেধা। আয়ানে, আর মামাশ্বশুরকে কোন কথা ব'ল্‌বার যো নেই ঠিক! এখন বেটার মামাশ্বশুরকে দে ছেড়ে! ভেড়ের ভেড়ে যেন গোল না করে।

আয়ান। (বন্দন মুক্ত করিয়া) যা বেটা, মামাশ্বশুর ব'লেই রেহাই দিলুম, তা না হ'লে ঠাণ্ডা জলপোড়া দিয়ে ছাড়্‌তুম।

অলীক। আমিও বাবা বেয়ান ব'লে ছেড়ে দিলুম, তা না হ'লে ঐ আসনায়ের কথা নিয়ে এতক্ষণ ঢাক পিট্‌তুম। হা বেটা গয়লার ঘরের গোরু!

[প্রস্থান।

জটিলা। ওরে আহাম্মুক বেটারা, ছেড়ে দিলি? গুখোর বেটাকে ঢিট ক'রে দিতে পার্‌লি না? কুটিলে, তুইও ছেড়ে দিলি, কিছুই ক'র্‌তে পার্‌লি না?

কুটিলা। আমাকে অবাক ক'র্‌লে মা! কুটিলেকে: হার মানালে!

দুর্ম্মেধা। দেখ মা!

আয়ান। দেখ মা!

উভয়ে। দু'জনেই বড় রেগেছি,মা ব'লে কসুর মাপ ক'র্‌ছি।

আয়ান। জাস্তা নেই, হামি আয়ান ঘোষ!

দুর্ম্মেধা। বলি তুই নন্দ ঘোষের বাড়ী বৌ পাঠালি কেন?

আয়ান। আবি মোর বৌ বোলাও,ঐ গো দাদা, ছোঁড়াগুলো তাই তখন বোয়ের নাম ক'র্‌ছিল। আবি মোর বৌ বোলাও বুড্ডা মাগি!

জটিলা। ও কুটলে, এ ছেলে ছুটোই যে ক্ষাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌ল! কি করি মা, কেন পোড়ারমুখো কুটুম, আমার বৌ ঝি নিয়ে যেতে চায় মা, এ যে চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হ'চ্চে। 'যা, যা, এখনি বৌ নিয়ে আয়! ওমা—মা গো,

[রোদন করিতে করিতে প্রস্থান।

কুটিলা। ওমা, মা কেন কাঁদে গো, ওগো মা আমার!

[রোদন করিতে করিতে প্রস্থান।

দুর্ম্মেধা। আয়ানে, খবরদার, বৌ যেন আর ঘরের বার না হয়। তা হ'লে তোর একদিন কি আমার একদিন। হাঁ— আমি এই ব'লে চল্লুম। ঐ রে—আমার কে বোয়ের নাম ক'র্‌ছে রে, ওরে শালা, আমি যাই কোথা? বনে গিয়ে বাস ক'র্‌ব না কি!

[প্রস্থান।

আয়ান। তাই ত, বড় তারিপের বৌ হ'ল ত, বাবা ব্রজে এত মেয়েমানুষ থাক্‌তে আমার বোয়ের নামে এত সুর বাজে কেন? বৌ আমাদের লাকের মধ্যে একটা কি না!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নন্দালয়।

নন্দ, বৃষভানু ও উপানন্দের প্রবেশ।

বৃষভানু। শুন্‌লে ত ভাই নন্দ, রাধার আমার অবস্থার কথা শুন্‌লে ত? প্রখরা কুটিলার অত্যাচারে বাছা আমার পেটপূ'রে খেতে পর্য্যন্ত পায় না। মহিষী এ কথা শুন্‌লে কি আর রক্ষা রাখ্‌বেন? রাধার অদৃষ্ট নয় ভায়া, আমারই অদৃষ্ট! একটা মেয়ে নিয়ে ভগবান আমায় সুখী হ'তে দিলেন না!

নন্দ। সে সকল কথা আর ভেবো না সখা! অমন সুলক্ষণা কন্যা, মা যেন স্বয়ং লক্ষ্মী, তিনি যদি সুখী হ'তে পার্‌লেন না, তখন নিজের অদৃষ্ট বৈকি? দেখে—শুনে বাপ মায়ের কর্ত্তব্য যা, তা দিতে ত আর ত্রুটী কর নি, ধনৈশ্বর্য্যরত্নেরও অভাব নেই, তখন আর ব'ল্‌বার কি আছে ভাই!

উপানন্দ। তা বটে দাদা, তবু মন বুঝে না। ওঁর কন্যা— হবেই ত, আমাদের কি হয় বলুন দেখি? মা আমাদের সর্ব্বগুণে গুণবতী! কাল হ'তে আমাদের বাড়ীতে আছেন, গৃহে আনন্দ যেন আর ধরে না; মায়ের মুখে একটী কথা শুনেছেন? আনন্দ-ময়ীর আগমন হ'তেই যেন এই নন্দালয় পৃথক এক শ্রীধারণ ক'রেছে! মা আজ রন্ধন ক'রেছিলেন, আহা, সে যেন অমৃত রন্ধন!

যশোদার প্রবেশ।

যশোদা। এ কি কথা মা, কাল বাছাকে এনেছি, আজ অমনি লোকের উপরে লোক, এখনি রাধাকে পাঠিয়ে দিতে হবে!

নন্দ। কেন রাধাকে দু' পাঁচ দিন রাখ্‌বে না?

উপানন্দ। এ কথা কি ব'লে ক'য়ে নিয়ে আসা হয় নি?

যশোদা। এ কথা আর কি ব'লে ক'য়ে নিয়ে আস্‌ব ঠাকুর-পো! রাধা মা কি আমাদের পর, না আয়ান ঘোষের সঙ্গে আমাদের যা তা একটা পাতান সম্বন্ধ! মাসির বৌ—বোনঝির বাড়ীতে এসেছে, দশ দিন থাক্‌লেই বা, তাতে আবার বলা কওয়া কি?

নন্দ। সত্যিই ত।

উপানন্দ। না, কিছুতেই পাঠান হবে না। বৌদিদি, আপনি ব'লে পাঠান—রাধা ছয় মাস আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বে। দেখি, আয়ান ঘোষের মা বোন আমাদের কি ক'র্‌তে পারে।

নন্দ। কথাটা তা হ'লে নোংরা হয়, কেমন সখা!

বৃষভানু। কাজ নাই ভাই, তাতে আমার রাধার সুখ হবে না, বরং হয় ত হিতে বিপরীত ঘটবে। কন্যাকে যখন দান ক'রেছি, তখন তাতে আর আমাদের অধিকার কি? চোখের দেখা একবার যে দেখ্‌তে পেলুম, এতেই যথেষ্ট! যদি তারা দেখতেই না দিত, যদি তারা আমার রাধাকে তোমার বাড়ী নাই পাঠাত, তাতেই বা ক'র্‌তাম কি? হা ভগবান—এ আবার তোমার কি বিধান! এরই নাম কি স্নেহের শাসন? ভাই নন্দ, আমি এখন চ'ল্লুম, তুমি আমার রাধাকে পাঠিয়ে দিও, যাবার সময়

আমি আর তার মলিন মুখ দেখ্‌তে পার্‌ব না। রাধা যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, ব'ল,"মা দুঃখ ক'রিস্‌ নে, অকস্মাৎ তোর পিতা বৃষভানু রাজার মৃত্যু হ'য়েছে, এ জগতে তোর পিতা বলা সম্বন্ধ ফুরিয়েছে ! আর এ জীবনে তুই তাকে দেখ্‌তে পাবি না !" হায় — পূর্ব্ব জন্মের কত মহাপাপে এ জন্মে কন্যার পিতা হ'য়েছিলুম, তা আর কে বল্‌বে, অন্তর্যামী চিন্তামণি, তুমিই তা একমাত্র ব'ল্‌তে পার।

[প্রস্থান।

নন্দ। সখা, যেও না, যেও না, একবার রাধা মা'য়ের সঙ্গে দেখা ক'রে যাও। উপানন্দ, মহারাজ বৃষভানুকে ফিরাবার চেষ্টা করি গে এস।

[উপানন্দ সহ প্রস্থান।

যশোদা। অবাক ক'র্‌লে মা ! আমি কোথা মনে ক'র্‌লুম,রাধা আমার দু'মাস থাক্‌বে,তা না হ'য়ে দু দিনও নয় ? যাই,কুন্দলতাকে দুলালী মা রাধাকে আমার সাজাতে ব'লে এসেছি, একবার দেখি গে। আহা, মা যেন একদিন এসে আমার ঘর আলো ক'রে দিয়েছে !

মালাহস্তে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। কে ও দুষ্টু মেয়েটা মা ? এত গরব কেন ? কেন আমার গলার মালা নিয়ে ঘাঁট্‌ছিল ?

যশোদা। কে দুষ্টু মেয়েটারে বাবা ! কার কথা ব'ল্‌ছিস্‌ নীলমণি !

কৃষ্ণ। ঐ যে গো মা, যে আমাদের বাড়ীতে আজ রেঁধেছিল! যে বড় মিষ্টি রাঁধে মা! যার রান্না আমি কতবার চেয়ে চেয়ে খেলুম।

যশোদা। আমাদের মা রাধার কথা ব'ল্‌ছিস্‌? কেন, তুমি কি ওকে জান না বাবা!

কৃষ্ণ। জানব না কেন, শুনেছি ও বৃষভানু রাজার মেয়ে, আয়ান ঘোষের বৌ। ও আমাদের বাড়ী এলো কেন মা!

রাধার প্রবেশ।

রাধা। ওমা, দেখ দেখি, তোমার নীলমণি, আমার মালা গাছটা নিয়ে পালিয়ে এল! এই মালাটা ওর, আর ওর হাতে যে মালা গাছটা, ওটা আমার! ও বলে, তা না, এইটে আমার।

কৃষ্ণ। হাঁ মা, দেখ না, এ গাছটা আমার মালা নয়?

যশোদা। না বাছা, এটা ত তোমার নয়, ঐ গাছটাই তোমার, রাধার মালা রাধায় দিয়ে দাও। (স্বগত) আহা বাছা গোপালের আমার এখনও বালক-স্বভাব যায় নি এ ছেলের উপরও আবার পোড়ালোকে নিন্দের কথা তুলে!

শ্রীকৃষ্ণ। (রাধার কণ্ঠে মালা দিয়া) এই নাও, তোমার মালা তুমি পর। আমার মালা আমায় দাও, মায়ের কথায় দিলুম, তা না হ'লে কি তোমায় মালা দি?

শ্রীরাধা। (কৃষ্ণের কণ্ঠে মালা দিয়া) এই নাও।

যশোদা। (স্বগত) আ মরি রে কি দু'টী চিত্র, ইচ্ছে হয়, দিন

রাত্রি চক্ষুভরে দেখি! অদৃষ্ট যে তেমন নয়, তা নৈলে কি মা কাত্যায়নী আমায় এমন যোগ্য বৌ দান ক'র্‌তেন না?

গোপীগণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ও মা,আমাদের বাড়ীতে এত মেয়ে মানুষ কেন গো! এরা সব সেদিন আমায় গাল দিচ্ছিল, আজ—না বল্‌ব না, আসি মা, গোরু ছাড়্‌বার সময় হ'য়েছে, গোরু ছেড়ে দিয়ে আসি,তারপর তুমি সাজিয়ে দিবে।

[প্রস্থান।

বৃন্দা। (স্বগত) এই যে, দুটীতে এক হ'য়েছিলেন! চক্রীর চক্র কি বুঝ্‌বার যো আছে! রঙ্গনাথ! মায়ের সম্মুখেও রঙ্গ ক'র্‌ছিলে? কর, কর, ও রঙ্গ ভুল না হরি! (প্রকাশ্যে) মা, শ্রীমতীকে বিদায় দিন, বড়ই বিষম দা'য়ে পড়েছি; আমরা এর জন্যই আবার এসেছি।

যশোদা। সব জানি মা, বিলম্বই বা কি? জটিলা মাসি যখন বারবার তোমাদিগে পাঠাচ্চেন, তখন তাঁর বো'য়ে ত আমাদের জোর নেই, এখনি পাঠাচ্চি।

বৃন্দা। মা, ক্ষমা ক'র্‌বেন—

যশোদা। না বৃন্দা, আমি রাগ করি নি মা, দুঃখ ক'র্‌ছি! এস মা রাধে! দুঃখিনীকে মনে রেখ। আমার নীলমণি আর তুমি—আমার চক্ষের দুটী তারা! গোপরাজেরও তাই জান্‌বে! আমাদের যা কিছু, সব মা তোমাদের! বিধাতার মস্তকে বাজ পড়ুক, তা না

হ'লে তোমার মত বৌ আমার ভাগ্যে জুট্‌ল না কেন? আমার মনের আগুন মনেই র'য়ে গেল! এস মা, না পাঠালে জটিলা মাসি আবার রাগ ক'র্‌বেন, আর কখন আমার বাড়ী তোমায় পাঠাবেন না। বিশেষতঃ সর্ব্বনাশী কুটিলা. তার উপরে দুর্ম্মেধা আয়ান, কার কথাই বা বলি! অভাগিনী গো, বড়ই কষ্টে তুমি ঘর ক'র্‌ছ! কি ক'র্‌বে মা, তোমারও পোড়াকপাল আর তোমার মায়েরও পোড়া কপাল! চল বিশাখা, মায়ের হাত ধ'রে নাও। এস মা আমার!

(চুম্বন ও শ্রীরাধিকার প্রণাম)

নেপথ্যে—মা—মা আমি গোঠে যাব, আমায় শীগ্‌গির সাজিয়ে দিবে এস।

যশোদা। এস. আমি এখন আসি, গোপাল আমার গোঠে যাবার জন্য ডাক্‌ছে! বৃন্দা.রাধা মাকে আমার সাবধানে নিয়ে যাও।

[প্রস্থান।

রাধা। "বন্ধু যদি যাবে বনে শুন ওগো সখি,
চূড়া বেন্ধে যাব চল যথা কমলআঁখি।
বিপিনে মিশিব গিয়া শ্যাম জলধরে,
রাখালের'বেশে যাব হরিষ অন্তরে।
চূড়াটী বান্ধহ শিরে যত সখীগণ,
পীতধড়া পর সবে আনন্দিত মন।
কেহ হও দাম. শ্রীদাম, সুদাম, সুবলাদি যত সখা,
চল যাব বনে, নটবর সনে, কাননে করিব দেখা।
পর পীতধড়া' মাথে বান্ধ চূড়া, বেণু লহ কেহ করে,

হা রে রে রে বোল, কর উচ্চরোল, যাইব যমুনা-তীরে
পর ফুলমালা, সাজহ অবলা, সবারে যাইতে হবে,
দাম বসুদাম, সাজ বলরাম, যাইতে হইবে সবে।

পৌর্ণমাসীর প্রবেশ।

পৌর্ণমাসী　　　গীত

জয় ব্রজ-আমোদিনী, রাসেশ্বরী রাধারাণী,
সোহাগ দুলালী, কনক পুতলী, আয় মা আয়।
যে সাজে সাজিতে সাধ, সে সাজ এনেছি আজ,
ধড়া চূড়া বনমালা আয় মাগো পরবি আয়॥
গায়ে মাখ রাঙা মাটি, পর কটিতটে ধটি,
শিরে বাঁধ চূড়া, গলে দাও মালা, নাগরি, সাজহ নাগররায়,
ললিতা বিশাখা আদি হোক্ দাম সুবলাদি,
হ'ল ত মা সবি, বল উচ কুচযুগ কিসে ঢাকা যায়॥
(যাহে জগৎ-প্রাণী বাঁচে ও মা, দুগ্ধ পিয়ে)
ফুলরাশি দিয়ে ঢেকে দে মা, যেন জানা নাহি যায়,
সবই ত হইল, রাই ত সাজিল কানু,
(মাগো) মুরলী নহিলে বল কে ফেরাবে ধেনু?
(বেণু কোথায় পাব, বেণুধরের করের বেণু)

ইন্দ্র, মহাদেব, ব্রহ্মা, পবন, বরুণ, যম প্রভৃতি দেবগণের প্রবেশ।

গীত

দেবগণ।　　　পৌর্ণমাসি গো, রাই যদি হ'ল বনমালী,
সলিল আনিয়ে পত্রে করহ মুরলী।

(বাঁশী উঠ্‌বে বেজে, ব্রজের মাঝে রায়ের মধুর
মধুর অধর যোগে, এমন দিন আর পাবি না লো)

পৌর্ণমাসী। তাই যদি হয়, তবে দাও শিঙ্গা ত্রিপুরারি,
ললিতার ক'রে দিই হোক হলধারী ! (শিঙ্গা প্রদান)
(এবার কেমন হ'ল শ্যামের বেশে রাই কেমন হ'ল, রাধে !
ঐ দেখ তোমার নবলক্ষ ধেণু ধনি (রাধে গোবিন্দ বল,
রাধে গোবিন্দ বল,রাই গোঠে চল.হারে রে রে রে বোল বল, বল)

গোপীগণ। হারে রে রে রে রে, আও রে ধবলী,
রাই রাখাল আজু সে হেরবি আয় ॥

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

যমুনাতীর ।

জ্ঞানদাসের প্রবেশ ।

জ্ঞানদাস। ক্ষেপায় সুখ নাই রে,ক্ষেপায় সুখ নাই, অনেক সময় বৃথায় কেটে যায়। তবে রস যায় না ! আহা ঠাকুর ব'লেছিলেন— এই কৃষ্ণলীলায় কেবল রসাভিনয় ! তাই বটে। এমন অভিনয় কেউ কখন দেখে নি আর কেউ কখন দেখ্‌বে নি। এরই নাম রসবৈচিত্র ভক্ত সাধক মাত্রই এই রসবৈচিত্র দর্শনের নিমিত্ত সর্ব্বদা পাগল।

ধন্য দ্বাপর যুগ, আর ধন্য দ্বাপরীয় জীববৃন্দ! পূর্ব্বজন্মান্তরীণ বহু পুণ্যব'লে তোমাদের উৎপত্তি! তাই ইহ জীবনে, সশরীরে ভগবানের সেই রসবৈচিত্র দর্শন ক'রতে পার্‌ছ! রসময়-রসময়ীর প্রেম-তরঙ্গ কি মধুর! রসানভিজ্ঞ মানব! তুমি যাকে অশ্লীল ভাব ব'লে নাস্তিকতার দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত আছ, আজ সেই অশ্লীল মধুর রস উপভোগের জন্য স্বর্গ হ'তে দেবগণ এমন কি—দেবের দেব ত্রিলোচন পর্য্যন্ত কৈলাস বৈকুণ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠধাম বৃন্দাবন ধামে এসে উপস্থিত হ'য়েছেন। এস দেখি, সেই নাস্তিকতার দুর্ভেদ্য আবরণ কি উন্মোচন ক'র্‌তে পার্‌বে না? তুমি কেন ভাই শ্লীল-অশ্লীল ল'য়ে বাদ-বিতণ্ডার একটা অটল পাহাড় নির্ম্মাণ ক'র্‌ছ? যে রসের—যে মিলনে জগতের সৃষ্টি,জীবের সৃষ্টি,সেই সৃষ্টির,সেই জীবের মধ্য হ'তে তোমার,আমার,পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পিতৃপিতামহের সৃষ্টি, তাকে আজ অশ্লীল ব'লে দূর ক'র্‌লে তুমি, আমি, পিতৃপিতামহের অস্তিত্ব থাকুবে কেন! কথাটার পাক একটু কড়া হ'য়ে গেল; কিন্তু শ্লীল-অশ্লীল এই দুটোকথারই পাক একটু কড়া! রসানভিজ্ঞ মানব! এই অনন্ত প্রকৃতি যে,রসে গড়া! তাও কি তোমায় ব'ল্‌তে হবে? রস ছাড়া জীবের আর অস্তিত্ব কি ভাই! তখন সেই আদি মধুর রসকে অশ্লীল ব'লে উপেক্ষা ক'র্‌লে তোমার রসজ্ঞানের ব্যতিক্রম ঘটেছে, ব'ল্‌ব না কি? তাই বলি রসে প্রবেশ কর,আত্মহারা হও, তখন রসিক হবে। রসে সংসারের যাবতীয় আনন্দ লাভ ক'রবে। যতদিন পর্য্যন্ত তুমি রসজ্ঞানে বঞ্চিত থাকবে,ততদিন তুমি অরসিক. নিরবচ্ছিন্ন নিরস ভাবনা-বাদের মধ্যে প'ড়ে অনন্ত যন্ত্রণা উপভোগ

ক'র্‌বে। তোমার অসার জীবন বৃথায় যাবে ; কোন সফলতা লাভ কর্‌তে পার্‌বে না।

হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস। কি ভাই জ্ঞানদাস, নির্জ্জন পুলিনে কি বিষয় চিন্তা ক'র্‌ছ ?

জ্ঞানদাস। কে ও হরিদাস, ধ'রেছ ধর ধর ভাই, আর পাগলামী রাখ্‌তে পার্‌লুম না। মধুর—মধুর রস যা অমৃত হ'তেও মিষ্ট, সে রসের আর তুলনা নাই ! যে রস পেলে ব্রহ্মপদও তুচ্ছ জ্ঞান করি,ভাই হরিদাস,আজ সেই রসময়ী রাধার আর রসময় শ্রীকৃষ্ণের মধুর রসের বিষয় অনুধ্যান ক'র্‌ছি। বড় মধুর রে—বড মধুর ! রাই রাখাল, হ'য়েছেন এখন রাখালরাজ গোবিন্দ কি করেন—কি মধুর হ'তে কি মধুর ভাব সৃষ্টি করেন,তাই দেখ্‌বার জন্য উদগ্রীব হ'য়েছি,আর রসানভিজ্ঞ ভবের জীবকে সেই মধুর রসের তাৎপর্য্য বুঝাচ্চি। একদিন—ঐ তর্ক—ঐ নাস্তিকতা যে আমারও হৃদয়ে ছিল ভাই ! অধম বিশেষ ভুক্তভোগী ব'লেই স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে আজ তার মর্ম্মার্থ বুঝাতে চেষ্টা ক'র্‌ছে।

হরিদাস। ভাই জ্ঞানদাস, তোমার সে চেষ্টা সফল হ'ক্, আর ভাই, এটীও বুঝিও—জটিলা কুটিলা ও আয়ান ঘোষ প্রভৃতি কৃষ্ণদ্বেষী কেন ? কারণ ভক্তগণ বলেন—ব্রজধামে কৃষ্ণদ্বেষীর স্থান ছিল না।

জ্ঞানদাস। সত্যই ভাই হরিদাস,যে স্থান ভগবানের লীলাক্ষেত্র "সে স্থানে যে কৃষ্ণদ্বেষীর অবস্থান অসম্ভব" এই ভক্তবাক্য অভ্রান্ত

ও ধ্রুব, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? আমিই এই কথা একদিন দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, প্রভু ব'ল্লেন—বাছা জ্ঞানদাস, জটিলা কুটিলা বা আয়ানাদি এরা কেউ কৃষ্ণ-দ্বেষী নন্। তাঁরা মনে মনে ভগবানকে সম্পূর্ণ ভালবাসেন, কেবল পরকীয় ভাবে ভগবানের রসপুষ্টি সাধন ক'র্‌ছেন মাত্র। ভাই রে—রসিক-রসিকারা ত এই ভাবেই রসের পরিপুষ্টন ক'রে থাকেন। ঐ ত রসের তরঙ্গ। ঘাত-প্রতিঘাত না থাক্‌লে প্রেমের স্ফুরণ হবে কেন ভাই!

হরিদাস। ভাই রে—তাই—তাই, ঐ তরঙ্গ কেবল নাম্‌ছে আর উঠ্‌ছে!

জ্ঞানদাস। হাঁ ভাই হরিদাস তরঙ্গ নাম্‌ছে আর উঠ্‌ছে! এই চিরবিচ্ছিন্নভাব যেন চির নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে মিশে যাচ্চে, আবার পর মুহূর্ত্তেই যেন তা চিরবিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্চে! আহা কি মধুর তরঙ্গ, এ মধুর কৃষ্ণলীলার রস ক'জন উপভোগ ক'র্‌তে পায় ভাই! জয় রাধে—কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল!

[উভয়ের প্রস্থান।

ভক্তগণ ও নারদের প্রবেশ

নারদ। গীত

রসের তুফান উজান ব'য়ে যায়, কে ভাস্‌বি আয় রে আয়।
সে রস যেমন তেমন নয় রে রসিক, তায় আপনি ভাসেন রসরায়॥
তোমার ক্ষুধা নাশের তরে, (আজ) সেই রসসিন্ধু উদয় ওরে,

সে রস বিলাইতে অকাতরে, যুগলরূপে উদয় হরায় ;
তুই ধর না এসে ও ধরার জীব, নৈলে যে রস উথ্‌লে পালায় ॥

চল ভক্তগণ, দূর হ'তে সেই রস পান করি গে চল।

[সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। কারা আসে ? ভাই শ্রীদাম, সুদাম না কি ! না তারা ত ব্রজের অনেক দূরে গোপাল ল'য়ে গোচারণ ক'র্‌তে গেছে। কি হ'ল। তবে কি দুর্বৃত্ত কংস আবার কোন অত্যাচার ক'র্‌লে ! তাই প্রাণসখা রাখালগণ গোচারণ ত্যাগ ক'রে আমার শরণাগত হ'তে আস্‌ছে ! না, তা হ'লেই বা রাখালসকল সঙ্কোচে ঐ নিভৃতকুঞ্জে দণ্ডায়মান হবে কেন ? দেখ্‌তে হ'ল !

[প্রস্থান

রাখালবেশী গোপীগণ ও শ্রীরাধার প্রবেশ।

গোপীগণ ও রাধা। গীত

আবা—আবা আবা, হেট হেট হেট,
আরে রে রে শ্যামলী ধবলী অমনে যা।
মর কম্‌নে ছুটে, ওরে কানাই,
তোর কি রকম, দে না একটা রা ॥

রাধা। চুপ, চুপ, ঐ ভাই, আমাদের শ্যাম এই দিকে আস্‌ছেন।

কৃষ্ণের বেশ।

কৃষ্ণ। কে তোমরা ?

"কোন্ গ্রামে বসতি রে কোন্ গ্রামে ঘর
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর!
কাহার নন্দন তোরা সত্য করি বল্,
কেন রে তোদের হেরে অন্তর চঞ্চল।
একি একি চারিদিকে একি গন্ধ পাই,
এর মাঝে আছে কি রে প্রাণাধিকা রাই ?
তা না হ'লে কার গন্ধে অন্তর মাতায়,
আপাদ-মস্তক মো'র কেবা শিহরায়।"

(চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত)

বৃন্দা। "কি নিহার চারিদিকে ওহে শ্যামধন,
রাধারে চিন না তুমি রসিক কেমন ?
দেখ দেখি এ রাখাল পুরুষ কি নারী,
ভেঙ্গেছে নাগরী আজ নাগর-চাতুরী

গোপীগণ।

গীত

দেখ দেখ ত্রিভঙ্গ হে, এ হেম-নলিনী পার না কি চিন্‌তে।
এখনি চেনার দিন কি গেল চলে শ্যাম, যার লেগে হে দু'দিন আগে কাঁদ্‌তে॥
(হা রাই, হা রাই ব'লে, যমুনার কুলে কুলে আঁখির জলে)
চিনে দেখ চিন্তামণি, তোমার সে চিন্ময়ী কি না ইনি,
নয় মিলাও নিয়ে বামে আনি—যারে তুমি বাঁশীর স্বরে আন্‌তে,
আজ সে যেচে এসেচে বলে—কেবল পড়্‌ছ ভুল-ভ্রান্‌তে॥

(এমন ভ্রান্তি ত তোমার উচিত নয় নাথ,
তুমি জীবের ভ্রান্তি হর, ভক্তের হৃদি-গুহার তম হর)

কৃষ্ণ। না বৃন্দে! না, রাই আমার জীবন সর্ব্বস্ব! চল সুন্দরি, ঐ নিকুঞ্জে আমরা বিহার করি গে চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আয়ান ঘোষের গৃহ প্রাঙ্গণ।

গোপদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম গোপ। আয়ানে, আয়ানে ছুটে আয়, যদি দেখ্‌বি ত ছুটে আয়! এমন মজার কাণ্ড আর কখন দেখিস্ নি আর দেখ্‌বি নি!

২য় গোপ। অবাক্ ক'রেছে বাবা, ধেড়ে ধেড়ে পগেয়া গাইএর মত মাগীগুলো মালকোঁচা বেঁধে কাপড় পোরে বাবা, লাজসরমের মাথা খেয়ে সড়প দিয়ে চ'লে আস্‌ছে!

উভয়ে। ও রে, আয় সব, আয়ানে দুর্ম্মেধা!

দুর্ম্মেধা ও আয়ানের প্রবেশ।

উভয়ে। কি গো বেজা খুড়ো, কি হ'য়েছে বাবা!

আয়ান। বেজায় যে তুমি হাম্‌লাচ্ছ।

দুর্ম্মেধা। রকমটা কি ব'ল দেখি মাণিক! ব্যাপারটা কি?

১ম গোপ। ব্যাপারটা বড় ছোট্ট খাট্টী নয় চাঁদ! ঘরের গালয়ানী বৌয়ের রকম দেখে চিত্তির হবে, বংশ রক্ষে! বাবা—একি মেয়েমানুষ রে, সাতটা পুরুষের কানকেটে ছাড়্‌তে পারে।

আয়ান। দেখ খুড়ো, ভদ্দর লোকের বাড়ীর মেয়েকে যা তা কথা বল না ব'ল্‌ছি।

দুর্ম্মেধা। কেন বল ত বেজাখুড়ো, তোমরা কি আমাদিগে একটা হেন তেন—ন ভূত ন ভবিষ্যতি ছেলে পেলে, তাই যার যা মনে আস্‌ছে, তাই ব'ল্‌ছ? কোথা কি দেখ্‌লে যে, অমনি বোয়ের নামে একটা ঢো তুল্‌লে?

আয়ান। মুখ সাম্‌লে থেক, নৈলে ভাল হ'বে না ব'ল্‌ছি।

দুর্ম্মেধা। বেতিয়ে লবেজান ক'রে দোব।

আয়ান! আয়ান ঘোষের বৌকে যেন, ডুমুরের ফুল দেখেছ।

১ম গোপ। শুন্‌ছ, শুন্‌ছ!

২য় গোপ। পথেও হাগ্‌বে, চোখও রাঙাবে?

৩য় গোপ। কেন হে, অত কথা শুন্‌ব! পয়সা আর জেতে তুল্‌তে পারে না।

২য় গোপ। বটেই ত, চল্ ত, মজ্‌লিস্ ডাকি গে দেখি আয়ানের আর দুর্ম্মেধার অহঙ্কার চূর্ণ ক'র্‌তে পারি কি না পারি।

১ম গোপ। (বুকে চপটাঘাত পূর্ব্বক) আমার নাম বাবা, বেজবিহারী; দেখ আয়ানে—দেখ দুর্ম্মেধা, তোদের এক ঘরে ক'র্‌ব,

চন্দ্রায়ণ—প্রাশ্চিত্তি করাব তখন দেখ্‌বি, তোদের খুড়ো ঘাসে মুখ দিয়ে চ'লে না। চ ত মাধাই!

২য় গোপ। চ ত বেজাই, গয়লার ছেলেকে একবার দেখি!

[উভয়ের প্রস্থান।

দুর্মেধা। দাদা ভাই, বৌ দেখ, বৌ দেখ, আর ঘরে চাবি লাগাও, আমি ক'দিন ধরেই ব'ল্‌ছি, তুই ত আমার কথায় কান দিস্‌ নি।

আয়ান। এই মা বেটীই ত বৌটাকে আমার শেষ ক'র্‌লে! কেবল "রাজার ঝি, রাজার ঝি" ক'রে, বোয়ের পীরিত জমিয়ে দিচ্চে! আজ র'ধার সঙ্গে আমার শেষ দেখা! দেখি বটী রাজার ঝি আমার কি ক'র্‌তে পারে! এস ত ভাই!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ।

জটিলা। মেরে ফেল্‌—মেরে ফেল্‌—ক'জনে প'ড়ে বৌটাকে শেষ ক'রে ফেল্‌! আর হাড়হাভাতে ছুঁড়িকে কি আমি কম

ব'লেছি গা, যে ছুঁড়ি, যেখানে যাবি, সেখানে দেরী ক'রিস্ নি, তা কি সে শুন্‌বে!

কুটিলা। তুই আর জ্বালাস্ নি বাপু, তোর বো'য়ের গুণ বো'য়েতেই থাক্। আজ আবার কি রেলাটা ক'রেছে, শুন্‌লি ত? বলি যেটা রটে, তার কিছু না কিছু ঘটে। অত বড় ধুম্সো মাগী-গুলো কি কখন রাখালের সাজ সেজে পথে বে'রয়! তাতে দাদারই বা দোষ কি? তাকেও ত যার তার কাছে কথাগুলো শুন্‌তে হ'চ্চে!

জটিলা। ভগবান জানেন, অন্তর্য্যামী যিনি, তিনিই ব'ল্‌তে পারেন; তবে বাছা, আমি এ কথা বলি, কদিন ক্যে ধর্ না। ধ'রে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালিয়ে বাড়ী থেকে বের ক'রে দে। আমিও আয়ানকে বার বার ব'ল্‌ছি, আমারও কান ঝালা পালা হ'য়ে গেল বাছা!

শ্রীরাধিকার হস্ত বন্ধন করিয়া আয়ানের প্রবেশ।

আয়ান। আরে সমত্ত ছুঁড়ি, জ্বাস্তা নেই, হামি আয়ান ঘোষ। তুই আমার কান কাটালি, নাক কাটালি, নাম ডুবালি! আরে বেটী আলানের ঘরের দুলালি, তুই আমার ক'র্‌লি হাড় কালি, মাস কালি, কুল কালি, শীল কালি! এখন মা কালীর কিরে কর্ ব'ল্‌ছি, তুই নন্দ ঘোষের বেটা কানুর সঙ্গে কথাটী পর্য্যন্ত কইবি নি!

রাধা। (সুরে) ও গো প্রাণনাথ,

"তোমা বিনে এ ভুবনে নাহি জানি আর,
তুমি যদি কর হেন দশা, কে বা মুখ চাহিবে আমার।

আমি সতী নারী, জান ত হে,শত ছিদ্রকুম্ভে আনি বারি,
তাই লোকে হিংসাবশে কহে কুলকলঙ্কিনী প্যারী।
দেখ ওমা সতী শ্বশ্রু, আমার গো সতী ননদিনি,
বিনাদোষে নিপীড়য় মম পূজ্য গুণবান স্বামী।”

আয়ান। শুন্‌ছিস্, মা বোয়ের কথাগুলো ; যেন মিছরির টুক্‌রো ! আমি পাঁচ শালার কথায় তোমার পদ্মহাত বেঁধেছিনু রাধে ! আমার কোন দোষ নেই। তুমি ঘরে ব'সে যা ইচ্ছে হয় কর, কানাই আন, আর কানা-ই আন, কোন দোষ নেই, কিন্তু তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি,ঘরের বার্‌টী হ'য়ে আমার মুখটী পুড়িও নি। মা, বৌ রৈল দেখিস্, কিছুতেই যেন ঘরের বার না হয়। কুটিলে. পাহারা দিবি। (স্বগত) বৌ ত বাবা, ভিজিয়ে দিলে, কিন্তু কথাটা আমায় একবার পরক ক'র্‌তে হবে। এদের পীরিত জমে কখন ! কৃষ্ণের কাছেও যায় শুনেছি। নিকুঞ্জে দিনের বেলায় ত নয়ই, রাত্রির বেলা ? তা রাই ত ঘরেই থাকে। তবে কি কেষ্টা আসা যাওয়া করে ? আজ রাত্রেই পরক ক'র্‌ব। আমি বাবা—আয়ান ঘোষ ! আমার কাছে চালাকি ! আবার বেজা খুড়ো ত চ'টে গেছে ; একটা ঘোট ক'র্‌বে। এ যে মহাবিপদেই পড়া গেল দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) দেখিস্ মা, বৌ রৈল।

[প্রস্থান।

জটিলা। এস মা, মুখ হাত ধুয়ে এস গে। কেঁদো না, কেন মা,অমন ক'র্‌ছ ? আমি আর ক'দিন ? ক'দিন আর তোমাদিগে ব'ল্‌ব মা, আপনাকে নিয়েই সংসারধর্ম্ম ক'র্‌তে হবে।

রাধা। "সবি জানি ওমা, কিন্তু মম সম অভাগিনী কে আছে জননি,
আপন করমভোগ ভুঞ্জই আপনি।
কে মোর আপন বটে কাহারে কহিব,
যে যত কহয়ে কথা সকলি সহিব।
সহজে চক্ষের বালি হ'য়েছি সবার,
তাই গো পড়শী সবে দেয় গো ধিক্কার।
আপন মাথার কেশ না পারি বান্ধিতে,
তাহে পর ঘর যাই রন্ধন করিতে।
বড়ুর বহুড়ী আমি বড়ুর ঝিয়ারি,
কুলবধূ তাহে কথা সহিতে না পারি।"

কুটিলা। বোয়ের কথা শুনলি মা!

জটিলা। ওমা—ওমা - কি কথা ব'লিস্ রাজার ঝি,
যশোদা শুনিলে বলিবে কি?

কত না আদর করয়ে মোরে, বিবিধ ভূষণে ভূষিল তোরে।
তোমারে বাছনি বলিব কি, জানিবে যশোদা আমার ঝি।
কি ধন নাহিক তাহার ঘরে, কতেক রান্ধনী রান্ধিতে পারে।
তাহার আমার একই ঘর, তারা কি জানয়ে আপন পর?
গণকে গণিয়া কহিল তোরে, তোর হাতে খেলে প্রমায়ু বাড়ে।
বর দিল তাহে দুর্ব্বাসা মুনি, তোমার রন্ধন অমৃত জিনি।
তাহে যদি মন্দ কি হ'ল বল্, এ সব আমার ভাগ্যের ফল।
আপনার ঘরে করিবে কাজ, তাহাতে তোমার কিসের লাজ।
যে জন ইহাতে কহিবে কথা, বুঝিব তার মাথার উপর মাথা!

কলাবতীবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কুটিলা। তুমি কে বাছা? কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আস্‌ছ কেন?

জটিলা। কি মা, কি হ'য়েছে?

কলাবতী-শ্রীকৃষ্ণ। ওমা, বড়ই মনোকষ্টে কাঁদ্‌ছি। আমার নাম কলাবতী গো।

জটিলা। কলাবতী কে মা? কিসে তোমার মনোকষ্ট হ'ল মা!

কলাবতী-শ্রীকৃষ্ণ। তোমার বো'য়ের কার্য্যে মা, রাধা আমার মাস্‌তুত বোন। আমার পিত্রালয় বর্ষাণে,রাধার মা কীর্ত্তিদা আমার মাসী। কাল রাত্রে আমি শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী এসেছি। শুন্‌লুম, নন্দ ঘোষের বাড়ী আমাদের রাধা র'য়েছে, সেখানে গিয়ে একবার দেখা ক'রে আসি! তাই গেলাম, দু বোনে দেখা শোনা হ'ল, কিন্তু মা—বোনটী আমার একটী বার কথা কওয়া দূরে থাক্‌, মুখ তুলে চেয়েও দেখ্‌লেন না!

জটিলা। বলি হাঁ বৌ মা, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে? ছিঃ ছিঃ, কুটুম্বের মেয়ে, লোকে শুন্‌লেই বা ব'ল্‌বে কি? ওমা, এ কলঙ্ক যে ম'লেও যাবে না।

কুটিলা। সে কি বোন—ছিঃ ছিঃ, এ যে হাস্‌তে হাস্‌তে কপালে ব্যথা! বৌ, তুমি দিন দিন এমন হ'য়ে যাচ্ছ কেন?

জটিলা। তা যাক্‌, যা হবার তা হ'য়েছে, এ কাজটী কিন্তু ভাল হয় নি। (রাধিকার হস্তধারণ পূর্ব্বক) যাও মা, বোন এসেছে, সে কি কথা! দু'বোনে মুখ হাত ধুয়ে, খেয়ে দেয়ে এক বিছানায় শুয়ে পড় গে! রাত্রিও হ'য়েছে, আর রাত জেগে কাজ নি। ওমা,

কি কথা ! কুটুমের মেয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার ! যাও মা, বৌমাকে নিয়ে খাওয়া দাওয়া ক'রে শুয়ে পড় গে। আয় কুটিলা, আমরা ঘর দরজাগুলো বন্ধ ক'রে যাই।

[প্রস্থান।

কুটিলা। ছিঃ ছিঃ মা, কুটুমের মেয়ে—তার সঙ্গেও এমন করে গা !

[প্রস্থান।

রাধা। প্রাণেশ্বর, একি ক'র্‌লে, উঃ উঃ, বড় আগুনে জল ঢাল্‌লে ! এতক্ষণ প্রাণ আমার আইঢাই ক'র্‌ছিল !

গীত

ভাল বন্ধু ভাল কালে আইলে।
মরিত অভাগী রাধা তোমার বিচ্ছেদে নইলে ॥
বধূ আর ত নারি হে সৈতে শাশুড়ী-ননদী-গঞ্জনা,
তাহার উপরে নিরদয় স্বামী করয়ে নিতুই লাঞ্ছনা,
পাষাণ যাই ত ফেটে এ হেন যাতনা সইলে ॥

কলাবতী-শ্রীকৃষ্ণ। রাধে, তুমিও যেমন পাঁচের কথা ঝালাপালা হ'য়ে উঠেছ, আমিও তাই। কিন্তু কি ক'র্‌ব, তোমা বিহনে আমি যে তিলার্দ্ধও থাক্‌তে পারি নে, এখন চল ললিতা বিশাখাকেও আস্‌তে ব'লেছি, এক শয্যায় তু'বোনে কথা কই গে। কেমন জটিলা—কেমন কুটিলা—তোরা না কি তোদের বৌকে শ্যামের সঙ্গে আর দেখা বা কথা কইতে দিবি না ? তা

এখন এক শয্যায় শয়ন ক'র্‌তে ব'ল্‌লি কেন ? হা অল্পবুদ্ধে ! তোরা আমার চাতুরী ধ'র্‌বি ?

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

নন্দালয়।

আয়ান ও উপানন্দের প্রবেশ।

উপানন্দ। বলি. এত রাত্রিতে তুমি যে আয়ান ?

আয়ান। না—না—এই পাড়া দিয়ে যাচ্ছিলুম, বলি তাই, একবার মনে ক'র্‌লুম—মেসোদের বাড়ী দিয়ে যাই, অনেক দিন আপনাদের গোপালের সঙ্গে দেখা হয় নি !

উপানন্দ। তাই রাত্রি দুপুরের সময় আমাদের গোপালের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসেছ ?

আয়ান। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আর সন্ধ্যেবেলায়—পিস্‌তুত বোনের জাঠতুত দেওরের খুড়তত শালার জাঠতুত ভগিনীপতির বাড়ী থেকে কতকগুলো লাড্ডু এসেছিল, তারই চারটী মা গর্ভ-ধারিণী জননী সতী সাধ্বী ব'ল্লেন—আমাদের যশোদাদুলালকে দিয়ে আয়—তাই গো ঘোষমশায়—তাই গো ঘোষমশায়—

উপানন্দ। তারপর—

আয়ান। তারপর আর কি—কোন সন্দেহের কথা ত নেই! তাই গোপালের হাতে চারটী লাড্ডু দিয়ে যাব।

উপানন্দ। তা আমার হাতেই দিয়ে যাও, আমাদের গোপাল যে এখন ঘুমিয়েছে।

আয়ান। তা ঘুমোবে বৈ কি, ঘুমাবার সময় ঘুমোবে না?

উপানন্দ। তাই ঘুমোচ্চে, এখন তুমি এস! (স্বগত) আয়ান, তুই যে জন্যে এসেছিস্, তা কি আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না? তুই আমার গোপালের চরিত্রের উপর সন্দেহ ক'রে, গোপাল বাড়ীতে আছে কি না, তাই জান্‌তে এসেছিস্; কিন্তু আমিও উপানন্দ, সহজে তোকে আমার গোপালকে দেখাচ্চি না। আরে মূর্খ! আমার গোপাল কি—যে সে, তাকে তোরা সন্দেহ ক'রিস্?

আয়ান। তাই মেসোমশায়—কোথা ঘোষমশায়, মাসি মাও কি ঘুমিয়ে প'ড়েছেন? তাঁর কাছেও যে আমার একটু আবশ্যক ছিল।

উপানন্দ। আয়ান, এ তোমার নিতান্ত ছেলে মানুষি, এত রাত্রিতে কেউ কি কখন জেগে থাকে?

আয়ান। তা নিশ্চয়—তা নিশ্চয়, তবে কি জান্‌লেন—তাঁর সাধের ধবলীর না কি একটু অসুখ ক'রেছিল, তাই একটা জড়ি নিয়ে এসেছিলুম, সেটা এই রাত্রে ধবলীর গায়ে বুলিয়ে দিলেই সকালে একেবারে আরাম হ'য়ে যেত। জান ঘোষমশায়, জড়িটা ভারি সুন্দর।

উপানন্দ। বটে, তা সেটা আমাকেই দিয়ে যাও না। আমিই গিয়ে ধবলীর গায়ে বুলিয়ে দিচ্চি।

আয়ান। ও ঘোষমশায়,তা যে হবার যো নেই,আইবুড়ো ছেলের-হাত দিয়ে বুলিয়ে দিতে হবে,তাও আপন বাড়ীর ছেলে হওয়া চাই।

উপানন্দ। (স্বগত) ওঃ—ধূর্ত্ততা দেখেছ! গোপাল আমাদের আইবুড়ো ছেলে, তাকে এই রাত্রিতে তুলে গোঠে ধবলীর কাছে নিয়ে যেতে হবে, তা হ'লেই গোপাল বাড়ীতে আছে কি না, ও দেখ্‌বে। দুর্ব্বৃত্ত আয়ান, তুই এখন আমাদের কৃষ্ণকে বুঝ্‌তে পার্‌লি না? হাঁরে, নিষ্কলঙ্ক কৃষ্ণ-চরিত্রে কি কোন ময়লা আছে? যাকে দেখ্‌লে মনের ময়লা ঘুচে যায়, তার চরিত্রে তুই কলঙ্ক দেখ্‌তে চাস? যাক, এখন আয়ানের ধূর্ত্ততার সীমা কতদূর, তাই দেখি। (প্রকাশ্যে) বলি আয়ান, স্পষ্ট সরল কথা খুলে বল দেখি, এত রাত্রিতে তোমার আশার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

আয়ান। আজ্ঞে—আজ্ঞে

উপানন্দ। আজ্ঞে—আজ্ঞে কি? তুমি জান, এ অপর কেউ নয়, স্বয়ং উপানন্দ। তুমি এই কয়দিনই রাত্রিতে আমাদের পুরীর চতুর্দ্দিকে বেড়িয়ে বেড়াও, কারণ কি?

আয়ান। বলি ঘোষমশায়, কিছু বলি না ব'লেই কি আপনি মনে ক'র্‌ছেন, আয়ান ঘোষ একটা যেন তেন লোক, তা মনে ক'র্‌বেন না। অবশ্য কারণ আছে বৈকি! কারণ না থাক্‌লে কি কেউ কারও বাড়ীতে এ'সে থাকে মশায়!

উপানন্দ। বেশ ভদ্রলোকের মত সেই কারণটা প্রকাশ ক'র্‌লেই ত ভাল হয়, তা না হ'লে চোরের মত পরগৃহ অনুসন্ধানের আবশ্যক কি?

আয়ান। আছে বৈকি,প্রকাশই কি না ক'র্‌ব, প্রকাশ ক'র্‌বার জন্যই ত আজ এ'সেছি। বলি বুঝ্‌তে কি পার্‌ছ না? তোমাদের অত্যাচারে দেশে যে বাস করা দায় হ'য়ে উঠ্‌ল দেখ্‌ছি!

উপানন্দ। আমাদের অত্যাচারে দেশে বাস করা দায় হ'য়ে উঠেছে আয়ান! আরে সন্দিগ্ধচিত্ত নরাধম, আমার গোপালের উপর তুই সন্দিহান হয়, এরূপ অসম্বন্ধ প্রলাপ উল্লেখ ক'র্‌ছিস্? সে কথা এতক্ষণ বল্লেই ত তোর সন্দেহ দূর ক'র্‌তে পার্‌তাম। আমার গোপাল লম্পট? সংসারে যাদের নষ্ট দুষ্ট স্বভাব, তারাই পর ছিদ্রানুসন্ধানে ব্যস্ত হয়। দাদা,দাদা, গোপালকে আমার আনুন ত! এনে এই দুর্বৃত্ত দুরাচার মন্দস্বভাব দুর্ম্মতি আয়ানকে দেখান। আজ দুর্বৃত্তের কিছু শিক্ষার প্রয়োজন হ'য়েছে! এতদূর স্পর্দ্ধা, এ ত্রিসংসারে আমার গোপালকে মন্দ কথা ব'ল্‌তে পারে! দাদা—দাদা—

নন্দের প্রবেশ।

নন্দ। কি হ'য়েছে ভাই উপানন্দ!

উপানন্দ। বলি গোপাল কোথা?

নন্দ কেন, বাছা ত যশোমতীর ক্রোড়ে নিদ্রিত।

উপানন্দ। না আপনি মিথ্যা ব'ল্‌ছেন। গোপাল নিকুঞ্জে শ্রীমতী রাধাকে ল'য়ে বিহার ক'র্‌ছে।

নন্দ। এ কথা কে ব'লে?

উপানন্দ। এই দুর্বৃত্ত বর্ব্বর আয়ান বলে। তাই গোপালকে

আমি পাপিষ্ঠকে দেখাতে চাই। আমার গোপালের কুৎসা! সেই দাদা, সে দিনের সেই কথা! কেমন দেখ্‌ছেন ত?

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। গীত

তুমি কে বট গো কে বট!
আমি আধা বোলে বাজাই বাঁশী, তাই কি কলঙ্ক রট।
আধ সাধা আধা নাম, আমার বাঁশী বলে অবিরাম,
আমি তোমার রাধার তত্ত্ব কিবা জানি গো,
আমার আধা নামে, তোমার রাধার নামে
মিশে গেছে দেখ মনে অনুমানি গো,
তুমি কি করিছ মানা, আর আধা নাম বলিব না,
এত হ'ল বড় বিষম উৎকট॥

উপানন্দ। দুর্বৃত্ত আয়ান, শোন্ দেখি আমার গোপালের সরলতাময় নিষ্কপট মধুর বাণী, আর দেখ্ দেখি, অনিন্দ্যসুন্দর নির্ম্মল কজ্জ্বলোজ্জ্বল সুগোল মূর্ত্তি খানি! ও মুক্ত প্রয়াগের ত্রিস্রোত-সঙ্গমে কোন আবিলতা কি থাকে, না থাক্‌তে পারে? ও অঙ্গ-সৌষ্ঠবে কোন দুষ্টভাব কি স্থান পায়? দেখ্ দেখ্, ও মূর্ত্তি হ'তে যেন স্বর্গমন্দাকিনীর অমিয়-ধারা ঝুরে পড়্‌ছে!

আয়ান। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে হাঁ, আজ্ঞে হাঁ, তা বৈ কি, কাজটা ভাল হয়নি। (স্বগত) এ পাঁচ বেটায় পড়ে আজ আমাকে ডাঁহা অপমানটা ক'র্‌লে! এর চেয়ে রাধা কলঙ্কিনী হ'লেও আমার এতটা দুঃখ হ'ত না। (প্রকাশ্যে)

কিছু মনে ক'র্‌বেন না, তাই ত বলি, গোপাল আমাদের কি সে ছেলে !

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। কেন বাবা, আমাকে এরা এমন ক'রে বলে ! এদের রকম দেখ্‌লে আমার মনে হয়, আমি কোথাও পালিয়ে যাই, এ বৃন্দাবনে আর এক মুহূর্ত্ত থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না।

নন্দ। বাবা নীলমণি, দুঃখ ক'রিস্‌ নি। আয়, কোলে আয়, তোর মলিন মুখ যে দেখ্‌তে পারি না বাবা ! (ক্রোড়ে গ্রহণ)

উপানন্দ। তার জন্য আর দুঃখ কি গোপাল ! এখন আয়ানের ত সন্দেহ ঘুচ্‌ল। এবার তুমি নিঃসন্দেহে বৃন্দাবনে বিহার কর। আমার ইচ্ছা হ'য়েছিল, সেই দণ্ডেই আয়ানের রক্ত দর্শন করি। অনেক কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ ক'রে নিয়েছি ! এখন চল, রাত্রি অনেক হ'য়েছে ! দেখ দেখি, দুর্বৃত্ত আমার গোপালের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলে !

বেগে যশোদার প্রবেশ।

যশোদা। কৈ, আমার নীলমণি কৈ ? বাছা আমার এই যে আমার কোলে ঘুমোচ্ছিল ! এই যে—এই যে—আমার গোপাল ! গোপাল রে, এমন ক'রে মাকে রাত্রিকালে ভাবাতে হয় বাবা !

শ্রীকৃষ্ণ। না মা, দুষ্টু আয়ান এই রাত্রিকালে এসে আমার কত নিন্দে ক'র্‌ছিল, তাই ত এসেছিলুম ! নয় গা কাকা ?

যশোদা। কেন আয়ানের এত স্পর্দ্ধা কেন, সে আমার বাড়ীতে এসে গোপালের আমার কাঁচা ঘুম ভেঙে দেয়। কেন,

মহারাজ কিছু বল্লেন না? আমার যে পোড়া কপাল বাবা!

উপানন্দ। না বৌঠাকরুণ, আর আপনি ভাব্‌বেন না, আজ আয়ানকে বেশ শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি। কিছু জ্ঞান থাক্‌লে সে আর এসে কখন এমন মন্দ কথা মুখে আন্‌তে পার্‌বে না। এখন গোপালকে নিয়ে যান! আজ এই শিক্ষায় বৃন্দাবন পর্য্যন্ত নীরব হবে।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

আয়ান ঘোষের গৃহপ্রাঙ্গণ।

জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ।

কুটিলা। আবার তুই বৌকে সূর্য্যি পূজো ক'র্‌তে কেন পাঠালি বাপু!

জটিলা। সে কি কথা কুটিলা, তোরা যে আমার মাথা নড়িয়ে দিস্ দেখ্‌ছি, বৌ ঝি দেবতা বামুন মান্‌বে না? ঠাকুর ঘরে যাবে না?

কুটিলা। মান্‌বে না কেন এখনি হয় ত লোকে একটা ঢো তুলে ব'স্‌বে, তারই জন্যে বলি। জানিস ত, ঘরের পুরুষ মানুষটী কেমন?

প্রথম ও দ্বিতীয় গোপের প্রবেশ।

১ম গোপ। ও বৌ মণি, ঘরে আছ ? বলি আয়ান কোথা ?

২য় গোপ। দুর্ম্মেধাকে'ও চাই।

জটিলা। কেন গা বেজা ঠাকুরপো, এমন সময় ছেলেদের খোঁজ ক'র্‌ছ কেন ?

কুটিলা। তারা এই ছিল, কোথায় গেল, কেন গা খুড়ো ?

তৃতীয় ও চতুর্থ গোপের প্রবেশ।

৩য় গোপ। কি হে বাড়ীতে আছে ?

৪র্থ গোপ। নয়—ডাকাও না, দিন দিন যাতায়াত আর ভাল লাগে না ভায়া !

জটিলা। জেঠ শ্বশুরের স্বর নয় কুটিলা, ওমা, ওমা কি লজ্জা ! কি লজ্জা, জেঠ শ্বশুর আমায় দেখে ফেল্‌লেন। (অবগুণ্ঠন)

৪র্থ গোপ। বলি বৌমাকেই আগে জিজ্ঞাসা কর না হে, বৌ মা ত আমার সতীলক্ষ্মী, ওঁর বৌয়ের স্বভাবচরিত্তি কেমন, তা ওঁকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেই ত বুঝ্‌তে পারা যাবে।

জটিলা। ও কুটিলে বল্ না গো, আমার বোয়ের কি দেখে ওঁরা এত পাগল হ'য়ে পড়্‌লেন। কি আশ্চয্যি মা, এ যে বৃন্দাবনে বৌ ঝি নিয়ে বাস ক'র্‌বারও যো নেই।

১ম গোপ। ওগো ঠাকরুণ, বেশী কথা কও' না, সব জানা গেছে, সব একে একে ধরিয়ে দিচ্চি। তা'হলে জেঠামশায়—এই খানেই বৈঠক হবে না অন্য জায়গায়, তাই ঠিক করুন।

অন্যান্য গোপগণের প্রবেশ।

৫ম গোপ। দুর্ম্মেধা আয়ানের বড় আস্পর্দ্ধা ঘড়ইয়ের পো! কাজের কথা তুল্‌তেই একেবারে মার মুখো! ঐ যে দেখ না, রকমটা কি ক'রে আস্‌ছে!

আয়ান ও দুর্ম্মেধা। নিকাল, নিকাল—

আয়ান। হামি বিচার নাহি মাঙ্গে।

দুর্ম্মেধা। চুপ চুপ আয়ানে, বিচার নাহি মাঙ্গে কেন, বিচার ত হাম করেঙ্গে!

গোপগণ। ঘড়ইএর পো থাক্‌তে কোন্ বেটাটী এমন কথা বলে রে! ঘড়ইএর পো থাক্‌তে কোন বেটাটী এমন কথা উশ্চারণ করে রে।

দুর্ম্মেধা ও আয়ান। আরে বাপ, এ যে ঘড়িএর পো রে! চুপ, চুপ! (সঙ্কোচে দণ্ডায়মান)

৪র্থ গোপ। আরে আরে গোল কিসের! আয়ান ঘোষের টাকার বড়াই ত? অমন বৃন্দাবনে ঢের বেটার ঢের টাকা আছে। আমরা যদি টাকার ভয় ক'র্‌তুম বেজ, তাহ'লে চাঁইগিরি ক'র্‌তে পারতুম নি বেজ! আরে আমার টাকা রে! বেজ ঢের টাকা ময়লার মত ধুয়ে ফেলে দিয়েছি রে বেজ! বেশ ত আয়ান ঘোষ, দুর্ম্মেধা ঘোষ— তাদের মা জননী বেশ ত আমাদের কথা না মানে, বেশ ত বেজ, আমরা দশ জন এক জায়গায় আছি, দেখি না কেন বেজ, আয়ান ঘোষের থাই খেলাও কেমন ক'রে চলে! বৌ ত স্বর্গে বাতি দেবে না বেজ, বাবা, দশ হ'চ্চে—বেম্ভা! বেম্ভার কথা নাই বা মা'নল

বেজ ! বস্ দেখি—এই খানেই বৈঠক ক'রে দেখি, কুঁদের মুখে বাঁক সোজা হয় কি না ?

গোপগণ। আচ্ছা—দেখি আয়ান ঘোষ কত টাকা নিয়ে ঘরকন্না করে ?

১ম গোপ। চাঁই মশায়, বিচারটা ভাল ক'রে কর দেখি মশায় ! সে দিন আয়ান ঘোষের বৌ—সত্যি সত্যি মালকোঁচা মেরে নন্দ ঘোষের বেটা কৃষ্ণের বামে দাঁড়িয়ে ছিল কি না !

২য় গোপ। আর সে দিন কদমতলায়।

৩য় গোপ। আর সে দিন কুঞ্জবনে।

৪র্থ গোপ। আর সে দিন যমুনার উতর কূলে !

দুর্ম্মেধা। বেশ আয়ানে,ঠাণ্ডা হ'য়ে বোস ত, কি বিচারটা হয়, তাই দেখি না কেন। বাবা আমিও সবার কুলের ঘাঁটি বের ক'র্‌ছি, বস ত। (উপবেশন)

জটিলা। তাই হোক না ! আয়ান, দশ ব্রহ্মা, চুপ করে যা।

কুটিলা। ওগো তোমরা দেখ না গো, পাঁচজনে আমাদের কি ক্‌রে গো !

১ম গোপ। আচ্ছা বাবা,সমর্থ মেয়ে—যদি একটা পরপুরুষের সঙ্গে এ রকম ব্যাপার চালায়, তাতে শুভ হয় কি না। ঘড়ুইএর পো, বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বিচেরটা ক'র্‌বে বাবা, পাকা চালে ঘুঁটি চাল্‌বে।

৪র্থ গোপ। তা বেজ, বেশ শুভ হয় বৈকি !

১ম গোপ। যদি শুভ হয়, ঘড়ুইর পো, তা হ'লে শুভমত কি

বিচারটা ক'র্‌বে কর। আর টাকার ভয় যদি ক'র্‌বে, তা হ'লে ঠাণ্ডা হয়ে যাও!

দুর্ম্মেধা। বলি মশায়রা, ধর্ম্মাবতার, আমরা যতই যা জাঁক করি. তা দশের কাছে কি লাগে!

গোপগণ। আরে দশ লাগে ত ভূত ভাগে!

দুর্ম্মেধা। তাই ত বলি মা বাপ!

গোপগণ। বল্‌বেই ত, তুমি বল, তোমার মা বলে, তোমার বোন বলে, নিজে আয়ানে তাই বলে, তোমাদের ঘাড় বলে। বাবা দশ ব্রহ্মা!

দুর্ম্মেধা। বাবা বেস্তারা, আমার একটী নালিশ বাবা, শুন্‌তে হবে মা বাপ!

৪র্থ গোপ। শুন্‌ব বৈকি, বল না হে, কি বল বেজ!

১ম গোপ। হুজুর, হুজুরের শুভ, ধাতার লেখা উল্‌টোয়ত হুজুরের শুভ উল্‌টতে পারে না।

৪র্থ গোপ। তা বটে বেজ. উপরে চন্দস্যর্যি, আর সমুখে দশ বম্ভা, বিচের বিধিমত চাই!

বেগে ষষ্ঠ গোপের প্রবেশ।

৬ষ্ঠ গোপ আগো দশ বম্ভা, ছুটে চল, ছুটে চল, একেবারে সব পেরমাণ হয়ে যাবে বাবা, আজ চোর বামাল সব ধরা গেছে! বাবারা সব ছুটে চল, ছুটে চল।

১ম গোপ। কেমন কৃষ্ণরাধা এক জায়গায়?

৬ষ্ঠ গোপ। আজ আর শুধু কৃষ্ণরাধা নয় যে,তোমার আমার

বিচের চ'ল্‌বে! নিজেবের ঘরেও যত ছুঁড়িমাগীরা সব এক জায়গায়! বাবা রসের ফোয়ারা কত?

গোপগণ। বল কি হে!

১ম গোপ। আমাদের বাড়ীর বৌ?

৬ষ্ঠ গোপ। তাঁর হাতেই বরণডালা।

১ম গোপ। আরে চুপ, চুপ!

২য়। আমাদের বোয়ের নামে আর ও কথা ব'ল্‌তে হয় না!

৬ষ্ঠ গোপ। সে কথা আর কেন ভায়া, তিনিই ছাতা ঘুরোচ্চেন।

২য় গোপ। আরে, বল কি হে, চুপ! চুপ!

৪র্থ গোপ। ব্যাপারটা কি? বলি—আমাদের গিন্নি?

৬ষ্ঠ গোপ। বলি ঘাড়িয়ের পো, দশ বন্তার কাছে কেমন করে মিথ্যে কথাটা বলি, তিনিই কোকিলের স্বরে গান ক'র্‌ছেন।

আয়ান ও দুর্ম্মেধা। তবে বাবা—বিচেরটা কিসের? কেবল চোর দায়ে ধরা পড়েছে পদ্মলোচন!

সকলে। আরে চুপ, চুপ!

কুটিলা। কিসের চুপ গা, বিচের কর ত সকলের বিচের ক'র্‌তে হবে।

জটিলা। জেঠ শাশুড়ী বলে রেয়েত ক'র্‌ব না। চল্‌ ত আয়ানে, চল্‌ ত কুটিলে! বলি—চাঁয়েদের ঘোল টক কি না দেখি গে। ওরে বাস্‌রে, দশ বন্তারা মাথা নিয়ে এসেছিলেন।

[প্রস্থান।

কুটিলা। আয়ান, তুর্ম্মেধা দাদা, মা, চল ত।

[প্রস্থান।

সকলে। আরে চুপ, চুপ! আরে চুপ, চুপ!

৪র্থ গোপ। চল ত, চল ত হে, দেখি কথাটা সত্যি কি মিথ্যে, আজ বিচের হয় ত ভাল ক'রেই হবে।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

ভানুমন্দির-প্রাঙ্গণ।

পূজোপকরণ দ্রব্য হস্তে শ্রীরাধা, বৃন্দা, বিশাখা প্রভৃতি গোপীগণের প্রবেশ।

শ্রীরাধা। গীত

কৈ সখি রে! আজু ত আনিলি বহু মিনতি করিয়ে—
যমসম শ্বাশুড়ী-ননদী-স্বামী-কবল ছিনিয়ে,
(এনে তোদের কি গো হ'ল, কই সে আমার শ্যাম ত্রিভঙ্গ,
সেকি ভুলে গো গেছে, আমি যে কোন দোষের দোষী নই তার কাছে)
ব'লেছিলি তোরা, সেই কালগোরা, মিলাব ভানুর গেহে,
ও শ্যাম সোহাগী, শ্যাম অনুরাগী, শ্যাম তোর তরে দহে।

বৃন্দা। ওগো রাধে, আর কাঁদিস্ নে কাঁদিস্ নে।
মলিন করিয়ে নলিন-আঁখি, আর কাঁদাস্ নে কাঁদাস্ নে॥

গোপীগণ। ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং রাধে, ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং,
অনুদিনং চিন্তয়া তয়া কুরুষে তনুক্ষীণং।
(রাই এমন ক'রে বাঁচবি ক'দিন ?
দিনকতক বৈ ত নয়, সই সয়ে থাক্, সয়ে থাক্,
একদিন আস্‌বে গো সুদিন,যে দিন তোর দুঃখের দিন ফুরায়ে যাবে,
সে যে দীন-হীনের দীনবন্ধু)

বৃন্দা। রোদন সম্বরি, ধৈর্য্য ধর প্যারি, মিছে শ্যাম তরে ভাবিস্ নে,
তুমি যে রাধিকে, কৃষ্ণ প্রাণাধিকে, একি কখন ভেবে দেখিস্ নে।
(একবার দেখে নে না, কৃষ্ণধন তোর কি না লো।)

গোপীগণ। বাঁশী বাজেলো বাজেলো বাজেলো সই,
বুঝি তোর মনোচোরা এল অই॥
ওমা বটু দ্বিজের বেশে, লাজের কথা কারে কই।
সই দেখিস্ দেখিস্,সামলে থাকিস্,দেখ্ চিন্তে পারিস্ কি না প্রেমময়ী !
(বঁধু কি ছল জানে লো, ভানু ঘরে এমন ক'রে কেমনে এল)

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। যেমন ক'রে তোমরা এসেছ তেম্‌নি ক'রে আমিও এসেছি।

বৃন্দা। এস, এস গুণমণি, আর একটু বাদে এলে বুঝি কিশোরীর সঙ্গে দেখা হ'ত না। বলি—মনে ছিল ত ? দেখ দেখি শ্যাম, তোমার ভাবনা ভেবে ভেবে কিশোরীর কি অবস্থা হ'য়েছে !

কৃষ্ণ। সখি ! সবি ত জানি, কিন্তু কি ক'র্‌ব ? জটিলা,কুটিলা,

আয়ানের জন্য যে আমি বড়ই ভীত হ'য়েছি। তারা কেবলই আমার রস বিকাশ দেখ্‌তে চায়।

বৃন্দা। বুঝ্‌লাম না ত রসময়!

কৃষ্ণ। একদিন বুঝাব বৃন্দে! এখন একবার কিশোরীর সঙ্গে কথা কই। কিশোরীর জন্য প্রাণ বড় অস্থির হ'য়েছিল; বলি কমলিনি, কেমন আছ?

রাধা। আমার থাকা না থাকার কথা কি জান না চিন্তামণি! এমন ক'রে আর কতদিন কাটাব দয়াময়! ইচ্ছা হয়, কালযমুনার জলে তনু ত্যাগ ক'রে সকল যাতনার হাত এড়াই; কিন্তু আবার তোমার শ্যামরূপের মোহে সব ভুলে যাই!

কৃষ্ণ। প্রাণাধিকে তোমা বিহনে আমারও যে কি অবস্থা, তা কি তুমি জান না? এই দেখ, তোমারই জন্য তেমন পীতধড়া ছেড়ে পুরোহিত বেশে এসেছি।

বেগে ললিতার প্রবেশ।

ললিতা। ও মা, ওমা, কি হবে, কি হবে, জটিলে, কুটিলে, আয়ান আর পাড়ার সকলেই যে "রাই কৃষ্ণকলঙ্কিনী" কি না জানবার জন্য এই পূজাগৃহের চারিদিকে এসে আড়ি পাতছে। বনমালি, ও পুরোহিত বেশ ত্যাগ কর, কি ক'র্‌বে কর। আজ দেখ্‌ছি, ঘোর সর্ব্বনাশ হ'ল!

গোপীগণ। কি হবে, কি হবে মধুসূদন! কি হবে লজ্জানিবারণ!

বৃন্দা। দাসীদের বিপদ হর কৃষ্ণ, নৈলে যে তোমার অকলঙ্ক কৃষ্ণ নামে কলঙ্ক পড়্‌বে!

রাধা। রাধানাথ! দীননাথ! দীনহীনা গোপীর সম্বল! প্রাণবল্লভ! রক্ষা কর।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রাণাধিকে! ভেব না প্রিয় সখিগণ, কাতরতা ত্যাগ কর, তোমরা এই আদিত্যদেবের বিগ্রহের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উপবেশন কর, আমি এই পুরোহিত বালকের বেশে আদিত্যদেবের স্তবস্তুতি করি,আবার অলক্ষ্যে আদিত্যদেবের কৃত্রিম কোপ প্রকাশ ক'রে সকলেরই বিস্ময়োৎপাদন করি। তুমি অদিত্যদেবের নিকট আপন আত্মজনের জন্য দয়া প্রার্থনা ক'র। আর সময় নাই; ভক্ত রে! তোরা যে যা চাস্‌, আমি তাই দিতে বাধ্য।

(অপর কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে আদিত্যদেবের বিগ্রহের নিকট অলক্ষ্যে উপবেশন, গোপগণ, জটিলা, কুটিলা প্রভৃতি অন্তরালে দণ্ডায়মান)

রাধা। দয়া কর দিনমণি! ব্রজের মঙ্গল চাই,
পতি, শ্বশ্রূ রাখ ভাল, এই ভিক্ষা তব ঠাঁই।

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। নেপথ্যে—

"শোন রাধে পতিব্রতে! কেন কর স্তুতি,
জটিলার মহাপাপে ম'র্‌বে তব পতি।
সতীরে সন্দেহ ক'রে, শোন গতি কিবা তার,
সবংশে ভানুর কোপে হবে ছারখার।"

জটিলা। (জনান্তিকে) ওমা কি হবে!

শ্রীকৃষ্ণ। হে আদিত্য দেবতা, ব্রজাঙ্গনাদের রক্ষা কর!

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং,
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

১ম গোপ। ঘড়িয়ের পো, শুন্‌ছ, শুন্‌ছ!

৪র্থ গোপ। তবে তুই বেটা, রাধার কলঙ্কের কথা তুললি কেন? শোন্! শোন্!

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। সব যাবে, সব যাবে।
যারা ব্রজাঙ্গনাদের অসতী বলে, তারা কেন থাক্‌বে ভবে!

১ম গোপ। শুন্‌ছ, শুন্‌ছ!

৪র্থ গোপ। আরে, তুই বেটাই ত সর্ব্বনাশটা ক'র্‌লি!

রাধা। "শুন দেব দিনমণি, অভাগী রাধার বাণী,
কৈনু তব জনম সেবন,
তাহে জন পরিবার, সবে হবে ছার খার,
এই মম কপাল লিখন।
দিনমণি! কর অবধান,
পতি যদি ম'রে যাবে, তবে মোর কিবা হবে,
কোন্ কাজে রাখিব পরাণ।
দেবর ননদ যারা, বাসে যেন আঁখি-তারা,
শাশুড়ী সোহাগ করে সদা,
এ সব মরিয়া যাবে, শূন্য গেহে ফল তবে,
এ তাপে কেমনে জীবে রাধা!"

আয়ান। শোন ভায়া, হামার বহু যে অসতী? শোন, বহু আমায় কত ভালবাসে!

কুটিলা। না. না, বৌ ত তা নয়।

জটিলা। এমন বৌকে তোরা আমার কুলের বার ক'রে দিতে চাস ? আর পোড়া পাড়াপড়সীর রকম দেখ্‌ছিস্ ত ?

৪র্থ গোপ। বৌ ঠাকরুণ, তুমি চুপ কর, আমাদের গিন্নিও কম সতী নয় ; শোন !

শ্রীকৃষ্ণ। হে আদিত্যদেব ! ব্রজাঙ্গনাদের দয়া কর ঠাকুর ! তাদের চক্ষের জল আর দেখা যায় না।

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ। দেখ দ্বিজবটূ ! তুমি যখন ব্রজাঙ্গনাদের জন্য স্বয়ং প্রার্থনা ক'র্‌ছ, তখন তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হ'য়ে ব্রজাঙ্গনাদের প্রতি প্রসন্ন হলুম। যাও. তুমি আয়তিদের আশীর্ব্বাদ কর, তা হ'লেই তারা পতিপুত্র নিয়ে সুখী হ'তে পার্‌বে।

রাধা। যদি প্রভু অনুকুল, পড়ুক মাথার ফুল,
তবে যাবে আমাদের ভয়।

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ। এই লও ফুল, আশীষ অতুল,
লভিবে সর্ব্বত্র জয় ! (ফুল প্রদান)

গোপগণ,
জটিলা,
কুটিলা,
আয়ান। দাও.দাও বাবা—আশীর্ব্বাদ ! তোমার আশীর্ব্বাদে সব—সব হবে ! তোমা হ'তেই বাবা, সব !

জটিলা। (সরোদানে) বৌমা, বৌমা আমার. ঘরে চল মা !

কুটিলা। পাঁচের কথা মনে নিও না, বৌ, তোমার ধন্যি ধন্যি রব বেরিয়েছে !

আয়ান। বৌ, তুমি ঘরে চল।

৪র্থ গোপ। (সরোদনে) আর কেন ঘরে চল ভগবতি তোমা হেন সতীকেও পাঁচ বেটাতে নিন্দে করে! আর কোন কথা কইতে হবে না, সব বুঝেছি!

১ম গোপ। ভগবতি, তুমিও চল, পোড়া লোকের কথা শোন না।

বৃন্দা। কেন গো, তোমরা ত আমাদের অসতী স্থির ক'রে রেখেছিলে।

১ম গোপ। আর কেন সে কথা! বোঝা গেছে! চল, চল, লক্ষ্মীসকল!

৪র্থ গোপ। ওরে বোয়েরা রাগ ক'রেছে, সব পেরণাম কর, সতী লক্ষ্মীদের সব পেরণাম কর।

গোপগণ। আহা সতীলক্ষ্মীরা সব ছল্‌তে এসেছে রে!

১ম গোপ। বাবা, তুমিই সব, এই সব নৈবিন্থি টৈবিন্থি সব আমরা বেঁধে তোমার বাড়ীতে দিয়ে আস্‌ছি! কোথা বাড়ী বাবা? আহা বাবা, তোমার মন্ত্রেই ভানুদেবতা সব ক'রেছে! চল চল, লক্ষ্মী বাবা, ভিটেতে তোমার পদরেণু দেবে চল! আহা লক্ষ্মী রে—

রাধা। পুন কবে দেখা হ'বে নাথ!

শ্রীকৃষ্ণ। আগামী দিবসে সতি,
সারানিশি তব সহ করিব যাপন।
থেক' সতি—সঙ্গিনীরে ল'য়ে নিকুঞ্জ কাননে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিভৃত কুঞ্জ।

নারদ ও ভক্তগণের প্রবেশ।

নারদ। গীত

চল চল চল, চলরে চল—মধুপিয়াসী ভ্রমরপুঞ্জে।
যদি দলিতাঞ্জনপুঞ্জগঞ্জন হের্‌বি শ্রীরাধার কুঞ্জে॥
আজ তার সে গণা দিন রে,
সে যেদিন সঙ্কেতে জানায়েছিল,
আজ বঁধু আসিবে—গোধূলির গতে, ফেরত গোষ্ঠেরি কালে,
ওগো তোরা সহচরি, নে গো গৃহ কাজ সারি,
অগুরু-চন্দন বারি কর্‌ গো সেচন,
আগার মার্জ্জনা করি, দে গো দ্বারে রম্ভা সারি,

জলপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ কর্ গো স্থাপন,
(মঙ্গলাচরণ ক'র্তে হয় গো,
হবে তোদের গেহে আজ মঙ্গলময়ের আগমন)

উন্মত্ত ভাবে জ্ঞানদাসের প্রবেশ।

জ্ঞান। স্থির হও, স্থির হও শ্যাম, এক পদও বিক্ষেপ ক'র্তে পাবে না। যাবে কোথায় কালাচাঁদ! আমার শ্যাম-নাগর, তোমার তরে যে সখী আমার উৎকুণ্ঠিতাবস্থায় কালাতিপাত ক'র্ছেন। কখন দিবাবসান হয়, কখন গোধূলি আসে, কখন আমার নাগরের গোষ্ঠাচরণ খেলার শেষ হয়,এই অপেক্ষায় যে সারাদিনটা গেল পদ্ম-আঁখি! তবে—তবে আবার একি রঙ্গ রঙ্গনাথ! স্থির হও, স্থির হও, কোথায় যাচ্চ? এত আমার রাধারাণীর কুঞ্জ নয়। তবে কার কুঞ্জে প্রবেশ ক'র্ছ? শঠ, কপট, চতুর! চাতুরী রাখ, আমার রাধারাণী হ'তে তোমার চন্দ্রাবলী প্রিয় হ'ল? না আমায় ছলনা ক'র্ছ? না—না, ছলনা ক'রো না, এই যে আমিও তোমার বাসরসজ্জার জন্য নানা বন হ'তে নানা ফুল তুলে এনেছি বনমালি! ছিঃ ছিঃ ভক্তের সঙ্গে কি ছলনা ক'র্তে আছে! মনে ব্যথা দিও না মনোময়! চল, চল,আমি তোমায় ক্রোড়ে ক'রে নিয়ে যাচ্চি, পদে কোন আঘাত লাগ্‌বে না। পরমহংস দেবর্ষি নারদ ভক্তগণ সঙ্গে লয়ে শ্রীরাধাকুঞ্জাভিমুখে তোমাদের যুগল মিলন দর্শনের জন্য গমন ক'র্ছেন। ঠাকুর, ঠাকুর, যবেন না, যাবেন না. আর শূন্য কুঞ্জে যাবার আবশ্যক নাই! রঙ্গনাথ! এখানে আজ কি রঙ্গ প্রকাশ ক'র্ছেন! হায়—হায়—ঐ চলে গেল, এমনি শঠ—

একবার আড়্‌চোখেও দেখে গেল না ! সব গেল, হায়—হায়, সাধের গাঁথা ফুল্ল হার আর তাঁর গলায় পরিয়ে দিতে পার্‌লুম নি ! (রোদন)

হরিদাসের প্রবেশ ।

হরিদাস। সব বৃথায় গেল সখি,সব বৃথায় গেল ! বড় সাধে বাদ সাধ্‌লে শ্যাম ! বড় আশায় নিরাশ ক'র্‌লে শ্রীনিবাস। এখন কি করি ? শ্রীহরি, শ্রীহরি, এ ফুলের রাশি ল'য়ে কি করি ? কার শ্যাম অঙ্গে তুলাব গোবিন্দ। শ্রীচরণে কি অপরাধে অপরাধী হ'লাম ? প্রভু, প্রভু, উপায় বলুন, উপায় বলুন, কালাচাঁদ আজ আর শ্রীমতীর কুঞ্জে আস্‌বেন না ; চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে প্রবেশ ক'রেছেন ! কি হবে ঠাকুর আমরা যে আজ বড় আশায় বুক বেঁধে ছিলুম ! (রোদন)

নারদ। ভক্ত হরিদাস—ভক্ত জ্ঞানদাস, রোদন সম্বরণ কর বাছা ! একেবারে যে আত্মহারা হ'য়েছ ! এই ত ভক্তি, এই ত প্রেম ! কিন্তু বাছা রে—এত আত্মহারা হ'চ্চ কেন ? সে ধন ত একার নয় ? সে ধন যে প্রেমের, যার প্রেম আছে, যার ভক্তি আছে, সে যে তারি। চল, এখন কুঞ্জপার্শ্বে গমন করি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিকুঞ্জ।

গোপীগণ ও শ্রীরাধার প্রবেশ।

শ্রীরাধা। গীত

দে দে সখি, আমারে সাজায়ে দে।
সোনার বঁধুটী আমার কুঞ্জে আজিকে ব'লেছে আসিবে সে॥
শ্যাম বিলাসিতে এ মম তনু—নীল বসনে দেলো ঢাকি,
রতন ভূষণ চাই না লো কোন কুসুম ভূষণ আন্ দেখি,
চাঁচর কেশে বাঁধ লো বেণী, দে লো নয়নে কাজর মাজিয়া,
সিঁথায় সিন্দূর চন্দন ভালে দেল' বন্ধুর লাগিয়া,
সে যা ভালবাসে, তাই ভালবেসে তাই অঙ্গে দে॥

বৃন্দা। (রাধাকে সাজাইয়া) কেমন, এখন হ'ল ত? আর শ্যাম-শশধর যাবেন কোথা? এ রূপ দেখ্‌লে—এর ফাঁদে প'ড়ে তাঁর আর এক পা নড়াবারও ক্ষমতা থাক্‌বে না।

শ্রীরাধা। রাত্রি কত হ'ল সখি! এখন যে সে শ্যাম-শশধরের উদয় হ'ল নি! প্রাণ যে বড়ই অস্থির হ'ল!

ললিতা। তুই যে অবাক্ ক'র্‌লি রাধা! একটু সবুর সয় না? ভাল যা হোক মেয়ে বাছা! একেবারে 'বঁধু বঁধু" ক'রে পাগল হ'লি?

বিশাখা। ওলো একটুখানি স', ওলো একটুখানি স',
না সয় যদি তবে ধনি, দিয়ে আসিগে চ'।

রাধা। কোথায় দিয়ে আস্‌বে সখি! সে পথে যে কাঁটা প'ড়েছে! তা না হ'লে চকোরী কি এতক্ষণ স্থির থাকৃত? এতক্ষণ কি "হা জলধর, হা জলধর" ব'লে চীৎকার ক'রে ম'রৃত? ঐ না—কার পদ শব্দ! ঐ না বাঁশী বেজে উঠ্‌ল। ঐ না "রাধা রাধা" ব'লে কে ডাকৃছে! (গমনোদ্যত)

বৃন্দা। সখি, একটুকু ধৈর্য্য ধর,এত চঞ্চল হ'য়ে কি ক'র্‌বে।

রাধা। কি ক'র্‌ব, অবলা স্ত্রীলোক আমি, আমার ক'র্‌বার কি আছে সখি! যা হয়, তোমরা কর। রাধার একমাত্র ভরসা তোমরা, তোমরা আমার কালাচাঁদসমাগমের উপায় কর। কেন আস্‌ছেন না! তাঁর ত কখন কথার ভুল হয় নি! তবে কি রাধার কপাল দোষে আজ সেই চন্দ্রে কলঙ্ক স্পর্শ ক'র্‌লে? ক'র্‌লে বৈকি, তা না হ'লে তাঁর পদাশ্রিতা দাসার নিকট আস্‌তে বিলম্ব কেন সখি! সখি, ঐ না বাঁশী বাজ্‌ছে!

বৃন্দা। চুপ কর শ্যামসোহাগিনি, তুমি যে শ্যাম বিরহে দিশে-হারা হ'লে! কই বংশীধ্বনি সখি! এত অস্থির হ'লে শ্যামই বা তোমায় বল্‌বে কি?

ললিতা। না বোন, আমার আর কিন্তু মনে ভাল লগ্‌ছে না, আজ ত অষ্টমী তিথি, অনেক ক্ষণ হ'ল চন্দ্র অস্তে গেছেন।

রাধা। অ্যাঁ, চন্দ্র অস্ত গেছেন? তবে এখনও কেন আমার শ্যামচন্দ্রের উদয় হ'ল না সখি! তবে কি মঙ্গলময়ের কোন অমঙ্গল

হ'ল ? কি হবে আমার! কে আমার শ্যামের কুশল সংবাদ এনে দেবে! তাই ত, তা না হ'লে রাধানাথ এতক্ষণ রাধায় ছেড়ে কোথাও কি থাক্‌তে পার্‌তেন ?

বৃন্দা। মঙ্গলময়ি, ভালবাসায় মঙ্গলময়েরও অমঙ্গল ভাবনা ক'র্‌ছ! এত আত্মহারা কেন রাধে! স্থির হও, কুলকুণ্ডলিনি, হ্লাদিনীরূপিণী চিৎশক্তি, কাতরা হ'ও না! তুমি কাতরা হ'লে আমরা কার কাছে দাঁড়াব ?

রাধা। বৃন্দে। প্রিয় সখি আমার! কি করি! নীরব হ'য়ে রৈলে কেন ? কিছু জান কি ? কি হ'য়েছে বল ? আমার শ্যাম—রাধার শ্যাম এখনও এলেন না কেন ?

বিশাখা। না, একটু এগিয়ে দেখ্‌তে হ'ল, সত্যিই ত, এ যে রাত পুইয়ে যায়!

[প্রস্থান।

রাধা। সখি! মনে বড় ভয় হ'চ্চে, তিনি কি আমার কোন অপরাধে আমায় ত্যাগ ক'র্‌লেন ? আমি ত তাঁর শ্রীপাদপদ্মে জ্ঞানকৃত কোন অপরাধে অপরাধিনী নই সখি ত'বে যদি অজ্ঞানে কোন দোষ ক'রে থাকি, তাতে কি তিনি আমার প্রতি রাগ ক'র্‌বেন ? সেই রাগে রাধিকাকে তিনি ভুল্‌বেন ? হায়, তবে, আমার কি হবে! ঐ গো, ঐ যে, পূর্ব্বকাশ লোহিত রাগরঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে! ঐ যে দিক্‌ বধূরা অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত ক'র্‌ছে! ঐ যে বনবিহঙ্গম প্রভাতসংগীত ক'র্‌বার জন্য সংগীতের

পূর্ব্বালাপ ক'র্‌ছে! কৈ সখি, এখনও ত বিশাখা ফিরে এলে না! উঃ, আর যে ক্লেশ সহ্য হয় না!

"আর কি করিব সখি কহ না উপায়,
কানু বিনা কেন নাহি প্রাণ বাহিরায়?
ধিক্ ধিক্ ও রে বিধি, তোর্ ৃরে বিধান,
এ হেন রজনী মোরে বঞ্চাইলি কান?"

সখি ম'লুম, ম'লুম, প্রাণনাথের বিরহে প্রাণ থাকে না! মলুম, ম'লুম! (মূর্চ্ছা)

গোপগণ। হায়, হায়, কি হ'ল। (সকলে শ্রীরাধিকাকে ধারণ)

ললিতা। দেখ না বৃন্দা দিদি, কি উপায়ে প্রিয়সখীর আমার চৈতন্য হয়, তারি উপায় দেখ! একি গো, এ যে সর্ব্বগাত্র শীতল হ'য়ে আস্‌ছে!

বৃন্দা। ললিতে! চৈতন্যময়ী শ্রীরাধিকার চৈতন্যের জন্য তুমি ভাবিত হ'চ্চ? একবার চৈতন্যময়ীর কর্ণের কাছে চৈতন্য-ময়ের নাম কর দেখি, তা হ'লেই চৈতন্যময়ী চৈতন্য লাভ ক'র্‌বেন; হয় নয় পরীক্ষা কর।

কমলিনি, কমলিনি—চাহ চক্ষু মিলি,
আসিছে তোমার অই শ্যাম বনমালী!

রাধা। কৈ, কৈ সখি, কৈ মোর শ্যামধন,
মোরে ভুলে কোথা ছিলে জীবনরতন!
কৈ, কৈ কিশোরমোহন!

ললিতা। ছিঃ ছিঃ রাই অবোধিনী অল্পবুদ্ধি নারী,
নিজ সুখ দুঃখ জ্ঞান না আছে তোমারি!

বিশাখার প্রবেশ।

বিশাখা। ক্লেশ, আরও ক্লেশ সহ্য ক'র্‌তে হবে রাধে!

রাধা। আমার শ্যামের সংবাদ কি বিশাখা!

বিশাখা। সে কথা আর কেন গো! বেছে বেছে প্রেম ক'রেছিলে! বলি—ম'র্‌তে কি আর জায়গা পেয়েছিলে না! এখন যে গুণময়ের গুণ আপনা হ'তে প্রচার হ'চ্চে! তিনি সারা-রাতটা চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে অবস্থান ক'রে ভোরে তোমার প্রেমের ডুরির টানে প'ড়ে এবার বেরিয়েছেন! ঐ যে ত্রিভঙ্গঠামকে তমালের আড়ালে দেখে নাও না! ছিঃ ছিঃ এমন শঠও থাকে? এমন লম্পটের সঙ্গেও প্রণয় করে!

রাধা। বটে, নটবর! এই তোমার ভালবাসা? তুমি যে আমার পর হবে—এ যে কখন স্বপ্নেও ভাবি না নাথ! হায়, তুমি আমার অকূলের কাণ্ডারী হ'য়ে আমায় অকূলে ভাসালে? (রোদন)

ললিতা। কাঁদিস্ নে রাই, বলি শোন শঠ এলে হেথা,
না কহিও তার সনে তুমি কোন কথা।
না চাহিও তার পানে প্রসন্ন নয়নে,
আমাদের না কহিও দানিতে আসনে।
যখন করিবে শ্যাম কাকুতি বিস্তর,
আমরা তারেই দিব উচিত উত্তর।
মান করি যদি দুঃখ দিতে পার তারে,
তবেই নারিবে আর হেন করিবারে।

রাধা। ললিতা, তাই ক'র্ব। কপট, শঠ, লম্পটকে আমি চাই না, এখনি আমার কুঞ্জ হ'তে চলে যেতে বল্। যে পরনারীতে আশক্ত, সে কেন তবে রাধাকে চায় ?

বৃন্দা। (স্বগত) ভুল্‌ছ কেন রাই, পর নিয়ে যে তোমাদের সংসার! উনি পর নিয়ে থাকেন ব'লেই পরাৎপর, পুরুষোত্তম, আর তুমিও পর নিয়ে বিহার কর ব'লেই পরাৎপরা - পুরাতনী। তোমাদের অনন্ত প্রেম কি একস্থানে একজনে মাত্র থাকে সখি! অনন্ত-বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে যে ছড়িয়ে রেখেছ! তখন আজ শ্যামকে দোষ দিলে চ'ল্‌বে কেন? ভালই হ'য়েছে, দেখাই যাক—রাধার মান-সরোবরে আজ কত পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়! তার সৌরভ গ্রহণে আপনার জীবন চরিতার্থ কর্‌ব। (প্রঃ) ঐ যে কালাচাঁদ, ঘুমের ঘোরে আস্‌ছেন! ওলো, ওলো বিশাখে! পুরুষের মূর্ত্তি হ'য়েছে কেমন দেখ্‌ছিস্? বল্ না লো, এ শ্রীমতীর কুঞ্জে উনি যেন প্রবেশ না করেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। জয় শ্রীরাধে! শুভক্ষণে আজ রাত্রি প্রভাত হ'ল!

গীত

আরে হট যাও, হট যাও বংশীধারি, কপট কানাই।
ছিঃ ছিঃ ছিঃ কুঞ্জে এসো না শ্যাম, মানা ক'রেছে রাই॥
পথ ভুলে ক'মনে হ'তে, উদয় হ'লে এ প্রভাতে,
কোথায় ছিলে সারা রেতে কার মুখ চাই,—
এখন নেয়ে এস যমুনাতে, ছুঁও না, ছুঁও না ভাই॥

শ্রীকৃষ্ণ। গীত

আমায় মন্দ বেস' না চারুহাসিনি।
আমি সারা নিশি, বাজায়েছি বাঁশী,
রাধা রাধা ব'লে, রাধা বিনা নাহি জানি॥

বিশাখা। "বল কি হে! আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ,
কে সাজাল হেন সাজে হেরে পাই দুখ।
কপালে কঙ্কনদাগ আহা মরি মরি,
কে করিল হেন কাজ কেমনে গোয়ারি।
দারুণ নখের ঘা কপালে বিরাজে—
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরোমাঝে।
কেমন পাষাণী, যার দেখি হেন রীতি,
কে কোথা শিখালে তারে—এ হেন পীরিতি।
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই,
কাছে এস আঁচলেতে মু'খানি মুছাই।"

কৃষ্ণ। "কহরে বিশাখে সখি, কিবা হইয়াছে,
মিছা কথা ল'য়ে কেন গোল কর মিছে।
জান না কি মিছা কথা কহে যেইজন,
গভীর নরকে তার হয় গো পতন।
বল সখি, তাহা বল, যাহা মনে আসে,
সবে না ধর্ম্মেতে তাহা কহিলাম শেষে।"

ললিতা। "ভাল ভাল ভাল জানিয়া নাগর, শুনালে ধরম কথা,
পরের রমণী মজালে যখন আছিল ধরম কোথা?

চোরের মুখেতে ধরম কাহিনী শুনিয়া পায় যে হাসি,
পাপপুণ্য জ্ঞান তোমার যত হে, তা জানে এ ব্রজবাসী।
চলিবার তরে দাও উপদেশ পাথর চাপায়ে পিঠে,
বুকেতে মারিয়া চাকুর ঘা তাহাতে নুনের ছিটে।
আর না হেরিব ও কালমুখ, রহিলে কেন এখানে,
যাও চলি যথা মনের মানুষ যেখানেতে মন টানে।
কেন দাঁড়াইয়া পাপিনীর কাছে পাপেতে ডুবিবে পাছে,
ব'লনা আর কথা, যাও চলে যথা, ধরমের খনি আছে!"

রাধা। শুন্ রে ললিতে—বল্ কালাচাঁদে—
যেতে চন্দ্রাবলী কাছে।

কৃষ্ণ। "শোন প্রিয়া রাই,
যা কিছু শুনিছ সব জানিহ মিছাই।"

রাধা। বৃন্দে! এ নির্লজ্জ কে? সমস্ত শরীর লোহিতবর্ণ হ'য়েছে, চক্ষু দুটী করঞ্চার মত, সমস্ত অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, তবু নিজসাধুতা জানাচ্চে, শুন্‌চ?

কৃষ্ণ। "সত্যই রাধে—বৃন্দাবনে মহাদৈত্য এল একজন,
শুনি যুঝিবারে আমি করিনু গমন।
সেই তরে রাঙামাটি লেগে ছিল গায়,
গলিয়া গিয়াছে ঘামে লেগেছে মাথায়।
তারে অন্বেষিতে রাত্রি হ'ল অবসান,
তাই এত রক্ত বর্ণ হ'য়েছে নয়ান।
বনে বনে করিবারে তারে অন্বেষণ,

কণ্টকে লাগিয়ে অঙ্গ হ'য়েছে খণ্ডন !
ভ্রমিতে ভ্রমিতে অঙ্গে স্পর্শে বিষলতা,
তাই এ অধরে হের ঘোর মলিনতা।
এ সকল ভিন্ন বোধ কেন কর রাই,
যুবতীর দৃষ্টি—দিনে সত্য হয় নাই !

ললিতা। "বটে বটে শঠ, ভাল ভুলাও কিশোরী,
কিন্তু কিরূপে ঢাকিবে বুকে চন্দন-মকরী ?"

কৃষ্ণ। (স্বগত) তাই ত, তাই ত, কিরূপে মকরীর চিহ্ন ঘুচাই ! যাক্ ঘামেই মুছে যাবে। (মুছিয়া)

"বল কি ললিতে, কোথায় দেখিলে,
কোথায় মকরী চিন্,
একি অদ্‌ভুত— থাকিতে নয়ন
দরশনে কেন ক্ষীণ ?"

ললিতা। "ওহে শ্যামচাঁদ,যতেক কহিলে, বৃথা হ'ল সে সকল,
সাক্ষী ছিল তব আপন ঘরমে আর কেন কর ছল ?"

রাধা। "ওরে ও ললিতে, আর কেন কথা,
অতনু সমরে হইয়াছে বড় শ্রম,
(বল্) তেঁই পড়ে ঘাম, যমুনায় স্নান করি কর উপশম।"

কৃষ্ণ। সত্যই ব'ল্‌ছি রাধে, তুমি আমায় অন্যায় তিরস্কার ক'র্‌ছ। তুমি আমার জীবন-মরণের সঙ্গিনী ! আমার দেহের আধা, আমার প্রাণের আধা। তোমায় ভিন্ন আমি আর ত কিছু জানি না রাধে ! কথা কও বিধুমুখি ! আস্‌তে বিলম্ব দেখে অভিমান

ক'রেছ? এই দেখ, তোমার জন্য তোমার প্রিয় বনফুলমালা এনেছি, পর সখি! (মাল্য দান, রাধিকা কর্ত্তৃক মাল্য ছিন্ন)

রাধা। বৃন্দা, এখনও শঠকে আমার কুঞ্জ হ'তে তাড়া।

বিশাখা। বলি শুন্‌চ?

কৃষ্ণ। শুন্‌চি, আমার যা হয় একটা উপায় কর বিশাখা!

ললিতা। তোমার উপায় আমরা কি ক'র্‌ব ভাই, তুমি আমাদের রাণীর কাছে এখনও মিছে কথা ব'ল্‌ছ।

কৃষ্ণ! না ললিতে! আমি মিছে কথা বলি না।

ললিতা। মিছে কথা বল না? সত্য বল দেখি, চেহারা কালির মত হ'ল কেন? কপালেই বা সিঁদূরের দাগ লাগ্‌ল কেন?

কৃষ্ণ। অহো হো, আর একটা কারণও আছে বটে! আমি কাল রাত্রিযোগে মা কালীর কাছে রাই লাভের সাধনা ক'র্‌ছিলুম, তাই—তাই রাত্রি জাগরণে আমার মুখে কালি প'ড়ে গেছে ললিতে! আর কপালে যা সিঁদূর দেখ্‌ছ, সে মা কালীর প্রসাদী সিঁদূর!

রাধা। এখনও গেল না, শঠের সাজা দিয়ে এখনি কুঞ্জ হ'তে বার কর, তা না হ'লে—তোদের একদিন কি আমার একদিন।

ললিতা। বলি শুন্‌চ, আর এখানে তোমার একমুহূর্ত্ত থাক্‌বার উপায় নেই। এখন আস্তে আস্তে পথ দেখ।

কৃষ্ণ। গীত

"সুন্দরি! কাহে কহসি কটু বাণী।
তোহারি চরণ ধরি, শপতি করিয়ে কহি,
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি॥

তুহুঁ যদি সুন্দরি, মঝু মুখ না হেরবি,
হাম যায়ব কোন ঠাম,
তুয়া বিনু জীবন, কোন কাজে রাখব,
তেজব পাপ পরাণ।"

বৃন্দা। ঠাকুর! সারা রাতটা রাইকে জ্বালিয়েছ, আর এখন একটু জ্বালাতন হ'তেই অসহ্য হ'য়ে উঠেছ। আচ্ছা, কুঞ্জদ্বারে একটু অপেক্ষা করগে, দেখি, আমি রাধারাণীকে সন্তুষ্ট ক'র্‌তে পারি কি না?

[রাধার প্রতি চাহিতে চাহিতে কৃষ্ণের প্রস্থান।

বিশাখা। "শোন ওগো রাজসুতে, শোন ওগো প্যারি,
রাখিতে পারিবে মান, দেখহ বিচারি।
নাহি যদি পার তবে বলহ এখন,
ফিরাইয়া নটবরে করি আনয়ন।"

রাধা। "না—না রে বিশাখে, যদি ভালবাস মোরে,
না কর' উহার নাম সত্য কহি তোরে।"

বৃন্দা। না সখি! কাজটা ভাল ক'র্‌লে না! কাল যার জন্য আহার ত্যাগ ক'রেছিলে, যার চাঁদমুখ দেখ্‌বার আশায় সারা-রাতটা আই ঢাই ক'রেছিলে, আজ তাকে এত অনাদর করা কি উচিত হ'ল সখি!

রাধা। আবার—আবার তার কথা! আমার বুদ্ধিতে যা ভাল এসেছে, আমি তাই ক'রেছি, আমি কার' পরামর্শ গ্রহণ ক'র্‌তে চাই না! উঃ লম্পটের ব্যবহার দেখ্‌লে! আমি যার জন্য সর্ব্বস্ব

ত্যাগ ক'রে কুলত্যাগিনী হ'য়েছি, দিবারাত্রি শ্বাশুড়ী ননদীর লাঞ্ছনা ভোগ ক'র্‌ছি, তার এই কাজ ! তাকে স্থান দিতে হবে, তার সঙ্গে কথা কইতে হবে ?

ললিতা। তা ব'লে সখি! তোমার এ দুর্জ্জয় মান শোভা পায় না! তাঁকে কষ্ট দেওয়া—তোমার ন্যায় সাধ্বীর ধর্ম্ম নয়!

রাধা। নারীর ধর্ম্ম নয় পুরুষের ধর্ম্ম ? তোরাও তার সহ-যোগিনী কি না, তোরা ত ঐ সকল কথা ব'ল্‌বি ! যা, তোরাও সব আমার সম্মুখ হ'তে দূরে যা ! আমার শ্যাম যখন আমায় পায়ে ঠেলেছে, তখন রাধার আর মান-অভিমান কি আছে ! আর কেন বেশভূষা, দূর হও—অলঙ্কার বেশ ! (পরিত্যাগ) রাধার গাত্রে আর কেন ? অভাগিনী কাঙালিনীর এ সকলের আবশ্যক কি ? পতিপরিত্যক্তা অভাগিনীর বেশভূষা কেন ? কপট, লম্পট, এই ক'র্‌লে ! ভালবেসে এই ক'র্‌লে ? রাধার ভালবাসার এই পুর-স্কার দান ক'র্‌লে ! উঃ, যাই—যাই ! আমার সম্মুখে যেন কেউ আর না আসে !

[প্রস্থান।

গোপীগণ। এ কি লো, সখী যে পাগলের মত ছুট্‌লো ! চল্‌- চল্‌ না- দেখিগে যাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যমুনাতীর।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। গীত

আর কেন বাঁশের বাঁশি তোরে ভালবাস্‌ব।
আদরে অধরে ল'য়ে আর কেন ধ'র্‌ব ॥
যে নাম সাধিস বাঁশী সেই রাধা মোরে বাম,
ভুলেও চায় না মনে আমার এ শ্যাম নাম,
বুঝি না ওরে রে বাঁশি, এর কিবা পরিণাম,
"হা রাই—হা রাই"—ক'রে বুঝি বাঁশি ম'র্‌ব।

সব শূন্য, সব শূন্য, শূন্য মোর স্থান!
রাধা বিনা প্রতিক্ষণ সংসার শ্মশান!
হায় হায়—ঘুরে ফিরে দেখেছি সংসার,
রাধা সম প্রেম দিতে কেহ নাই আর!

[প্রস্থান।

রাখালগণের প্রবেশ।

রাখালগণ। গীত

কানাই কাঁদিস্ নে, ঘাটে বাটে তটে মাঠে এমন ক'রে।
যদি রাধার প্রেম ভুল্‌বি না রে—তবে এলি কেন রাগভরে ॥
কাঙাল ভিখারী বেশে, আর কতদিন দেশে দেশে,
ফিরবি কানু এমন বেশে—হেরে যে বুক বিদরে,
আমরা ব'ল্‌ব কইব, রাধায় সাধ্‌ব—চল ভাই, নে যাই তোরে ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাধাকুণ্ডতীর।

বৃন্দার প্রবেশ।

বৃন্দা। ভাল একবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকি! দেখি না কেন, বংশীধর এখন কি অবস্থায় আছেন! হা লীলা—পুরুষোত্তমেরও মোহ। তিনি প্রকৃতির সংযোগে আজ আপনাকে আপনি শূন্য! ধন্য মায়াময়! আজ এ রস-তরঙ্গে কি যে রঙ্গ প্রকাশ ক'র্‌বেন, তা আপনিই ব'ল্‌তে পারেন, তবে বুঝি—রাইকে বড় ক'র্‌বার জন্যই এ রঙ্গ রসের অবতারণা। তা না হ'লে হরি—তুমি কেন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে এ মান-তরঙ্গের সৃষ্টি ক'র্‌বে! ইচ্ছা ক'র্‌লেই ত বহুরূপ, ইচ্ছামত রূপ ধ'রে দুজনারই মনোবাসনা পূর্ণ ক'র্‌তে পার্‌তেন। যাক, বলি রাধাকুণ্ডের তীরে বাঁশী বাজাচ্ছিলেন কেন? রাই-বিরহ জানাবার জন্য কি? তা কে না জানে নারায়ণ, যে আদ্যাশক্তির মহাশক্তিতেই এই জগৎ পরিচালিত হ'চ্চে! তুমি পুরুষ, সেই মহাপ্রকৃতিকে তোমার ক্রোড়ে সুপ্ত রাখ্‌তে না পার্‌লে যে তুমি মোহাচ্ছন্ন হবে তা হ'লে মধুসূদন! তোমার কাজকে ক'র্‌বে! এস হরি মদনমোহন, এস গোপীনাথ, অনাথনাথ, রাধানাথ। তোমার সাধনাই সিদ্ধ হ'য়েছে! মহাপ্রকৃতির অভিমান টুটেছে তোমায় মহাহ্বান ক'র্‌ছে!

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

বৃন্দা। বেশ ঠাকুর! আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে ম'র্‌ছি,

আর তুমি আপন তালেই বেড়াচ্ছ! বলি, আর কেন, হ'য়েছে ত? অভিমানিনী অভাগিনীর দিনযামিনী সমান হ'য়েছে! "হা কৃষ্ণ, হা গোবিন্দ"—ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে স্বর ভঙ্গ ঘটেছে!

কৃষ্ণ। এস সখি! আমার রাধার মঙ্গল বল?

বৃন্দা। কেন, যেগুলো ব'ল্‌ছি, এ গুলো কি রাধার মঙ্গল নয় মঙ্গলময়!

কৃষ্ণ। কেন বৃন্দে! এমন সময় আমায় রহস্য ক'র্‌ছ? আর কি রহস্যের সময় আছে সখি! যাকে নিয়ে তোমাদের রহস্য ছিল, যাকে নিয়ে তোমাদের আনন্দ—আমোদ ছিল, যাকে নিয়ে তোমরা নিজেদের সুখ-বিলাসিতা কিছুমাত্র জ্ঞান কর না, আজ সে আমাকে পর ভেবে সম্মুখ হ'তে দূর ক'রেছে, এতেও কি তোমাদের রহস্য থাক্‌তে পারে? সত্যই ব'ল্‌ছি সখি, আমার শ্রীমতী কুশলে আছে ত? সে আমাকে দূর ক'রে দিয়ে আনন্দ উপভোগ ক'র্‌ছে ত! তার বিধুবদন মলিন হয় নি ত? সে আনন্দময়ী আমার কোনরূপে নিরানন্দ ভোগ করে নি ত? বল, বল বৃন্দে! প্রাণাধিকার বিবরণ ব'লে আমার ব্যস্ত প্রাণকে সুস্থির কর।

বৃন্দা। সর্ব্বান্তর্য্যামি! আর কেন? সব ত জান্‌ছ দয়াময়! রমণীর বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না। আমাদের শ্রীমতীর তাই হ'য়েছে। এখন মুখে ব'ল্‌ছেন, কালরূপ হেরব না, কালনাম নোব না, কিন্তু হৃদয়ে কাল ব'সে তাঁর কাল ক'র্‌ছে! এ ভাব যেমন তুমি বুঝ' হরি, তেমনি আমরা দাসী, কতকটা বুঝি, এখন যা হয় তা

কর। কিন্তু হরি, আমারা ত প্যারীর যন্ত্রণা দেখ্তে পারি না। সে অবস্থা দেখেই ছুটে এসেছি।

কৃষ্ণ। বৃন্দে! সব জান্ছি, সব বুঝ্ছি, কিন্তু এখনও মানিনীর দুর্জ্জয় মানের অবসান হয় নি। কি ক'র্‌ব! রাধার মানে যে আমায় পাগল ক'রলে বৃন্দে! (রোদন)

বৃন্দা। গীত

আর পাগল হ'তে হবে না হে, চল ঘরের ঠাকুর ঘরে চল।
শূন্য রাধার হৃদ্‌সিংহাসন, তুমি নৈলে আর কে পূর্ণ ক'র্‌বে বল ॥
খেয়ে একটু মানের তাড়া, চক্ষু দিয়ে বইছে ধারা,
বুঝ—নারী এম্‌নি ধারা কত সয় অবিরল,—
তায় চঞ্চল হইলে বঁধু, পুরুষ ত হ'ত অচল ॥

হরিদাস ও জ্ঞানদাসের প্রবেশ।

হরিদাস। এখনও ব'ল্‌ছি, রাগ ছাড়।

জ্ঞানদাস। পুরুষ তুমি, তোমার কি এত রাগ শোভা পায়?

কৃষ্ণ। বা, তোমরা আবার কে?

হরিদাস। সে কথা রাখ না মাণিক, কুঞ্জে চল।

জ্ঞানদাস। সারা নিশা জেগে জেগে গেছে! বল দেখি, সাত রাজার ধন, মেয়ে মানুষ আমি—আমার কি একটু অভিমান হয় না?

কৃষ্ণ। হয় বৈকি, তা না হ'লে আমায় তাড়াবে কেন?

হরিদাস। ছিঃ ছিঃ, তাড়ানার কথা হ'চ্চে কি?

জ্ঞানদাস। মেয়ে মানুষের সব কথা কি নিতে আছে দয়াময়!

কৃষ্ণ। তুমি যে জোর ক'রে নেয়াচ্চ! আমি যে পায়ে পর্য্যন্ত ধ'রেছিলাম!

হরিদাস। ঐ ত ধন, তুমিই বাড়িয়ে, তুমিই আবার পায়ে থেঁৎলাচ্চ!

জ্ঞানদাস। মাথায় তুল্‌তেও যেমন, পায়ে থেঁৎলাতেও তেমন! কসুর মাপ কিয়ো মাণিক! চল, আর কখন কসুর হবে না! আমরা থেকে বিচার ক'রে দিচ্ছি।

কৃষ্ণ। তা তোমরা কেন আমায় এত ব্যস্ত ক'র্‌ছ?

হরিদাস। শুন দেখি মাণিকের কথা, আমরা ব্যস্ত হ'চ্চি, আমাদের প্রাণ-পাখী যে ঐ মহামিলন দেখ্‌তে বড় ব্যস্ত হ'য়েছে চাঁদ!

জ্ঞানদাস। দেখিয়ে যে ফাঁকি দিয়েছ, তাই ত ব্যস্ত, তা না হ'লে কে তোমার রস—আর রসসমুদ্র বুঝ্‌তে মাণিক! এখন যা হবার, তা হ'য়েছে! ভেসে পড়, আমরাও ভাস্‌তে ভাস্‌তে তোমার সঙ্গে যাই! দেখি কূল পাই কি না? আজ তোমায় দেখ্‌বার যাত্রী অনেক! বৃন্দে! ধর্‌ না, কালাচাঁদকে বাঁধ্‌ না! তোদের গয়লানীর কাছে অনেক ডুরি আছে ত ভাই, একটায় বাঁধ্‌, একটায় বাঁধ্‌! নয় বল - আমরাই নয় যা তা ক'রে বাঁধি!

বৃন্দা। ভক্ত রে! তোরা ভগবানকে না বেঁধে আজ অভাগিনী বৃন্দাকে বাঁধ্‌তে ব'ল্‌ছিস্‌! এখন ঠাকুরকে বলি! দয়াময়! বলি বাঁধাবাঁধিতেও কি আপনি ধরা দিবেন না?

কৃষ্ণ। বৃন্দে! আমি ত ধরা দিয়েই আছি! চল, যখন

সকলের সাধ হ'য়েছে, তখন তোমাদের মনোবাসনা অবশ্য পূর্ণ ক'রব। কিন্তু জেন বৃন্দে! এতে তার দুর্জ্জয় মান সহজে ভঙ্গ হবে না, মাত্র আমায় আরও অপমানিত ক'র্‌বে! চল হরিদাস, জ্ঞানদাস, চল— তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

শ্রীরাধা ও গোপীগণ।

শ্রীরাধা। কি—তবু পাঁচজনে আমায় জ্বালাতন ক'র্‌বে! কিছুতেই নয়, প্রাণ গেলেও নয়! এ জীবনে দিন রাত্রি কাঁদ্‌ব, চক্ষের জলে ভাস্‌ব, তবু নিষ্ঠুর লম্পটকে গৃহে স্থান দোব না!

বৃন্দা, কৃষ্ণ, হরিদাস ও জ্ঞানদাসের প্রবেশ।

বৃন্দা। অমন কথা ব'ল না রাই, অমন কথা ব'ল না—তুমি কৃষ্ণরূপ দেখ্‌বে না, কিন্তু কৃষ্ণ যে তোমার অন্তরে বাহিরে বিরাজ ক'র্‌ছেন!

গীত

"কমলিনী গো, তোর কৃষ্ণ প্রেম মাখা অন্তরে বাহিরে!
জলে স্থলে গগনমণ্ডলে দেখ কৃষ্ণময় কৃষ্ণ জগৎ সংসারে॥

তোর বসনে কৃষ্ণরূপ, ভূষণে কৃষ্ণরূপ আছে কৃষ্ণরূপ কণ্ঠের কণ্ঠহার,
প'রে মণিহার তুমি করিবে বাহার—জানি জানি সে প্রেম তুহার,
ও কেশে হৃষিকেশে রেখেছ শিরোপরে ॥"

রাধা। কি—কি—আমাকে ব্যঙ্গ! কালনাগিনি, রঙ্গিনি, আমারি সর্ব্বনাশ ক'রেও এখনও নিশ্চিন্ত নোস্? আরে বৃন্দে! তোর এত অহঙ্কার!

বৃন্দা। বলি কেন গা,তুমি যে বেজায় বাড়াচ্চ? বলি—অহঙ্কার হবে না কেন?

রাধা। কি দূতি! তোর অহঙ্কার হবে, কার অহঙ্কারে তোর এত অহঙ্কার? আজ আমি তোর সেই গর্ব্ব চূর্ণ ক'র্‌ব। তুই যা বল্ বৃন্দে! আমি তা কিছুতেই শুন্‌বো না, ও শঠ লম্পটকে এখনি আমার কুঞ্জ হ'তে বের ক'রে দে! কে ওকে আমার কুঞ্জ মধ্যে আস্‌বার অনুমতি দান ক'র্‌লে? কে তোকে আন্‌তে ব'ল্‌লে?

জ্ঞানদাস। ও সব আদিখ্যাতা রাখ্ না সখি! মাপ কর, মাপ কর!

হরিদাস। বেশীটা ভাল নয় রাই, শ্যামের অপরাধ ধরিস্ নে। গঙ্গা-বারি কি কখন অপবিত্র হয় ধনি!

জ্ঞানদাস। তা সেই পবিত্রতাময়ী মা গঙ্গা যে শ্যামের আমার ঐ পাদপদ্ম হ'তে উদ্ভূতা হ'য়েছে রাজনন্দিনি! তা কি তুই জানিস্ নি! আর জ্বালাস্ নি ধনি,আর জ্বালাস নি! তোর মানে যে আজ ভক্তদের প্রাণ যায় যায় হ'য়েছে বিনোদিনি! কমলিনী গো, আর মানে কাজ নি, মানে কাজ নি!

রাধা। ললিতে. বলি তোরাও কি আজ রঙ্গ দেখ্‌ছিস নাকি ? আজ ননদিনী আসুক, সব পাপ বিদায় ক'র্‌ব। আর আমার কালাকে প্রয়োজন নেই। তবু সে নির্লজ্জ আসে কেন ? আমিই নয় না বুঝে—না জেনে ম'রেছিলুম ! সে ত পুরুষ, তার এত অপমানেও লজ্জা হয় না ? কোন কৃষ্ণভক্ত যেন আমার কুঞ্জে স্থান না পায় !

কৃষ্ণ। কেমন বৃন্দে ! হ'ল ত ? আমি ত তোমায় আগেই ব'লেছিলাম ! পুরুষের যে লজ্জা নেই সখি, তা না হ'লে আজ আমি নির্লজ্জ সাজ্‌বো কেন ?

হরিদাস। বলি—হ'ল না ?

জ্ঞানদাস। মনের ইচ্ছাটা মিটালে না ?

হরিদাস। তবে কি হ'ল ! যুগল পেলেম না ! (রোদন)

জ্ঞানদাস। ভাগ্যে যুগল আর হ'ল না !

বৃন্দা। রাধারাণীর কৃপায় আমরা ভাই, যুগলে বঞ্চিত হ'য়েছি ! আবার যখন রাধারাণীর আর বৃন্দাবনচন্দ্রের দয়া হবে, তখন সব হবে ! এখন চল, বৃন্দাবনচন্দ্রকে ল'য়ে স্থানান্তরে যাই। যে দেশে কৃষ্ণদ্বেষী বাস করে—তেমন দেশে, তেমন স্থানে—আমাদেরও থাকা কর্ত্তব্য নয় ভাই ! দেখি কৃষ্ণ নিয়ে ভাসি, দেখি—আমাদের অদৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণ কি করেন !

হরিদাস। ভাগো—যুগল দেখা হ'ল না !

জ্ঞানদাস। যুগল না দেখেও ছাড়ছি না।

[কৃষ্ণ, বৃন্দা, হরিদাস ও জ্ঞানদাসের প্রস্থান।

রাধিকা। তোরাও যা ললিতে! যারা কালার অনুরক্ত আছিস, তারা আমার দুষমন, তারা আমার দু-চক্ষের বার! রাধা এ জগতে একা বাস ক'র্‌বে। তবু—কৃষ্ণ-অনুরক্ত জীবের সঙ্গ—সে আর এক মুহূর্ত্ত চায় না।

[প্রস্থান।

ললিতা। ওমা—এ মেয়ে হ'ল কি! কাল নয় ভালই বাসে, কিন্তু তা বলে—এতটা কি ভাল গা!

গোপীগণ। অবাক্ বোন্, অবাক!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস।

মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। বাজ বাজ শিঙ্গা, আনন্দে মাতিয়া!

কুবেরের রত্নকোষ হ'তে, দরিদ্রের চীর পর্ণ বাসে—

অরণ্য অম্বুধি ক্ষেত্র ভূধর ব্যাপিয়া।

ধ্বনি তোর প্রলয় হুঙ্কার, সেই ধ্বনি ত্যজ একবার,

একবার নব ধ্বনি কর আবাহন,

যে ধ্বনির পূর্ণ সমুত্থানে উঠে বিশ্ব ইচ্ছার হিল্লোলে,

সমুত্থয় প্রাণীকুল দৃষ্টির রমণ।

যবে সৃষ্টির আদিম কালে, ছিল বিশ্ব পঞ্চভূতে ভাঙা,

গ'ড়েছিল মহাজন প্রকৃতি সাধনে—

আজি সে মহামিলন কাল, বিরহিত পুরুষ, প্রকৃতি—প্রেমে
মিশিবেন আহা মরি ব্রজ-বৃন্দাবনে,
মানভরে মানময়ী শক্তি, পুরুষ পুরুষোত্তম হরি,
দূরে দূরে—বিরহের দূর ব্যবধানে।
যা এ অনন্ত বিরাট দ্বারে, দেখিবার জানিবার বস্তু
সাধকের—অজ্ঞানীর জ্ঞান-অভিজ্ঞান,
গা রে শিঙ্গা বিচ্ছেদ-বিরহ ত্যজি সেই মিলনের গান,
জনম সফল হবে, আত্মারাম শান্তি পাবে,
যার তরে দিবানিশি সমাধি শ্মশান।

ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বনাথ! বলি—আমায় ছেড়ে নির্জ্জনে ব'সে কি চিন্তা ক'র্‌ছেন?

মহাদেব। আয়—আয় ওরে আয় ছুটে, ভাবনার অতীত দর্শন,
যদি জনমের সাধ হেরিবারে চাস,
তবে চল্,যাই বৃন্দাবনে, প্রাণভরা হরিবোল ব'লে,
যথা মহাপদ্মে পদ্মনাভ শ্রীনাথ বিকাশ।

ভগবতী। একি! ভাবময় যে মহাভাবে নিমগ্ন হ'য়েছেন! এরই মধ্যে এত ভাবের উদয়! এমন ত কখন দেখি না!

মহাদেব। চলে আয় ভূতপ্রেত মোর, চলে আয় জগতের জীব,
একা একা—সে অমৃত ভাল যে লাগে না,
মিলে মিশে বেঁটে বেঁটে পিব, অফুরন্ত সে অমৃত-ধারা,
আজীবন পিইলেও কভু ফুরাবে না

ভগবতী। অ্যাঁ, দিগম্বর আজ ত্রিজগতের জীবকে আহ্বান ক'র্‌ছেন, কৈ আমাকে ত একবার স্মরণ ক'র্‌লেন না! কেন, আমি কি শ্রীচরণে কোন অপরাধ ক'রেছি? জিজ্ঞাসাই করি না, তাতে প্রভু ক্রোধ ক'র্‌বেন কেন?

মহাদেব। কৈ, কৈ, নন্দি-ভৃঙ্গি-ভৈরবী-ভৈরব আমার—একি মহাশক্তি যে! দেবি, কতক্ষণ এসেছ?

ভগবতী। এসেছি বহুক্ষণ,:যতক্ষণ আপনি আমার সঙ্গ ছাড়া হ'য়ে এসেছেন। কিন্তু ভাবময়ের ভাবের নেশাটা আজ যে বড় গুরুতর দেখ্‌ছি! তাই অধিনীকে ত্যাগ ক'রে নিজ প্রিয়জন ল'য়ে শ্রীবৃন্দাবন যাবার উদ্‌যোগ ক'র্‌ছেন! বলি বৃন্দাবন যাওয়া কেন? সেখানে ত আজ পুরুষের সম্মান থাক্‌বে না! মানময়ী মানিনী মানভরে ভগবানকে আজ কিরূপ লাঞ্ছনা ক'র্‌ছেন, তা কি জান্‌ছেন না। এ ত আর ভগবতী নয় যে, যা ব'ল্‌বেন, তাই পায়ে পড়া হ'য়ে শুন্‌বে!

মহাদেব। কেন দুর্গে! আজ শ্লেষে ব্যোমকেশকে বেশ দু'কথা শুনাচ্চ? বৃন্দাবনে মানময়ী মানিনীর গৌরব সমধিক, আর এই পাগলের কৈলাসে কি কৈলাসেশ্বরীর কোন অগৌরব আছে?

ভগবতী। আছেঁ—না আছে, তা কি আপনি বুঝ্‌ছেন না? যেখানে প্রলয়ের মহাহুঙ্কার অহর্নিশা ঝড়ের মত ব'য়ে যাচ্চে, যেখানে নৈরাশ্যের ঘন ঘোর কালিমা তরঙ্গিনীর ঝটিকাধ্বস্ত তরঙ্গের মত লাফালাফি ক'র্‌ছে, যেখানে কেবল বিরহ—কেবল বিচ্ছেদ—কেবল বিবাদ-কলহ প্রকৃতির নিত্য অঙ্গাভরণ রূপে জড়িত

হ'য়ে র'য়েছে, সেখানে মান-মিলনের সুখমধুর অমৃতরস কিরূপ প্রবহমান, তা কি আপনি জান্‌ছেন না? কোন্ দিন না হরপার্ব্বতীর কোন্দল ছাড়া এ কৈলাসের রাত্রি প্রভাত হয়? কোন দিন না ভূতগণের বাদবিসম্বাদের মহাহলহলায় ভোলানাথের যোগাবসান-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়?

মহাদেব। বেশ, বেশ, যা বল্‌বার ব'লে যাও, সময় সংক্ষেপ—

ভগবতী। তা ব'ল্‌বে বৈকি—বলি এতক্ষণ ত প্রহরব্যাপী মহাভাবাবেশে সময় অতিবাহিত হ'চ্ছিল, এখন যেই আমি কথার একটা প্রত্যুত্তর দিতে ব'সেছি, অমনি "ব'লে যাও, সময় সংক্ষেপ"—ব্যতীত—আমায় ছেড়ে যাবার ভাষা আর বুঝি খুঁজে পেলে না?

মহাদেব। একি উমে, বৃথা কথা বাড়াও কেন? বলি আমার নিত্যসুখময় কৈলাস কি নিত্য বিরহ-বিবাদের লীলাভূমি? এখানে কি—মিলনের অমৃত বয় না শিবে! তবে—ব্যাঘ্রে বৃষে একত্রে বিচরণ ক'র্‌ছে কিরূপে শক্তি! আমি ত বলি, আমার এ কৈলাসই মিলনের—সমাধির অপূর্ব্ব মন্দির! বৃন্দাবনে এক ত্রিভঙ্গ-মুরলীধর প্রভু আমার বিরাজ করেন ব'লেই বৃন্দাবনের গৌরব।

ভগবতী। ও কথা আপনি ব'লবেন না—তমোগুণাশ্রিত শঙ্কর! যাঁর কার্য্য সংহার, বেশ বিভৎস, নৃত্য তাণ্ডব—ক'টির কথা ব'ল্‌ব?

মহাদেব। তবে আমিও বলি ভগবতি! যেখানে প্রকৃতি-সহধর্ম্মিণী সংহারিণী, উলাঙ্গিনী, উন্মাদিনী, চটুলা, প্রখরা: ইত্যাদি—ইত্যাদি—ক'টীর কথা বলি বল দেখি?

ভগবতী। মন্দ কি—নারীর সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেন; পুরস্কারও সেইরূপ পান।

মহাদেব। কেন সাধ্বি! নারীর সহিত কি অসদ্ব্যবহার ক'রেছি? ত্রিলোকই ত তার সাক্ষী—ধূর্জ্জটীর শিরে সুরধুনী; নারীকে মস্তকে রাখার পুরস্কার কি স্বামিবক্ষে পদ-প্রদান?

ভগবতী। কথার মধ্যে ত ঐ, শিরে সুরধুনী রাখা, আর তার বিপরীত হরবক্ষে সংহারিণী কালী মূর্ত্তি! যাক্ ও এক কথায় নিত্য কলহে আর কাজ নেই। এখন ভাবময়! কি ভাবে ত্রিলোক-বাসীকে আহ্বান ক'রছেন, তা কি শুনতে পাব!

মহাদেব। কেন শুন্‌তে পাবে না শৈলসুতে! তুমি যে আমার কার্য্য-উদ্বোধিকা মহাশক্তি। আজ সেই কথা এবং সেই দৃশ্য শুনাবার ও দেখাবার জন্যই ত ত্রিলোকের জীবকে মহাহ্বান ক'র্‌ছি! আজ নবনীরদনিন্দিত কান্তিধর মহিমার শশধর আমার মানসমন্দিরের আরাধ্য বিগ্রহ শ্যাম বংশীধর পরমাত্মা নিদারুণ বিচ্ছেদ-বিরহের পর চিৎশক্তিরূপিণী শ্রীরাধার সহিত মিলিত হবেন। তাই সেই বিরাট পুরুষের মহামিলন দর্শন ক'র্‌বার জন্যই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের জীবকে শ্রীবৃন্দাবনে যাবার জন্য আহ্বান ক'র্‌ছি! একি—একি হৈমবতি! দেখ্‌ছি কি? স্বপ্ন না সত্য? আমি নিদ্রিত না জাগ্রত! দেখ দেখ শিবে, আমার দৃষ্টিভ্রম হ'চ্চে কি? আজ দরিদ্র ভিখারী ভাঙড় ভোলার আশ্রমে যে সেই আমার অভীষ্ট পুরুষ কাম্য দেবতা এসে উপস্থিত হ'য়েছেন? ভাল ক'রে—ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দেখি! ভিখারীর সেই নীলকান্তমণি কি না? আমার হৃদ্‌পিঞ্জরের

সেই শ্যাম শুকপাখী কি না? আমার বড় কমলের সেই চিরানন্দময় রসসাগর রসিক ভৃঙ্গরাজ কি না?

ভগবতী। তাই ত নাথ! আজ কা'র মুখ দেখে রাত্রি প্রভাত হ'য়েছিল! সত্যই ত আমাদের লালসিত মনোচকোরের এই ত সেই নিত্যশান্তিময় শ্যামসুধাকর! সত্য সত্যই ত আমাদের পিপাসিত আশা-চাতকিনীর এই ত সেই নবনীরদধর!

মহাদেব। স্বাগত—স্বাগত হে পুরুষোত্তম, ব্রহ্মাণ্ডসবিতা, সর্ব্বজনজনয়িতা, জগৎপাতা, জগৎকর্ত্তা, জগৎশরণ্য, জগৎবরেণ্য, সর্ব্বাগ্রগণ্য, মহামান্য, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বস্ব ধন! এস—এস; অনেক আশার নিধি তুমি, বিধানের বিধানদাতা তুমি, এস—এস! অগ্রে দীনের প্রণাম গ্রহণ কর দেব! তারপর আতিথ্য গ্রহণ ক'র্বে। (প্রণাম)

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। না শঙ্কর! দীন কে, হীন কে, তাই দেখ। তার-পর প্রণাম কর; আগে আমার প্রণাম গ্রহণ কর। (প্রণাম)

ভগবতী। জগৎপতি—পিতা আমার! অনেকদিন শ্রীপাদ-পদ্ম দর্শন ক'র্তে পাই নি, আজ অধিনী কন্যা ব'লে যখন মনে প'ড়েছে, তখন দাসীরও একটা প্রণাম গ্রহণ করুন। (প্রণাম)

শ্রীকৃষ্ণ। ওমা, আমাকে প্রণাম ক'রিস্ না মা! (প্রণাম)

মহাদেব। একি হরের বক্ষরত্ন একান্ত লক্ষ্য, কাকে প্রণাম ক'র্ছেন? একি শোভা পায়? কার পায় হরি! ওঠ, ওঠ বংশীধর, দাঁড়াও, দাঁড়াও নাথ. যে ভাবে বৃন্দাবন হ'তে ত্রিভুবন

ভুলিয়েছ, সেই ভাবে—সেই ঠামে ভাগ্যহীনকে ভুলাও। যে রূপ দেখ্‌বার জন্য ত্রিলোকের জীবকে অহ্বান ক'র্‌ছিলাম, সেই রূপে এইখানে দাঁড়াও, আমি ত্রিলোকের লোকসহ দু'নয়ন ভ'রে সেই রূপ-মাধুরী দর্শন করি।

কৃষ্ণ। ভুলে যাও—ভুলে যাও হর, হরির অবস্থা আর সেরূপ নেই! হর, তুমি আমায় ভালবাস ব'লে আজ আমাকেও ভিখারী হ'তে হ'য়েছে।

মহাদেব। তুমি আবার কিসের ভিখারী হরি! আমি ভিখারী ব'লে কি তাই শ্লেষে ব্যঙ্গ ক'র্‌ছ? ঐ ব্যঙ্গ ত তোমার চিরদিনই নাথ!—

কৃষ্ণ। না শঙ্কর! তোমায় আমি কোন দিনই ব্যঙ্গ করি নি। বরং তোমার ভিখারী যোগী মূর্ত্তিতে আমার চির আগ্রহ! তাই আজ তোমার নিকট ভিখারী ভাবে যোগীবেশে ভিক্ষা ক'র্‌তে এসেছি।

মহাদেব। যোগীশ্বর—যোগীর যোগী মহাযোগী, তুমি যোগিবেশে ভিক্ষা ক'র্‌তে এসেছ? লীলাধর! আজ যে বড়ই হাসালে? যোগী যাকে পাবার জন্য যোগী, সেই মহাযোগীর কোন্ লীলা-বিকাশে আজ এ তুচ্ছ যোগিবেশের আবশ্যক! লীলাময়। বুঝি সেই যোগীকেই ছলনার জন্য! কেন না যোগিগণ মহাযোগে তোমার যে কলনূপুর-রাজিত চারু পদ দু'খানি, পীতধড়া-বনমালা-শিখণ্ডশিখবিমণ্ডিত সুবঙ্কিম মনোমদ ঠামটী, মৃদুমন্দ সুহাস্য সুভাষ্যযুক্ত কোটীবিধু-বিনিন্দিত বদনখানি ধ্যান করে, বলি সে মূর্ত্তিখানি কি সংগোপনের জন্য? কেমন—লীলাধর! এই মনের বাঞ্ছা কি না?

ভগবতী। কেন বাবা—বিনোদমোহন মূর্ত্তির বিনিময়ে নীরস কঠোর যোগিমূর্ত্তি ধারণের এত বাসনা উদ্দীপ্ত হল? ছলাময়! এ আবার কি ছলনা?

শ্রীকৃষ্ণ। না মা, অন্তর্য্যামিনী জগদম্বে! আজ মানময়ী মহা-প্রকৃতি শ্রীরাধার নিকট মানভিক্ষার জন্য এই যোগিবেশ ধারণ ক'র্‌তে হবে, আবার ভক্তের বাসনা পূর্ণ ক'র্‌তে হবে!

মহাদেব। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বে? সত্য ব'ল্‌ছ, ভক্তের বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বে? তবে আর তোমায় শিবের অদেয় কি আছে নাথ! ধর, ধর, ত্রিভঙ্গীধর, এই লও শিবের শিরের ভস্ম, পদে লেপন কর; যদিও শ্রীঅঙ্গে ভস্মলেপন করাতে প্রাণে কষ্ট আস্‌ছে, তথাপি ভক্ত-বাঞ্ছাপূর্ণকারী—ভক্তের জন্য—মানময়ী শ্রীরাধার জন্য তোমায় আমি কঠোরভাবে ভস্ম প্রদান ক'র্‌ছি! আহা মরি রে—যেন শ্যাম মেঘের পর ধূসর মেঘ চ'লে যাচ্চে! আহা শ্যাম অঙ্গে সব শোভা পায় রে! তাতে রজত-কাঞ্চনের যে সৌষ্ঠব, আর বনের বনমালা আর ভিখারীর এই ছাই ভস্মেও সেই সৌন্দর্য্য! সবই সমান! পীতধড়ার বিনিময়ে হরের বাঘ-ছাল,আর এই লও পাঁচনীর বিনিময়ে শিঙ্গা,আর চাঁচর চিকুরের বিনি-ময়ে হরের তাম্রময় জটা,চল প্রভু ভক্তের বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বে চল!

(নেপথ্যে—দেবগণ,নাগ,কিন্নরগণ,ভূতগণ প্রভৃতির মৃদঙ্গ বাদ্য)
ঐ শোন—দয়াময়, ভক্ত দেবর্ষি নারদ, দেবদৈত্য, কিন্নর সহ মান ভিক্ষা আর মহামিলন দর্শন ক'র্‌বার জন্য প্রেমরসে আপ্লুত হ'য়ে—বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা ক'র্‌ছে। না না, তারা

এই স্থানে সমবেত হ'চ্চে। এস মদনমোহন! এই সময় একবার আমার ক্রোড়ে এসে আমায় পবিত্র কর। (ক্রোড়ে গ্রহণ)

নারদ দেব, দৈত্য নাগ কিন্নরগণের প্রবেশ।

গীত

সকলে। আয় আয়—ছুটে আয়, দেখ্‌বি যদি আয়।
রসসিন্ধু উথলিয়ে আজ রসে ভেসে যায়॥
তায় সোনার কমল পরে, কৃষ্ণ-ভ্রমর বিহরে,
সদা গুণ গুণ গুঞ্জরে রে—(তার ধ্বনি সোহং—সোহং,)
সে মধু পিয়ে—জীবে মধু দিতে চায়,
বঁধু রসের সাগর, তার কাছে রস কে না পায়॥
(বল হরিবোল, বল হরিবোল)

[সকলের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

নিকুঞ্জ।

শ্রীরাধা ও গোপীগণ।

শ্রীরাধা। গীত

কেন কেন মঙ্গল কলস হায় চরণে ঠেলিনু।
সখি রে, সে যে কতই সাধিল, তারে ফিরে না চাহিনু॥
পুরুষ হইয়ে চরণে ধরিল, কাকতি মিনতি কতই করিল,
তাড়নায় তথাপি না গেল, তবু তারে দূরে খেদাইনু—
হায় রে না বুঝে সে নীলমণি নিরদয় হইনু॥

বিশাখা। সে কথা আর এখন কেন ভাই! তখন ত তোমায় ব'লেছিলুম যে, রাই—কৃষ্ণ-বিরহানল কিছুতেই সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে না।

ললিতা। মেয়ের এত মান ভাল নয় বাছা, একবার—বার বার—হাজার বার ধ'রে বল্লুম, পুরুষ হ'য়ে পায়ে ধ'র্‌ছে, আর কেন? মানই কি তোর বড় গা! কিছুতেই না, কালরূপ দেখ্‌ব না, কাল নাম লব না। তবে আবার এখন "কাল কাল" ব'লে কেঁদাও কেন বাছা! বুকটাকে ভাল ক'রে বাঁধ না কেন, মেয়ে মানুষে কি যোগিনী হয় না?

শ্রীরাধা। সবি হয় ললিতে! তাতে মেয়ে মানুষ আর পুরুষ মানুষ নেই; কিন্তু—আমার মনের গর্ব্ব টুটেছে—সেই কথাই ব'ল্‌ছি! ইহজীবনে নয় শ্যামের সঙ্গ লাভ হবে না, কিন্তু পরজন্ম ত আছে, আবার ত ম'রে জন্মাব, আবার ত শ্যাম-নাম ক'র্‌ব, তখনও কি শ্যামের দয়া পাব না? তবে—তবে সখি, এই সময় একবার শ্যামকে যদি দেখ্‌তে পেতাম—তা হ'লে যাঁর জন্যে অভাগিনী দুর্জ্জয় মান সংগ্রহ ক'রে তাঁর অপমান ক'রেছিল, সেই মান তাঁর পায় বিসর্জ্জন দিয়ে মনের কষ্ট দূর ক'রে যেতে পার্‌তাম। তা আর হ'ল না! সে আর আস্‌বে না! তাকে যে আমি বড় অপমান ক'রেছি! যে আমার প্রতি পদে পদে—প্রতি পলে পলে মান রক্ষা ক'রেছে, ওগো আমি যে তার এক তুচ্ছ অপরাধে তাকে অপমানিত ক'রেছি! এবার বেশ শিক্ষা হ'য়েছে সখি! মনে অভিমান থাক্‌লে তাঁকে পাওয়া যায় না; যদি তা হ'ত, তা হ'লে কি রাধার আজ এ দুর্গতি ঘট্‌ত? হায় সখি! কি করি, আমি যে শ্যামচন্দ্র বিহনে সকলই অন্ধকার দেখ্‌ছি! কৈ—আমার শ্যাম কৈ—সে কি আর আস্‌বে না! (একদৃষ্টিতে দর্শন)

ললিতা। ও মা, রাধে, ও কি অমন ক'রে চাচ্চ যে? কার দিকে চাচ্চ? কেউ ত এখানে নাই!

বিশাখা। রাধে! এই কি তোমার মানের পরিণাম? ব্যস্ত হ'ও না সখি! যখন শ্যামের জন্য এত আকুলতা এসে দাঁড়িয়েছে, তখন আর শ্যাম আস্‌বার বিলম্ব নাই।

বৃন্দার প্রবেশ।

বৃন্দা। বলি কি গো তোমাদের কি হ'চ্চে? আমাদের বিনোদিনী কেমন আছেন?

ললিতা। বড় কেমন নেই, কেমন কেমন হ'চ্চেন! হা হুতাশ এসে দাঁড়িয়েছে, এর পরই ছোটাছুটি ক'র্‌বেন। বলি, অবোধিনী ত যা ক'র্‌বার ক'রেছে, এখন যা হয়, একটা উপায় কর।

রাধা। বৃন্দে গো, উপায় কর! নয় আমার প্রাণ আর থাক্‌বে না। হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ! (পতন ও মূর্চ্ছা)

গোপীগণ। হায় হায় কি হ'ল, কি হ'ল!

বৃন্দা। হায়—হায় কি হ'ল, শ্যামসোহাগিনি, ক'র্‌লে কি—ক'র্‌লে কি? তোমার জন্যই যে শ্যামনিধি আমাদের পাগল! তখন তুমি কেন অধীরা হ'য়ে মূর্চ্ছিত হ'লে? ওঠ—ওঠ রাই, এখনি শ্যাম আস্‌বে।

রাধা। (উঠিয়া) কৈ শ্যাম বৃন্দা, কৈ আমার শ্যাম, আমার শ্যামকে কে এনে দিবে? একি—ভ্রমরগুঞ্জন কেন! নূপুরের ধ্বনি শুন্‌তে পাচ্চি কেন!

ললিতা। কৈ সখি! কোথায় ভ্রমর গুঞ্জন, নূপুরের ধ্বনিই বা কৈ?

রাধা। ঐ যে—ঐ যে—শুন্‌তে পাচ্চ না? ঐ যে—ঐ যে—কৈ সখি, কৈ ক'মনে গেল! এই ছিল, ক'মনে গেল! (উন্মাদিনীর ন্যায় ধাবিতা)

বৃন্দা। ললিতা, দেখ্‌ছিস্ কি? শ্যাম-ভাবে রাই যে উন্মাদিনী হ'ল!

ললিতা। (রাধাকে ধরিয়া) স্থির হও সখি, অমন ক'র্‌ছ কেন? শ্যাম তোমার শীঘ্রই আস্‌বেন।

রাধা। কৈ সখি! কই শ্যাম—

গীত

মাধব মাধব করি নিচয় মরিব,
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব।
জনমে জনমে হোক সে পিয়া আমার,
বিধি-পায় মাগি আমি এই বর সার।
হিয়ার মাঝারে মোর র'য়ে গেল দুঃখ,
মরণ সময় পিয়ার না দেখিনু মুখ!
তাই বলি সখি রে শুনা তোরা কৃষ্ণনাম,
(আমার কর্ণমূলে ঐ মহামন্ত্র নাম শুনা)

বৃন্দা। রাধে, চুপ কর, চুপ কর, ঐ দেখ তোমার শাশুড়ী ননদী দুইই এইদিকে আস্‌ছে। ওলো, তোরা সখীকে নিয়ে এক-পাশে দাঁড়া; নৈলে শ্রীমতীর অশ্রুভরা মুখখানি দেখ্‌লে কত রঙ্গেরই ঢেউ উঠ্‌বে! সখি, ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর।

গোপীগণ। চুপ কর রাধে! আর সর্ব্বনাশ বাধাস্‌ নে।

জটিলা, কুটিলা ও যোগিবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কুটিলা। একরত্তি রক্তডিমে ছেলে, ইনি আবার যোগী সেজে-

ছেন! তা আবার সতীর হাতের ভিক্ষে না হ'লে নিবেন না! হাঁরে ছোঁড়া, আমার হাতে, আমার মায়ের হাতে ভিক্ষে নিবি না ত এ বৃন্দাবনে আমাদের চেয়ে আবার সতী কোথা পাবি রে! যা—না, একবার বৃন্দাবন সহরটা ঘুরে আয় না, দেখি তুই আমাদের দু'জন ছাড়া সতী আর ক'টা পাস?

কৃষ্ণ। তা বাছা, অত দুর্ব্বাক্য কেন, আমি যাচ্চি! (গমনোদ্যত)

জটিলা। হাঁ হাঁ, হাঁ, গৃহস্থের বাড়ী থেকে অতিথি ফিরবে? সে কি মা কুটিলে, তুই অত বড় মেয়ে হ'লি বাছা, তোর একটু আক্কেল হ'ল না? বাবা, পায়ে ধরি, আমার মেয়ে ছেলেমানুষ, ওর বুদ্ধি শুদ্ধি নেই, ওর উপর রাগ ক'রো না বাবা!

কৃষ্ণ। রাগ ক'রব কেন মা, ভিক্ষুক জাতির আবার রাগ-অভিমান কি? আমার ভিক্ষার ব্রত হিসাবে আমি ঐ কথা ব'লছি।

জটিলা। তোমার ভিক্ষায় কি নিয়ম বাবা!

কৃষ্ণ। সতী নারীর হাত না হ'লে আমি কখন ভিক্ষা গ্রহণ করি না।

জটিলা। সে আর বিচিত্র কি বাবা! এদেশের ছেলে বুড়ো সকলকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না বাবা, এই আমি, এই আমার মেয়ে, আর আমার এক বৌ, এ তিন ছাড়া বৃন্দাবনে আর কেউ সতী নেই।

কুটিলা। এ কথা আমি বুক ফুলিয়ে ব'লছি বাছা! তাতে ভিক্ষে নাও বা না নাও! হয় নয়, তুমি পৃথিবী শুদ্ধ লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রতে পার।

কৃষ্ণ। তা আমার জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি, তবে তুমি বাছা যেরূপ প্রখরা, তাতে তোমার হাতে ভিক্ষা গ্রহণ ক'র্‌তে আমার প্রবৃত্তি হ'চ্চে না। (কুটিলার মুখভঙ্গি) আর তোমার মা, তার ত তিনকাল গিয়ে এককাল এসেছে, ভিক্ষে দিতে এলে হাত কাঁপ্‌বে, সুতরাং সেরূপ ভাবে ভিক্ষা গ্রহণ করাও আমার ইচ্ছা নয়, তবে তোমাদের বোয়ের কথা বল্‌ছ, তা বরং এক হ'তে পারে।

জটিলা। তা বাবা বেশ, বৌ ত আমার যে সে সতী নয়, ঐ গো—ঐ বৌ আমার নন্দের বেটা কানুর অসুখ ক'র্‌লে, শত-ছিদ্র কুম্ভে যমুনার জল এনে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। বৌ আমার এমনি সতী! বৃন্দাবন পর্য্যন্ত থ' হ'য়ে গেল বাছা, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত থ' হ'য়ে গেল! বৌয়ের নাম একবারে ঢি ঢি!

কুটিলা। মা আমার কেবল বৌ দেখেছেন! তোমরা যা বল ভাই, আমার কিন্তু বোয়ের উপর সন্ধ! যাক্, ওমা—তবে তুই আয় না, বৌ এসে ভিক্ষে দিক্! ওগো—বৌ, তুমি শুন্‌ছ না, ভিক্ষে এনে দাও, আমি ততক্ষণ রান্না চড়াই গে। ভিখারীর আবার ভিরকুটি দেখ না! আ আমার সতী রে! [প্রস্থান।

জটিলা। ও বোমা, শীগ্‌গির ভিক্ষে এনে দাও বাছা, আমি ততক্ষণ পূজো আহ্নিকটা সেরে নি গে। ঠাকুর, আপনি তবে ভিক্ষে নিন।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। কে ভিক্ষা দিবে, দাও না, আমি আর দাঁড়াতে পারি না।

বৃন্দা। শ্রীমতি! দেখ্‌ছ, চিন্‌ছ কি? এতক্ষণ যাঁর জন্য অধীর হ'য়ে বিরহাশ্রু ফেল্‌ছিলে,আজ তোমার সেই বাঞ্ছিত রত্ন তোমারই সম্মুখে যোগিবেশে দণ্ডায়মান!

গোপীগণ। ঐ সখি, আমাদের ঐ শ্যামসুন্দর!

রাধা। সত্যই ত বৃন্দা, আজ আমার প্রাণের হরি ভিখারী! চল সই,আজ হৃদয়নাথের পদতলে সর্ব্বস্ব দান ক'রে আমার দারুণ মান-যজ্ঞে আহুতি প্রদান করি গে! হায় সখি! সখার যে এ বেশ আর দেখ্‌তে পারি না! নাথ! হৃদয়সর্ব্বস্ব! অধীনাকে ক্ষমা কর। (পদতলে উপবেশন)

কৃষ্ণ। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) ক্ষমা কর রাধে! এবার এ যোগীকে তোমার মান ভিক্ষা দাও, তোমার নিকট মান ভিক্ষার জন্যই আমার এই যোগিবেশ ধারণ!

রাধা। রাধার হৃদয়াশ্রমের যোগীশ্বর! যোগীবর! তুমি যে রাধার সর্ব্বময় সর্ব্বস্ব! তোমায় আমার অদেয় কি নাথ! আমার দুর্জ্জয় মান—তোমার শ্রীপদে দক্ষিণাস্বরূপ দান ক'র্‌লুম, এখন অবলা অধীনা ব'লে শ্রীচরণে স্থান দাও।

গীত

মাধব! এক নিবেদন তোয়।
মরম না জানিয়ে, মানে তোরে দগধিনু,
মাপ কর সব মোয়।

কৃষ্ণ। রাধে, তোমার মহিমা জানে কে?
অবিরাম যুগশত, গুণ গাই অবিরত,
তবু শেষ করিতে পারি না যে!

রাধা। মাধব! তুঁহু যদি লাখ গোপাসনে বিলসই,

তাহে মুই পাই আনন্দ,
সো মঝু অন্তরে, কোটী সুখ হোয়ত,
যৈছে নাহিক কিছু মন্দ।

কৃষ্ণ। রাধে! শয়নে স্বপনে পলে ঘুমে জাগরণে,
কভু না পাশরি তোমা,
তুয়া পদাশ্রিত, করিয়ে মিনতি সকলি করিবা ক্ষমা!
গলায় বসন, আর নিবেদন, বলি যে তুঁহার ঠাঁই,
এ অধীন জনে—ও রাঙা চরণে—দয়া না ছাড়িও রাই।

বৃন্দা। বলি ওহে কালসোনা, ও সব কথা রাখ ভাই, ও কথা অনেক শোনা আছে, এখন আমাদের বাসনাটা কি মনে মনে থাক্‌বে?

গোপীগণ। তা হবে না ভাই, এখন যোগিবেশ ছাড়, বামে কিশোরীকে নিয়ে দাড়াও!

হরিদাস ও জ্ঞানদাসের প্রবেশ।

হরিদাস। দাঁড়াও, দাঁড়াও, নয় হরিদাস জোর করে নিয়ে দাঁড় করাবে!

জ্ঞানদাস। ইন্দ্র-ব্রহ্মা-শূলপাণিও তা রোধ ক'র্‌তে পার্‌বেন না।

বেগে ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও মহাদেবের প্রবেশ।

ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও মহাদেব। আমরা সেই ইন্দ্র-ব্রহ্মা-শূলপাণি আমরাও ব'ল্‌ছি, ভক্তের বাঞ্ছার নিকট আমরাও কেউ নই! তথন মদনমোহন একবার যুগলভাবে দাঁড়ায়ে ভক্তদের মনোবাসনা পূর্ণ করুন। (রাধা কৃষ্ণের যুগলভাবে দণ্ডায়মান)

দেবর্ষি নারদ ও ভক্তগণের প্রবেশ।

গীত।

নারদ। আ মরি রে, আমার বিনোদ সেজেছে বিনোদ ফুলে।
ভক্তগণ। আহা কোন বিনোদিনী বিনোদিয়ে মালা,
দিল এ বিনোদ গলে॥
গোপীগণ বিনোদ কান্তি, বিনোদ কায়ে, শোভিছে বিনোদরায়,

রাখালগণের প্রবেশ।

রাখাল বিনোদ বেশে বিনোদ কানু—এই যে রে ভাই এই হেথায়,
(আয় আয় রে—আমাদের ভাই কানু—
আজ রাই নিয়ে—যুগল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে,
নয়ন সফল যদি ক'রবি কেউ ভাই রে।)
ও ভাই কানু, তুই এলি কেন, যে রাই তোরে পাগল ক'রেছিল রে,
রাইএর মানই কি বড় হ'ল, আমাদের ভাই কানাইকে—
মান ভিক্ষা ক'রতে হ'ল!
নারদ। জয় জয়, জয়তি জয়, বৃষভানুনন্দিনী শ্যামমোহিনী রাধিকে।
কনয়া শত বাণ কান্তিকলেবর
কিরণে জিত কমলাধিকে॥
(তার জয় হবে না ত কার জয় হবে রে—
যার জয় জয় গোবিন্দ আজ্ঞাকারী,
যিনি যোগাদ্যা জগদীশ্বরী।
ভক্তগণ। জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কমলেশ কেশীমথন কংসারি,
গোপীগণ। জয় কেশব কালীয়দমন কালিন্দীকূল বিহারী।
নারদ। দাও চুয়া চন্দন, আগর গোরচন, বিনোদাঙ্গ যুগলে,
রাখালগণ। আমরা রাখাল মিলে, ভাই কানু ব'লে, নাচি আয় সকলে,
সকলে। হরিবোল বোলে রে, দুটী বাহু তুলে, নাচ নাচ হরিবোলে॥

যবনিকাপতন।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ।

পদ্মিনী	(বাঁধান)	(মথুর সাহার যাত্রায় অভিনীত)	১৸০
বিদুর	„	„ „	১৸০
তারা	„	„	১৸০
দুর্গাসুর	„	„	১৸০
চাণক্য	„	„	১৸০
যদুবংশধ্বংশ	„	(সচিত্র)	৸০
ভৃগুচরিত	„	„	[illegible]
শুকদেব চরিত	„	„	১।০
প্রহ্লাদ চরিত	„	„	১।০
রুক্মাঙ্গদরাজার হরিবাসর		„ „	১।০
জয়মতী		„ „	[illegible]
ঝগড়		(প্রহসন)	[illegible]
প্রবীর পতন বা জনা		(অভয় দাসের যাত্রায় অভিনীত)	১।০
দাতাকর্ণ		„ „	১।০
কালকেতু		„ „	১।০
লবণ সংহার		(বাঁধান সচিত্র) „	১।০
কালাপাহাড়		„ „	১।০
অন্নপূর্ণা		„ „	১।০
মহীরাবণ		„ „	১।০
জয়দেব	(ন্যাসন্যাল, মিনার্ভা, ষ্টার প্রভৃতি থিয়েটারে অভিনীত)		১৲
ব্রহ্মতেজ	„	„	১৲
নীলকণ্ঠ	„	„	॥০

পাঁচোয়ারসিং (নক্সা) ৵০, চাল্‌তার অম্বল, খাসাদই, ছানার পায়েস, ক্ষীরের-নাড়ু (খোসগল্প) প্রত্যেকের মূল্য /০, খুল্লনা—পাঁচখানা হাফটোন ছবি সহ (স্ত্রীপাঠ্য) ।৵০, অলোক-চতুরা (গার্হস্থ্য উপন্যাস) ৸০, সত্যনারায়ণ (ব্রতকথা) ৵০, আদর্শপত্রদলিল ।/০, হস্তলিপির আদর্শ /০।

তালপাতায় ছাপা শাস্ত্রগ্রন্থ—

চণ্ডী ১৲, গীতা ১৲, কালীপূজা পদ্ধতি ॥০, জগদ্ধাত্রীপূজা পদ্ধতি ১৲, ভবদেব ॥১০, দুর্গাপূজা পদ্ধতি তিন প্রকার (কালিকা, দেবীপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর) প্রত্যেকের মূল্য ১॥০, ব্রতমালা ১॥০, নাগরী অক্ষরে চণ্ডী ১৲, রুদ্রচণ্ডী ৷৵০।